১৫শ সংখ্যা॥ মার্চ ২০২৫ - জুন ২০২৫

জুম্ম বার্তা

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির অনিয়মিত মুখপত্র

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

বাস্তবায়নের সপক্ষে রাজধানী ঢাকায় দিনব্যাপী গণসংযোগ ও
প্রচার কর্মসূচী
১৯ এপ্রিল ২০২৫, শনিবার, ঢাকা।
পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন

আপনাদের সেবায় শীঘ্রই শুরু হবে
আলোক
ডেন্টাল কেয়ার ইউনিট
অন্তর্বর্তী সরকারের কর্মসূচিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অগ্রাধিকার তালিকায় রাখুন
চুক্তি বাস্তবায়নের সপক্ষে রাজধানী ঢাকায় দিনব্যাপী গণসংযোগ ও
প্রচার কর্মসূচী
১৯ এপ্রিল ২০২৫, শনিবার, ঢাকা।
পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন

১৫শ সংখ্যা॥ মার্চ ২০২৫ - জুন ২০২৫

জুম্ম বার্তা

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির অনিয়মিত মুখপত্র

প্রকাশকাল:
জুলাই ২০২৫

প্রচ্ছদ:
প্রমাণ চাকমা

প্রকাশনায়:
তথ্য ও প্রচার বিভাগ
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি
কেন্দ্রীয় কার্যালয়, কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি
ফোন: +৮৮-০২৩৩৩৩৭১৯২৭
ই-মেইল: pcjss.org@gmail.com
ওয়েব: www.pcjss.org

শুভেচ্ছা মূল্য: ৫০ টাকা

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ০৪

প্রবন্ধ: ০৬-১৫
পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা ও তার সমাধান - নিউটন চাকমা ০৬
পাহাড়ে চলমান পরিস্থিতিতে জুম্ম নারীদের ভূমিকা ও করণীয় - কাঞ্চনা চাকমা ১০
পাহাড়ের এক বিপ্লবী নারী: কল্পনা চাকমা - সোহেল তঞ্চঙ্গ্যা ১৩

বিশেষ প্রতিবেদন: ১৬-২২
পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা ১৬
পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান সামগ্রিক পরিস্থিতি ১৮
জুম্ম নারীর উপর সহিংসতা: জাতিগত নির্মূলীকরণে শাসকগোষ্ঠীর এক পৈশাচিক হাতিয়ার ২০
পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার পরিস্থিতির উপর ২০২৪ সালের অর্ধ-বার্ষিক প্রতিবেদন ২৩
পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন-এর ভূমিকা ও কার্যক্রম ২৭

সংবাদ প্রবাহ: ২৯-১১১
প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর নিপীড়ন-নির্যাতন ২৯
সেনামদদপুষ্ট সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর তৎপরতা ৩৮
ভূমি বেদখল ও উচ্ছেদ এবং সাম্প্রদায়িক হামলা ৪৩
অনুপ্রবেশ ও ধর্মান্তরকরণ ৫৪
নারীর উপর সহিংসতা ৫৭
সংগঠন সংবাদ ৬৩
আন্তর্জাতিক সংবাদ ১০৭

সম্পাদকীয়

গোটা দেশ বর্তমানে এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। নানা আশা-নিরাশা, উদ্বেগ-আশঙ্কা, ভাঙা-গড়ার দোলাচলে দেশের মানুষ পার করছে এক অস্থির সময়, যেন ঝড়-ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ এক কাল। বিশেষ করে গত বছর (২০২৪ সাল) জুলাইয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন ও অতঃপর গত ৫ আগস্ট একনাগাড়ে পনের বছরের শাসনক্ষমতায় থাকা শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের পতন এবং ৮ আগস্ট ড. মোহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের প্রেক্ষাপটেই এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। বৈষম্যবিরোধী চেতনা, গণতন্ত্র ও সমানাধিকার, অনিয়ম ও দুর্নীতির বিলোপ, ন্যায়বিচার ও জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠাসহ ইতিবাচক সংস্কারের মধ্য দিয়ে নতুন রাষ্ট্র ব্যবস্থা বিনির্মাণের অঙ্গীকারের আলোকে অন্তর্বর্তী সরকারের যাত্রা শুরু হলেও বিগত ১১ মাসেও সেই অঙ্গীকার বাস্তবায়নে বিশেষ অগ্রগতি দৃশ্যমান নয়। অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পরপরই সারাদেশে নানা মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান ও তৎপরতা, সাধারণ জনগণের জান-মালের উপর হামলাকারী উচ্ছৃঙ্খল বিভিন্ন গোষ্ঠীর নৈরাজ্যকর কর্মকাণ্ড, আদিবাসী ও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর উপর সাম্প্রদায়িক হামলা, নিপীড়ন, হয়রানি, অপরদিকে এসব সকল প্রকার অরাজকতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা নিয়ন্ত্রণে সরকারের ব্যর্থতা পরিবর্তিত পরিস্থিতিকে আরও নাজুক করে তুলেছে। বিশেষ করে রাষ্ট্র সংস্কার ও ইতিবাচক পরিবর্তনের অঙ্গীকার নিয়ে ক্ষমতাসীন বর্তমান সরকারের আমলেও যুগ যুগ ধরে নিপীড়ন ও বঞ্চনার শিকার জুম্ম জাতিগোষ্ঠী এবং পার্বত্য সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের বিষয়ে রাষ্ট্রীয় নীতিতে, সরকার ও প্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গিতে ও কার্যক্রমে কোনো পরিবর্তন ঘটেনি।

বস্তুত অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার ১১ মাসেও পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক পরিস্থিতির মৌলিক কোনো পরিবর্তন বা অগ্রগতি সাধিত হয়নি। জুম্মদের উপর বিদ্যমান মানবাধিকার লঙ্ঘন, নিপীড়ন ও বঞ্চনা অবসান করার যেমন কোনো উদ্যোগ নেই, তেমনি এসব অন্যায়-অবিচার অবসান এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও কার্যকর ও আশাব্যঞ্জক কোনো উদ্যোগ নেই। বিগত সরকারের সময়ে দীর্ঘ ২৭ বছরেও পার্বত্য চুক্তির কোনো মৌলিক বিষয় এবং চুক্তির দুই-তৃতীয়াংশ ধারা বাস্তবায়ন করা হয়নি। বর্তমান সরকারও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ পুনর্গঠন করলেও বাস্তবে চুক্তির অবাস্তবায়িত ধারাসমূহ বাস্তবায়নে সরকারের তরফে আন্তরিক কোনো উদ্যোগ দৃশ্যমান নয়। উপরন্তু, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ পুনর্গঠনে পার্বত্য চুক্তি লঙ্ঘন করে বহিরাগত সেটেলার বাঙালি ও সাম্প্রদায়িক সংগঠনের সদস্যদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আরো আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, সরকার দেশের সংস্কারসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন দলের সাথে আলোচনায় বসলেও এখনো পর্যন্ত পাঁচ দশক ধরে জুম্মদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের প্রতিনিধিত্বকারী দল এবং পার্বত্য চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাথে আলোচনার বিষয়ে কোনো উদ্যোগ নেয়নি। তাছাড়া পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেও সরকার এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকেও পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা, পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ এবং পার্বত্য চুক্তি বিষয়ে সুস্পষ্ট, বোধগম্য এবং আশাব্যঞ্জক কোনো নীতিমালা, দৃষ্টিভঙ্গি, পরিকল্পনা ঘোষণা বা উপস্থাপন করা হয়নি।

ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা যে তিমিরে ছিল এখনো সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। অর্থাৎ স্বাধীনতার পর থেকে জুম্মদের ঐতিহাসিক অধিকার হরণ করে, জাতীয় অস্তিত্ব ধ্বংস করে বাঙালিতে রূপান্তরিত করার এবং জুম্ম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার রাষ্ট্র ও পূর্ববর্তী সরকারসমূহের যে আগ্রাসী নীতি, এখনো তার ব্যত্যয় ঘটেনি। অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসার পরও আদিবাসী জুম্মদের উপর

চলা সকল প্রকার মানবাধিকার লঙ্ঘনসহ অন্যায়, অবিচার ও নিপীড়ন বলবৎ রয়েছে। বস্তুত পূর্ববর্তী শাসনামলের মতোই সেনা কর্তৃত্ব, ভূমি বেদখল, জুম্ম নারীর উপর সহিংসতা, বহিরাগত অনুপ্রবেশ, ধর্মান্তরকরণ, জাতিগত আগ্রাসন যেমন অব্যাহত রয়েছে, তেমনি চুক্তিবিরোধী ও পিসিজেএসএস বিরোধী নানা ষড়যন্ত্র বহালতবিয়তে চলমান রয়েছে। যা জুম্ম জনগণের জন্য অত্যন্ত উদ্বেগজনক বাস্তবতা সৃষ্টি করে চলেছে।

পূর্বের ন্যায় সেনাশাসন 'অপারেশন উত্তরণ' বলবৎ এবং সেনা কর্তৃত্ব জোরদার থাকায় এখনো সেনাবাহিনী কর্তৃক এলাকায় এলাকায় সেনা অভিযান, জুম্মদের বাড়িতে তল্লাশি, ধরপাকড়, মারধর, আটক, মিথ্যা মামলা দিয়ে জেলে প্রেরণ, অপপ্রচার, হয়রানি, ভয়ভীতি প্রদর্শন, নির্যাতন, গালিগালাজ ইত্যাদি দমন ও নিপীড়নমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। আরও উদ্বেগজনক বিষয় হচ্ছে, বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার সদর ইউনিয়ন, দোছড়ি ইউনিয়ন ও ঘুমধুম ইউনিয়নের প্রায় ১৫-১৬টি এলাকায় আরাকান রোহিঙ্গ্যা স্যালভ্যাশন আর্মি (আরসা) ও রোহিঙ্গ্যা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন (আরএসও) এর সশস্ত্র দল আলাদাভাবে অবস্থান করে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে বলে জানা গেছে।

এছাড়া, বান্দরবানে বিশেষ করে লামা, আলিকদম, নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান সদরসহ বিভিন্ন এলাকায় বহিরাগত বিভিন্ন কোম্পানি, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তির উদ্যোগে রাবার বাগান, হর্টিকালচার, পর্যটন কেন্দ্র ব্যবসার নামে চলছে জুম্মদের শ্মশান, বৌদ্ধ বিহার, জুম ভূমিসহ বসতভূমি বেদখল, উচ্ছেদ, মিথ্যা মামলা দায়ের, হামলা। চলছে রোহিঙ্গা শরণার্থীর অনুপ্রবেশ এবং দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে শিক্ষা ও চিকিৎসার প্রলোভন দেখিয়ে অনৈতিকভাবে জুম্ম শিশুদের ধর্মান্তরকরণ। সম্প্রতি সেটেলার বাঙালি, বহিরাগত বাঙালি শ্রমিক ও ব্যক্তি কর্তৃক জুম্ম নারী ও শিশু ধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যা, ধর্ষণের চেষ্টা, উত্যক্তকরণ, প্রতারণা আরও বেশি জোরদার হয়েছে।

অপরদিকে চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ (প্রসিত) গ্রুপ রাজনৈতিক ও সাংগঠনিকভাবে একপ্রকার দেউলিয়া হলেও সাম্প্রতিককালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী অপহরণ ও মুক্তিপণ আদায়, জোরপূর্বক চাঁদা আদায়, চুক্তির পক্ষের নিরীহ লোকজনকে হত্যা, সাধারণ গ্রামবাসীকে মারধর, হয়রানিসহ নানা সন্ত্রাসী কার্যক্রম জোরদার করেছে এবং বিশেষ করে দেশে-বিদেশে চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ও জনসংহতি সমিতির নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনাসহ মিথ্যা ও সাজানো তথ্য পরিবেশন করে নানা অপপ্রচার ও ষড়যন্ত্রের নোংরা খেলায় মেতে উঠেছে। তারা একদিকে লোকদেখানো এগত্তর (ঐক্য) এর কথা বলছে, আবার একইসাথে জনসংহতি সমিতি ও পার্বত্য চুক্তির বাস্তবায়নকে নস্যাৎ করার জুম্ম স্বার্থ বিরোধী ষড়যন্ত্রে উঠেপড়ে লেগেছে।

এই সামগ্রিক পরিস্থিতি প্রতিনিয়ত জুম্ম জনগণের মধ্যে হতাশা ও গভীর ক্ষোভের জন্ম দিচ্ছে এবং জুম্ম জনগণকে কঠিন-কঠোর সংগ্রামের দিকে ধাবিত করছে। দীর্ঘ পাঁচ দশকের অধিক সময় ধরে আন্দোলনরত অধিকারকামী জুম্ম জনগণ কখনোই অন্যায় আগ্রাসন, অত্যাচার, দমন-পীড়ন ও বৈষম্য মেনে নেবে না।

বলাবাহুল্য, পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের বঞ্চিত রেখে, দমন-পীড়নের মধ্যে ঠেলে দিয়ে এবং সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে আবদ্ধ রেখে পার্বত্য চট্টগ্রামে কখনোই শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে না, পার্বত্য চট্টগ্রামকে অশান্ত রেখে এবং বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়ে, বাংলাদেশে কখনো শান্তি, গণতন্ত্র ও বৈষম্যহীন সমাজ ও জাতি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে না। জুম্ম জনগণ তাদের ন্যায্য অধিকার, ঐতিহাসিক স্বশাসনের অধিকার, মানুষ হিসেবে সমানাধিকার নিয়ে বৈষম্যহীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মধ্যে বসবাস করতে চায়। এক্ষেত্রে পার্বত্য সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের লক্ষে স্বাক্ষরিত, বহু মানুষের রক্ত ও ত্যাগ তিতিক্ষার বিনিময়ে অর্জিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণাঙ্গ ও যথাযথ বাস্তবায়নই সঠিক ও নির্ভরযোগ্য পথ দেখাতে পারে।

প্র • ব • ন্ধ

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা ও তার সমাধান

॥ নিউটন চাকমা ॥

বাংলাদেশ একটি বহু জাতিগোষ্ঠীর দেশ। এখানে বাঙালি জাতির পাশাপাশি বহু ক্ষুদ্র জাতিসত্তা বা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বসবাস। আদিবাসীরা দেশের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও বৈচিত্র্যের অমূল্য সম্পদ। দেশের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম হলো অন্যতম আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল। পার্বত্য চট্টগ্রামে আমরা বাস করছি যুগ যুগ ধরে। মারমা, ত্রিপুরা, লুসাই, বম, খিয়াং, চাক, তঞ্চঙ্গ্যা, চাকমা, পাংখো, খুমি, ম্রো, সাঁওতাল, অসমীয়া ও গোর্খা ইত্যাদি জনগেষ্ঠীর আবাসভূমি পার্বত্য চট্টগ্রাম। পার্বত্য অঞ্চলের সবুজের সমারোহ যেমন এদেশের ভুখন্ডকে আরো উজ্জ্বল করে তোলে ঠিক তেমনি এই অঞ্চলের ভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষের কারণে আরো দেশের সৌন্দর্য বর্ধন করে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, যুগ যুগ ধরে এই আদিবাসী জনগোষ্ঠী নানা ধরনের বৈষম্য, বঞ্চনা ও নিপীড়নের শিকার হয়ে আসছে। স্বশাসনের অধিকার, ভূমি অধিকার থেকে শুরু করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার ক্ষেত্রে তারা আজ চরম বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে।

> এছাড়া সেনাক্যাম্প সম্প্রসারণ, গ্যারিসন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের নামে জোরপূর্বক ভূমি দখল করা হচ্ছে এবং জুম্মদেরকে স্ব স্ব ভূমি ও গ্রাম থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। জুম্ম জনগণের প্রথাগত মৌজা ভূমি ও জুম ভূমিগুলো একদিকে বন বিভাগ কর্তৃক রিজার্ভ ফরেস্ট ঘোষণা করা হয়েছে, অন্যদিকে সরকার কর্তৃক বাহিরাগত প্রভাবশালী ব্যক্তিদেরকে রাবার প্লান্টেশনের নামে দীর্ঘমেয়াদি লীজ দেয়া হয়েছে। বিশেষ করে বান্দরবান জেলায় রাবার প্লান্টেশন ও পর্যটনের নামে বহিরাগত প্রভাবশালী ব্যক্তি ও কোম্পানি কর্তৃক জুম্মদের প্রথাগত মৌজা ভূমি ও জুম ভূমি জবরদখল করে চলেছে। ফলে ভূমি নিয়ে প্রতিনিয়ত সংঘাত চলছে এবং জুম্মদেরকে স্বভূমি থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে।

ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে স্বাধীন রাজাদের আমলে সামন্ততান্ত্রিক শাসনে পিষ্ঠ হয়েছে এই পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী মানুষ। এর পরে ব্রিটিশ আধিপত্যবাদের শাসনে চরমভাবে শোষিত নিপীড়িত হতে থাকে। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ ভাগ হয়ে পার্বত্য অঞ্চল হয়ে যায় পাকিস্তানের অংশ। সেখানে পাকিস্তান সরকারের চরম উগ্র ইসলামিক মৌলবাদী আচরণ প্রতিফলিত হয়। তখন থেকেই পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসীদেরকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করার পাঁয়তারা শুরু হয়। এর পরে বাংলাদেশ স্বাধীন হলো। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান থেকে ভাগ হয়ে জন্ম হলো এক নতুন দেশের। সেই দেশের জন্মের পরে জুম্মরা মনে করেছিল এবার যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। হলো ঠিক তার উল্টোটা। বাংলাদেশ সরকার আবারো সেই একই কায়দায় উগ্র জাতীয়তাবাদী আচরণ করতে থাকে। এদেশের পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসীদের অস্বীকার করে বলা হলো এদেশের সবাই বাঙালি। অথচ যেই দেশ চরম নিপীড়নের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলে জয় ছিনিয়ে নিয়ে নতুন বাংলাদেশ গঠন করলো সেই দেশেই এরকম আচরণ যেন মেনে নেওয়া যায় না।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার অন্যতম দিক হলো পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম জনগণের স্বশাসনের সমস্যা। আদিবাসী জুম্ম জনগণ যুগ যুগ ধরে বিশেষ শাসনব্যবস্থা ভোগ করে আসছিল। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে পার্বত্য চট্টগ্রাম ছিল শাসন-বহির্ভূত এলাকার মর্যাদা। পাকিস্তান শাসনামলে কিছু সময় পর্যন্ত শাসন-বহির্ভূত এলাকা, পরে ট্রাইবাল অধ্যুষিত এলাকা হিসেবে পরিগণিত ছিল। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে পার্বত্য চট্টগ্রামের উক্ত বিশেষ শাসনব্যবস্থা স্বীকৃত হয়নি। গণপরিষদ কর্তৃক বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নকালে পার্বত্য চট্টগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা পার্বত্য চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং আদিবাসী জুম্ম জনগণের বিশেষ স্বতন্ত্র সংস্কৃতি ও জাতিসত্তার বৈচিত্র্যতা তুলে ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য বিশেষ শাসনব্যবস্থার দাবি তুলে

ধরেছিলেন। কিন্তু দেশের তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার সেই দাবি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের বিধান করা হয়েছে। কিন্তু চুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়ায় সেই বিশেষ শাসনব্যবস্থা এখনো গড়ে উঠেনি। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যারও কোন অগ্রগতি সাধিত হয়নি।

পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসীদের আরেকটি বড় সমস্যা হলো ভূমি বিরোধ। ঐতিহ্যগতভাবে আমরা যেসব ভূমিতে বসবাস করে আসছি, সেখানে এখন নানা অজুহাতে দখলদারদের অনুপ্রবেশ ঘটছে। বন বিভাগ, সামরিক প্রকল্প, পর্যটন, রাবার প্রকল্প ও ভূমিদস্যুদের ভূমি জবরদখলের কারণে আদিবাসীদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের উপর চলা উচ্ছেদের চিত্রটা ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে। '৮০ দশকে জিয়া ও এরশাদের শাসনামলে পার্বত্য অঞ্চলে সমতল থেকে ৪ লক্ষাধিক বহিরাগত মুসলিমদের অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়। সেই বহিরাগতদেরকে সেটেলার বলা হয়। সেই সেটেলার কর্তৃক ভূমি দখলের চিত্র অহরহ দেখা যায় পার্বত্য চট্টগ্রামে। সাজেকে একসময় লুসাই জনগোষ্ঠী বসবাস করতো। সেখানে পর্যটন গড়ে উঠাই তাদের জীবন হয়ে উঠে দূর্বিষহ। বিভিন্ন সংকটে জীবনযাপন করতে হয়েছিল বহুদিন ধরে। কিন্তু পরে তারা আর সেই দূর্বিষহ জীবনযাপন করতে না পেরে সেখান থেকে সুখের জীবনের খোঁজে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় পাড়ি জমাতে থাকেন। বর্তমানে সাজেকে লুসাইরা নেই। শুধুমাত্র লুসাইদের ড্রেসআপগুলো ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে লোক দেখানোর জন্যে!

এছাড়া সেনাক্যাম্প সম্প্রসারণ, গ্যারিসন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের নামে জোরপূর্বক ভূমি দখল করা হচ্ছে এবং জুম্মদেরকে স্ব স্ব ভূমি ও গ্রাম থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। জুম্ম জনগণের প্রথাগত মৌজা ভূমি ও জুম ভূমিগুলো একদিকে বন বিভাগ কর্তৃক রিজার্ভ ফরেস্ট ঘোষণা করা হয়েছে, অন্যদিকে সরকার কর্তৃক বাহিরাগত প্রভাবশালী ব্যক্তিদেরকে রাবার প্লান্টেশনের নামে দীর্ঘমেয়াদি লীজ দেয়া হয়েছে। বিশেষ করে বান্দরবান জেলায় রাবার প্লান্টেশন ও পর্যটনের নামে বহিরাগত প্রভাবশালী ব্যক্তি ও কোম্পানি কর্তৃক জুম্মদের প্রথাগত মৌজা ভূমি ও জুম ভূমি জবরদখল করা হচ্ছে। ফলে ভূমি নিয়ে প্রতিনিয়ত সংঘাত চলছে এবং জুম্মদেরকে স্বভূমি থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। এই ভূমি সমস্যার সমাধান হওয়া জরুরি। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যার সমাধানের জন্য একটি ভূমি কমিশনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচলিত আইন, রীতি ও প্রথা অনুসারে পার্বত্যাঞ্চলের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির বিধান করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশনও গঠিত হয়েছে। কিন্তু সেই ভূমি কমিশনের আইন চুক্তি মোতাবেক যথাযথভাবে প্রণয়ন করতে ১৫টি বছর সময় ক্ষেপণের পর ২০২৬ সালে আইনের বিরোধাত্মক ধারা সংশোধন করা হয়েছে। বর্তমানে উক্ত ভূমি কমিশনের বিধিমালা প্রণয়ন করতে একের পর এক সরকার সময় ক্ষেপণ করে চলেছে। বিধিমালা প্রণীত না হওয়ায় ভূমি কমিশন ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির বিচারিক কাজও শুরু করতে পারে নাই। তাই অচিরেই ভূমি কমিশনের বিধিমালা প্রণয়ন করে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে জুম্মদের বেহাত হওয়া জায়গা-জমি ফেরত দেয়ার ব্যবস্থা করা জরুরি।

সেটেলার সমস্যা হলো পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য অন্যতম সমস্যা। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ, ভূমি বেদখল ও ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির সাথে সেটেলার বাঙালিদের সমস্যা জড়িত রয়েছে। ১৯৯৭ সালে সরকারের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের সময় অলিখিত চুক্তি হয়েছে যে, সেটেলার বাঙালিদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনকভাবে পুনর্বাসন করা হবে। এলক্ষ্যে গুচ্ছগ্রাম ভেঙ্গে দেয়া, রেশন বন্ধ করে দেয়া, পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে পুনর্বাসনের জন্য অর্থনৈতিক প্যাকেজ ঘোষণা ইত্যাদি পদক্ষেপ নেয়ার কথা ছিল। এই অলিখিত চুক্তি মোতাবেক সেটেলার বাঙালিদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনক পুনর্বাসন করতে হবে।

ভূমি সমস্যার পরে রয়েছে শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য। অধিকাংশ আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বসবাস দুর্গম পাহাড়ি বা প্রত্যন্ত এলাকায়। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাওয়া তাদের জন্য কষ্টকর। শিক্ষার হার আদিবাসীদের মধ্যে আশঙ্কাজনকভাবে কম। যখন একটি ছাত্র পাহাড় থেকে পড়ালেখার জন্য শহরে পাড়ি জমায় অনেক সময় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে তাদেরকে অবজ্ঞা ও বর্ণবাদের শিকার হতে হয়। তাদেরকে উগ্র জাতীয়তাবাদী বাঙালিরা চাইনিজ, চুং চেং বলে নানানভাবে টীজ করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের নারী শিক্ষার হার আরও কম, যার ফলে সামাজিক অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে। একটি শিশু বেড়ে উঠে প্রাথমিক স্তর থেকে। সেই প্রাথমিক স্তরে শিক্ষা পাওয়া একজন দেশের নাগরিক হিসেবে নাগরিক অধিকার। সেই অধিকার থেকে পাহাড়ের অনেক নাগরিক বঞ্চিত। ২০২১ সালের দিকে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে আদিবাসীদের স্ব স্ব মাতৃভাষায় পাঠ দানের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ঠিকই কিন্তু পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ করা হয়নি। পর্যাপ্ত শিক্ষকের অভাবে মাতৃভাষায় পাঠদান করানো সম্ভব হয়নি। পাহাড়িরা সচরাচর একটু দূর্গম অঞ্চলে বসবাস করে। তার ফলে অনেক শিক্ষার্থী পড়শোনা থেকে ছিটকে পড়ছে। কারণ যাতায়াতের অসুবিধা, রাস্তাঘাটের

উন্নয়ন হয়নি। বিশেষ করে বর্ষার সময়ে বন্যা দেখা দিলে অনেক ছাত্র-ছাত্রী স্কুলে যেতে পারে না।

আদিবাসীদের প্রত্যেকটি জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা, পোশাক, ধর্মীয় বিশ্বাস ও সংস্কৃতি রয়েছে। কিন্তু আধুনিকায়ন, মূলধারার সংস্কৃতির আধিপত্য, শিক্ষায় মাতৃভাষার অভাব এবং সরকারের উদাসীনতার কারণে অনেক আদিবাসী ভাষা আজ বিলুপ্তির পথে। উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদী আগ্রাসনের কারণে আজকে আদিবাসীদের সংস্কৃতিও বিলুপ্তির পথে। নতুন প্রজন্মের কাছে ভুলভাবে সংস্কৃতিকে উপস্থাপন করা হচ্ছে। এইভাবে ধ্বংস হচ্ছে শত শত বছরের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। পাঠ্য-পুস্তকে আদিবাসীদের সংস্কৃতি ও খাদ্যাভ্যাস নিয়ে ভুলভাল উপস্থাপন করা হয়। বাঙালি সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে পিষ্ট হয়ে হারিয়ে যাচ্ছে আদিবাসীদের হাজার বছরের ঐতিহ্য। এছাড়াও ইসলামী সম্প্রসারণবাদের অংশ হিসেবে জোরপূর্বক ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরকরণ করা হচ্ছে। পার্বত্য এলাকার আদিবাসীরা অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত সেই সুযোগ লুফে নিচ্ছে সম্প্রসারণবাদীরা। এতে করে আদিবাসীরা বিলুপ্তির পথে। সরকার এখনো সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না আদিবাসীদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষার্থে। এতে করে দেশের যে বহু জাতি বহু সংস্কৃতির সৌন্দর্য্য সেটাও হারাতে বসেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর আরো একটি সমস্যা হলো পর্যাপ্ত চিকিৎসা সেবা না পাওয়া। পাহাড়ি ও দুর্গম অঞ্চলে পর্যাপ্ত হাসপাতাল নেই, ডাক্তার নেই, ওষুধ নেই। অনেক সময় সাধারণ অসুখেও মৃত্যুর ঝুঁকি থাকে। মাতৃমৃত্যু, শিশুমৃত্যু, অপুষ্টি ও পানি বাহিত রোগে আক্রান্ত হওয়া তাদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। স্বাস্থ্যসেবা মূলধারার মানুষের তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে। সাজেকে প্রতি বছর ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে শত শত মানুষের মৃত্যু ঘটছে। সুপেয় পানির সংকটে জর্জরিত সাজেকসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চল। অথচ সাজেকে গেলে দেখা যায় বড় বড় বিলাসবহুল ভবন নির্মিত হচ্ছে পর্যটনের নামে। কিন্তু একটা হাসপাতাল নির্মাণ করতে গেলেই যেন সরকারের চুলকানি শুরু হয়! পাহাড়ের এম্বুলেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে বাঁশ ও কাপড় দিয়ে তৈরি করা রোগী বহন করার জন্য প্রাকৃতিক এম্বুলেন্স। ইঞ্জিন চালিত নয় কাঁধে করে রোগী বহন করে নিয়ে যাচ্ছে মানুষই। এটার কারণ যাতায়াতের অসুবিধা। উন্নয়ন ঠিকই হয় কিন্তু পাহাড়ের জনজীবনের কোনো উন্নতি হয় না!

অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছলতা একটা সমস্যা পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসীদের। দুর্গম অঞ্চলে বসবাস করায় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি না হওয়ায় অনেকে ব্যবসা করলেও ব্যবসায় ভালো ফলন হয় না। নিজস্ব বাগান করলেও সেই ফসল তুলে বাজারে বিক্রি করতে খরচ পড়ে যায় বেশি। আবার বাজারে নিলেও বাঙালি সিন্ডিকেটগুলোর কাছে সবসময় ঠকে যায় সহজ-সরল আদিবাসীরা। যে ন্যায্য মূল্যটা পাওয়ার কথা সেই ন্যায্য মূল্যটা পায় না। এই যে শোষণের চিত্রতা ভয়ংকর ফলে আদিবাসীরা অর্থনৈতিকভাবে সচ্চল হতে পারছে না।

পার্বত্য অঞ্চলের নারীরা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকেন সবসময়। ভূমি দখল, রাজনৈতিক সহিংসতা ও সামাজিক অবক্ষয়ের কারণে আদিবাসী নারীরা অনেক সময় ধর্ষণ, যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হন। নারীদের যে স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার আছে। সেটা থেকেও বঞ্চিত আদিবাসী নারীরা। প্রতিনিয়ত সেটেলার কর্তৃক আদিবাসী নারী ধর্ষণের চেষ্টা, যৌন হয়রানির চেষ্টা, রাস্তাঘাটে নারীদের উত্যক্ত করা, ধর্ষণের পরে নৃশংসভাবে মেরে ফেলার মতো নারকীয় কান্ড ঘটানো হচ্ছে। কিন্তু রাষ্ট্র কর্তৃক একটা ধর্ষণের ঘটনার সঠিক বিচার করা হয়নি এবং হচ্ছেও না! গত ৫ মে ২০২৫ বান্দরবানের থানচি উপজেলায় চিংমা খিয়াং নামে এক নারীকে ধর্ষণের পরে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু তার এখনো সঠিক তদন্তই হয়নি! এভাবেই অনেক ধর্ষণের বিচার ধামাচাপা পড়ে আছে। রাষ্ট্র সবসময় বিচার-প্রক্রিয়ার উদাসীনতার পরিচয় দিচ্ছে। বিচারপ্রক্রিয়া দুর্বল হওয়ায় ন্যায়বিচার পাওয়া হচ্ছে না! রাষ্ট্র সবসময় ধামাচাপা দিয়ে দেয়। অথচ এই অঞ্চলে নিরাপত্তার নামে চলে সেনাবাহিনীর মহড়া। কিন্তু এত সেনা মহড়ার পরেও কীভাবে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক আদিবাসী নারী ধর্ষিত হতে পারে? এতে যদি রাষ্ট্রেরই হাত না থাকে।

আমরা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে যেমন বঞ্চিত, ঠিক তেমনই রাজনৈতিকভাবে চরমভাবে পিছিয়ে আছি। আমরা দেশের নাগরিক হিসেবে ভোটাধিকার ভোগ করলেও নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে অংশগ্রহণ প্রায় নেই বললেই চলে। এই রাজনৈতিক অপ্রতিনিধিত্ব আমাদের সমস্যাগুলো আরও জটিল করে তোলে এবং সমাধানের পথ বাধাগ্রস্ত করে। আমাদের সবথেকে বড় সমস্যা হলো রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানে এখনো 'আদিবাসী' শব্দটি স্বীকৃতি পায়নি। সরকার এখনো 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী' হিসেবে চিহ্নিত করে এটি আমাদের আত্মপরিচয়কে অসম্মান করার সামিল।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা হলো রাজনৈতিক ও জাতীয় সমস্যা। সমস্যাটা যেহেতু রাজনৈতিক সমস্যা তাই রাজনৈতিকভাবে সমাধান জরুরি। রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এবং বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে। তৎকালীন সময়ে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় ছিল। আজকে দীর্ঘ প্রায় ২৮ বছরেও পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের

কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না সরকার। বরং একের পর এক সরকার পার্বত্য চুক্তি নিয়ে নানা মিথ্যাচার করে যাচ্ছে। ড. মোহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের কোন অগ্রগতি নেই। বরঞ্চ অন্তর্বর্তী সরকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসতে না আসতে আদিবাসীদের উপর একের পর এক সাম্প্রদায়িক হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে চলেছে। এতে করে আমাদের সাথে সরকারের দূরত্ব আরো বাড়ছে বলে মনে করি। আদিবাসীরা নিজেদের জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার্থে স্বাধীনভাবে রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বার বার বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। গণতান্ত্রিকভাবে নিজেদের অধিকারের কথা বললেই রাষ্ট্র সবসময় ট্যাগ লাগিয়ে দিচ্ছে বিচ্ছিন্নতাবাদী! এভাবে রাজনৈতিকভাবে আমরা প্রায় অদৃশ্য, বিশেষ করে জাতীয় পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণে আমাদের কোনো ভূমিকা নেই। এমনকি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগও বাধাগ্রস্ত হয় বহু ক্ষেত্রে। পার্বত্য চুক্তির পূর্বে 'অপারেশন দাবানল' ও পার্বত্য চুক্তির পরে ২০০১ সালে 'অপারেশন উত্তরণ' নামে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাশাসন বলবৎ রয়েছে। 'অপারেশন উত্তরণ'-এর বদৌলতে সেনাবাহিনী সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, বিচার ব্যবস্থা, উন্নয়নসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যে সরকার আসুক না কেন, সেই সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামকে সেনাবাহিনীর হাতে ন্যস্ত করে চলেছে। অন্তর্বর্তী সরকারের আমলেও তার ব্যতিক্রম নেই। সেনাবাহিনী সবসময় আমাদের উপরে নানাভাবে অত্যাচার জারি রেখেছে। ফলে সবসময় আতঙ্কের মধ্যে দিনাতিপাত করতে হচ্ছে আমাদের।

বাংলাদেশে জুম্মদের বিপদাপন্ন অবস্থা থেকে রক্ষার জন্য সরকারের কয়েকটি জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন: তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ সম্বলিত পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থা কার্যকর করা এবং এসব পরিষদে সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, পুলিশ, ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, বন ও পরিবেশ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয় হস্তান্তর করা; আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান; আদিবাসীদের ভূমি সুরক্ষায় কার্যকর ভূমি কমিশন গঠন ও বাস্তবায়ন; প্রাথমিক শিক্ষায় মাতৃভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করা; স্বাস্থ্যসেবা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নত করা; জুম্ম নারীদের সুরক্ষা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা; আদিবাসী সংস্কৃতি, ভাষা ও ইতিহাস সংরক্ষণে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ; স্থানীয় শাসন ব্যবস্থায় আদিবাসীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা; আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জাতিসংঘের আদিবাসী অধিকারের ঘোষণা অনুসরণ করাসহ পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে।

বাংলাদেশে আমরা (আদিবাসী) শুধু মাত্র 'সংখ্যালঘু' নয়, আমরা এ দেশের মাটি ও সংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ। কিন্তু আজ আমরা নিপীড়িত, অবহেলিত এবং বিপদগ্রস্ত! একটি সভ্য ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের জন্য জুম্মদের অধিকার নিশ্চিত করা অপরিহার্য। সহানুভূতির চোখে নয়, বরং সমান অধিকারের ভিত্তিতে দেখতে হবে। জুম্মদের ভাষা, সংস্কৃতি, ভূমি ও মর্যাদা রক্ষায় রাষ্ট্র ও সমাজকে একযোগে এগিয়ে আসতে হবে।

'পার্বত্য চট্টগ্রামের একটা ইতিহাস আছে এবং সেই ইতিহাসকে কেন এই সংবিধানে সংযোজিত করা হল না? যদি পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের অধিকার স্বীকৃত না হয়, তাহলে এই সংবিধান তাদের কি কাজে লাগবে।'

—মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা

পাহাড়ে চলমান পরিস্থিতিতে জুম্ম নারীদের ভূমিকা ও করণীয়

॥ কাঞ্চনা চাকমা ॥

এই দেশে নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন বলেছিলেন, 'আমরা সমাজের অর্ধাঙ্গ, আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কীরূপ? কোনো ব্যক্তি এক পা বাঁধিয়া রাখিলে সে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া কতদূর চলিবে? পুরুষের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে। তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাহা আমাদের লক্ষ্য তাহাই।'

সমাজের ক্রমবিকাশের ধারায় প্রাচীন সাম্যবাদী সমাজে উৎপাদন ব্যবস্থায় নারী-পুরুষের মধ্যকার কোনো বৈষম্য ছিল না। তখনকার নারীরা প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণ করত। তারা লক্ষ্য করল, ফল খাওয়ার পর যে বীজ তারা ফেলে দেয় সেখান থেকে গাছ রোপণ করা সম্ভব। আর এর থেকেই শুরু হয় কৃষির উৎপত্তি। ধারণা করা হয়, বিজ্ঞান অগ্রগতির পেছনে নারীদের অবদান অসীম। সমাজকে মৃৎপাত্র তৈরির রাসায়নিক প্রক্রিয়া, সুতা কাঁটার পর্দাথ বিদ্যা, তাঁতের প্রযুক্তি এবং শণ ও তুলার উদ্ভিদ বিদ্যা জ্ঞানদানের কৃতিত্ব নারীদের। তারা নিজ গৃহে তৈরি করেছে বিজ্ঞান গবেষণাগার। বলা যায় পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতার প্রারম্ভে নারী ছিল পরিবারের প্রধান কর্তা। তারপর সভ্যতার ক্রমবিকাশে রদ-বদল হতে থাকে নারী পুরুষের অবস্থান। মধ্য যুগে এসে তা আরো গভীরভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। যা প্রাচীন বাইবেল অনুসারে নারীর সামাজিক অবস্থান নির্ণীত হয়। নারীদের অবস্থান তখন হয়ে পড়ে স্বামীর পদতলে নারীর স্বর্গ, গৃহে সীমাবদ্ধ, সন্তান ধারণ এবং লালন-পালন ইত্যাদি। তখন থেকেই সমাজে লিঙ্গজভাবে শ্রেণি-অধস্তনতা তৈরি করা হয়। বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক কার্ল মার্ক্সের সমাজ পরিবর্তনের ধারা অনুযায়ী, দাস সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের শুধুমাত্র পুরুষ কর্তৃক যৌন চাহিদা মেটানোর জন্য ব্যবহার করা হতো, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় তা কিছুটা পরিবর্তন হলেও নারীদের ভাগ্য সেই একই থেকে যায়, পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় উৎপাদন যন্ত্র কিছুটা সংস্পর্শে আসলেও নারীদেরকে ভোগ্য পণ্য হিসেবে দেখা হয়। পরবর্তীতে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের অধিকার পুরুষের সম-মর্যাদায় অনেকটা ফিরে আসে।

যুগে যুগে সমাজ যখনি পরিবর্তন হয়েছে তখনি নারীদের অধিকারের জন্য করতে হয়েছে এক অদম্য লড়াই। যেখানে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে সীমাবদ্ধতার সাথে সংগ্রাম করে জয় করতে হয়েছে বিশ্বকে। ইতিহাসের পাতায় যদি দেখি, ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে মজুরি বৈষম্য, কর্মঘণ্টা নির্দিষ্ট করা, কাজের অমানবিক পরিবেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের রাস্তায় নেমেছিলেন সুতা কারখানার হাজারো নারী শ্রমিকেরা। সেই মিছিলে চলেছিল সরকারের লেঠেল বাহিনীর দমন-পীড়ন। পরে ১৯০৯ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি নিউইয়র্কের সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট নারী সংগঠনের পক্ষ থেকে আয়োজিত নারী সমাবেশে জার্মান সমাজতান্ত্রিক নেত্রী ক্লারা জেটকিনের নেতৃত্বে সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন। ক্লারা ছিলেন জার্মান রাজনীতিবিদ; জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির স্থপতিদের একজন। এরপর ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন। ১৭টি দেশ থেকে ১০০ জন নারী প্রতিনিধি এতে যোগ দিয়েছিলেন। এ সম্মেলনে ক্লারা প্রতি বছর ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালন করার প্রস্তাব দেন। দিবসটি পালনে এগিয়ে আসেন বিভিন্ন দেশের সমাজতন্ত্রীরা। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে বেশ কয়েকটি দেশে ৮ মার্চ পালিত হতে লাগল। বাংলাদেশেও ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার লাভের পূর্ব থেকেই এই দিবসটি পালন শুরু করে। অতঃপর ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। দিবসটি পালনের জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রকে আহ্বান জানায় জাতিসংঘ। এরপর থেকে সারা পৃথিবী জুড়েই পালিত হচ্ছে দিনটি নারীর সমঅধিকার আদায়ের প্রত্যয় পুনর্ব্যক্ত করার অভীপ্সা নিয়ে।

এরপর যদি দেখি ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রীতিলতার কথা, যিনি প্রিয় মাতৃভূমিকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে এবং বৈষম্য ও নিপীড়ন থেকে মুক্তি পেতে মাস্টার দা সূর্যসেনের নেতৃত্বে বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছিলেন। আর ১৯৩২ সালে ২৪ সেপ্টেম্বর শাসকদের পরাজিত করে হাসি মুখে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাছাড়া নারীদের আত্মত্যাগ ভারতীয় ইতিহাসের স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন উষা মেহতা, কমলা নেহেরু, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত (১৮ আগস্ট ১৯০০– ১ ডিসেম্বর ১৯০০) ছিলেন একজন ভারতীয় কূটনৈতিক ও রাজনীতিবিদ। তিনি ছিলেন জওহরলাল নেহেরুর বোন, [১] ইন্দিরা গন্ধীর পিসি ও রাজীব গান্ধীর পিসি-ঠাকুর।

পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন আমলে ১৮৩২ সালে চাকমা রাজা ধরমবক্স খাঁর মৃত্যুর পর তার স্ত্রী কালিন্দী রানী দক্ষতার সাথে দীর্ঘ তিন দশককাল রাজ্য শাসন করেছিলেন। প্রথমদিকে বৃটিশরা রাজ্যশাসনের ভার তাঁর

হাতে তুলে দিতে অপারগতা প্রকাশ করলে রানী এর বিরুদ্ধে আপীল করে অবশেষে ১৮৪৪ সালে রানী আইনগতভাবে রাজ্য-শাসনের কর্তৃত্ব অর্জন করেন।

সে সময়ে তাকে ক্যাপ্টেন লুইনের মত কূট-কৌশলীসহ অনেক বড়-বড় সমস্যার সাথে কঠোর মোকাবেলা করে সক্ষমতা অর্জন করতে হয়েছে। আর তিনি প্রমাণ করেছিলেন রাজনীতি তথা নীতি-নির্ধারণের ক্ষেত্রে নারীরাও যে সাবলীল, দক্ষ।

তদ্রুপ দেখা যায়, সত্তর-আশির দশকে সামন্তীয় সমাজের নানা গোঁড়ামিকে উপেক্ষা করে, সমাজে নানা শাসন-শোষণ এবং অশিক্ষিত ও কুসংস্কার আচ্ছন্ন সমাজে নারীদেরকে জাগরিত করতে প্রথম কার্যকর উদ্যোগ হিসেবে গ্রহণ করেন মহান পার্টি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা (এম এন লারমা)। পরবর্তীতে এম এন লারমার আদর্শে আদর্শিত হয়ে মাধবীলতা চাকমা, জ্যোতিপ্রভা লারমা (মিনু), কল্পনা চাকমাসহ শত শত প্রতিবাদী নারী পাহাড়ে আর্বিভাব হতে থাকে। সংগ্রাম যত তীব্রতর হয়েছে ততই পাহাড়ে নারীরা অধিকার আদায়ের কঠিন শপথে অগ্রসর হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের মত সংগঠনের পতাকাতলে পাহাড়ে নারীরা সমবেত হয়েছিলেন। সে সময়ে পাহাড়ে জুম্মদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে নারীরা বিভিন্নভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এমনকি সেনাবাহিনী আসার সংবাদ আসলে শান্তিবাহিনী কর্মীদের বাচাঁতে নিজের বিছানায় স্বামী হিসেবে পরিচয় দিতে কুণ্ঠাবোধ করতো না।

বলা যায় ইতিহাসে যেসব বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে সেই সব বিপ্লবে পুরুষরা যেমন নিজের জীবন বাজি রেখে শত্রুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছে, অন্যদিকে নারীরা সমাজের প্রতিকূলতার সাথে সংগ্রাম করে গুলিবিদ্ধ সৈন্যদের চিকিৎসা প্রদান, এক স্থান হতে অন্য স্থানে শত্রুপক্ষকে ফাঁকি দিয়ে গোলা-বারুদ রসদ যোগান দেওয়া, পরিবারের সন্তানদের যত্নের সাথে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলাসহ ইত্যাদি কাজ নারীরা করে এসেছেন।

তবে বিশ্বব্যাপী অতীতের তুলনায় বর্তমানে নারী পুরষের শিক্ষিতের হার সমানে সমান। অনেক উন্নত রাষ্ট্রে দেখা যায় নারী নেতৃত্বই অনেকাংশে প্রাধান্য পাচ্ছে। বলা যায়, নারীরা পুরুষের থেকে অধিকারের কোনো অংশে পিছিয়ে আছে বলে অবকাশ নেই। কিন্তু স্বাধীনতার বহু বছর পরও দেশে নারীর অর্জন ও অবদানকে এখনো যথাযথ স্বীকৃতি প্রদানে রাষ্ট্র যন্ত্র বারংবার অস্বীকৃতি জানায়। নিরাপত্তাহীনতা, সামাজিক বৈষম্য ও সুযোগের অভাব নারীদের এগিয়ে যাওয়ার পথে এখনো বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এখনো পুরুষতান্ত্রিকতার শিকার বাংলাদেশের নারীরা। পুরুষতন্ত্র নারীকে একাধারে করছে অধিকার বঞ্চিত, অন্যদিকে তাকে করে তুলেছে আলোচিত বিষয়বস্তু হিসেবে। বাংলাদেশে গ্রামাঞ্চলে ১৯৯১ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত ফতোয়া জারির প্রকোপ এবং ফতোয়া জারি করে বা ভীতি সঞ্চার করে নারীকে অধস্তন করে রাখার ঘটনাগুলো সামাজিকভাবে নারীর দুর্বল অবস্থানকে স্পষ্ট করে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীকে সবসময় অধস্তনতার প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বরাবরই নারী সম্পর্কে সমাজের ধারণা হলো- নারী মানেই মা, স্ত্রী জাতি; যে গৃহের অন্তঃপুরকে পরিপাটি করে রাখে। এই অবস্থা এখনো বিরাজমান।

অপরদিকে বাংলাদেশের ভেতরে পার্বত্য চট্টগ্রামের দিকে তাকালেও দেখা যায় পিতৃতন্ত্রের বিস্তৃতি চলমান এই সমাজ-ব্যবস্থা। সমাজের মধ্যে ও সামন্তীয় শ্রেণির নিপীড়িত এখনো অধিকাংশ জুম্ম নারী। এমনকি যে ধর্ম মানব মুক্তি, ভেদাভেদ, বৈষম্য দূরীকরণে উপদেশ দিয়ে থাকে সে ধর্মের কাছেও অবহেলিত নারীরা। উদাহরণস্বরূপ নারীরা যদি কোন বৌদ্ধ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যায় তারা তখন ধর্মের গুরু থেকে কয়েক হাত দূরত্বে থাকতে বাধ্য হতে হয়। অথচ যে নারী দশ মাস দশ দিন কষ্ট সহ্য করে সন্তান গর্ভে ধারণ করে শিশুকে লালন-পালন করে স্নেহের যত্নে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে সেই নারীকেই অপবিত্র হিসেবে সমাজের এক অংশ আখ্যায়িত করছে। তাকে সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তোয়াক্কা করা হয় না। এছাড়া ঐতিহ্যবাহী প্রথার ক্ষেত্রেও আমরা দেখি নারীকে কিভাবে অবদমিত করে রাখা হয়েছিল।

পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন সার্কেলের প্রধানগণ পুরুষ এবং উত্তরাধিকার সূত্রে কেবল পুরুষ সদস্যরাই উত্তরসূরী হিসেবে বিবেচিত। মৌজা প্রধান হেডম্যান এবং গ্রাম প্রধান কার্বারী পদগুলিও পুরুষকেন্দ্রিক। অবশ্য বর্তমানে কয়েকটি গ্রামে তা পরিবর্তন হয়েছে।

একটি চলমান ভয়াবহ সংঘাতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় নারী ও শিশুরা। তেমনি পাহাড়ে বিজাতীয় শাসকদের দ্বারা নির্যাতনের শিকার বেশি জুম্ম নারী ও শিশুরা। অতীতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে বোঝা যাবে কিভাবে শাসকগোষ্ঠী রাষ্ট্রযন্ত্র পাহাড়ে জুম্ম নারী ও শিশুদের নির্বিচারে গণহত্যা, ধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যা, জুম্ম নারীদের লাভ জিহাদের ফাঁদে ফেলে মুসলিম ধর্মে ধর্মান্তরকরণের মত জঘন্য কার্যক্রম এখনো চলমান রেখেছে।

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে সারা দেশ যখন উদ্বেলিত সে সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম ছিল আতঙ্কিত। রাজাকার খোঁজার নামে আদিবাসী নারীদের ধর্ষণ ও নির্বিচারে মানুষ হত্যা, জুলুম ও অত্যাচার পরিচালনা হয়েছিল। কাপ্তাই বাঁধের ফলে

জলমগ্নতার বিষাদ পাহাড়ি জনগণের উপর যে বিরূপ অর্থনৈতিক প্রভাব তা কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই স্বাধীনতার পর সংবিধানে জোরপূর্বক জুম্মদের বাঙালি আখ্যায়িত করা হয়। ১৯৭৯ সালে রাষ্ট্রযন্ত্র প্রত্যক্ষ মদদে অধিক সংখ্যায় পার্বত্য চট্টগ্রামে সেটেলারদের পুনর্বাসন করার কারণে পাহাড়ে সংঘাত অতি মাত্রায় বেড়ে যায়।

বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। এখানে একদিকে যেমন উগ্র-বাঙালি জাতীয়তাবাদের তীব্র আগ্রাসন, অন্যদিকে শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক 'ভাগ কর শাসন কর' নীতির ভিত্তিতে জাতিগত বিভাজন সৃষ্টি, নির্বিচারে সাধারণ জুম্ম জনগণের উপর প্রতিনিয়ত সন্ত্রাসী তকমা দিয়ে বিভিন্নভাবে অত্যাচার, সেটেলার বাঙালি কর্তৃক জুম্ম নারী ধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যা, জুম্মদের জায়গা জমি জোরপূর্বক বেদখল করাসহ নানা কর্মকান্ড চলমান রয়েছে। যার কারণে পাহাড়ে এক অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি হয়েছে। যা কখনও ভবিষ্যতে শুভ হবে না।

পাহাড়ে একদিকে যেমন শাসকগোষ্ঠীর তীব্র আগ্রাসন, অন্যদিকে তরুণ প্রজন্মের রাজনীতির প্রতি উদাসীনতা। বর্তমানে পাহাড়ের অধিকাংশ তরুণ-তরুণী জানে না পার্বত্য চট্টগ্রামে সঠিক ইতিহাস, জানে না উমে মং এর সংগ্রামের ইতিহাস, জানে না মাধবীলতা, কল্পনা চাকমার মতো সংগ্রামী নারীদের সংগ্রামের ইতিহাস, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি, সেই সাথে বর্তমানে পাহাড়ের চলমান পরিস্থিতি বিষয়ে তারা বিন্দুমাত্র খোঁজ খবর রাখে না।

অথচ এই বয়স হওয়ার কথা এক উদ্যম নিয়ে রহস্যময় অজানাকে জানার এক কৌতূহল। প্রতিনিয়ত সৃজনশীল অধ্যয়ন এবং অনুশীলনের মাধমে তা সমাজে বাস্তবায়ন করা। ছাত্র রাজনীতির মাধ্যমে নতুনত্ব কিছু জানা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে বজ্রকণ্ঠের আওয়াজ তোলা।

প্রসঙ্গত পাহাড়ের চলমান সংঘাতে নারীদের করণীয় ভূমিকা কি হওয়া প্রয়োজন?

উগ্র নারীবাদ নয়, আমাদের উদ্দেশ্য থাকবে নারী মুক্তি। কেননা নারীবাদ আর নারী মুক্তি আন্দোলন বিস্তর ফারাক। নারী মুক্তি আন্দোলনকে কখনও কখনও উগ্র নারীবাদের সমার্থক হিসেবে দেখা হয়। কারণ উভয়ই সমাজের সদস্যদের নিপীড়ক সামাজিক কাঠামো থেকে মুক্ত করার বিষয়ে উদ্বিগ্ন ছিল। কখনও কখনও পুরুষদের জন্য হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, বিশেষ করে যখন আন্দোলনগুলি 'সংগ্রাম' এবং 'বিপ্লব' সম্পর্কে বাগাড়ম্বরপূর্ণ কথা বলে।

আসলে সামগ্রিকভাবে নারীবাদী তাত্ত্বিকরা সমাজ কীভাবে অন্যায্য যৌন ভূমিকা দূর করতে পারে তা নিয়ে উদ্বিগ্ন। নারী স্বাধীনতার মধ্যে নারীবাদবিরোধী কল্পনার চেয়েও বেশি কিছু রয়েছে যে নারীবাদীরা হলেন এমন মহিলা যারা পুরুষদের নির্মূল করতে চান। অনেক নারী মুক্তি গোষ্ঠীর মধ্যে নিপীড়নমূলক সামাজিক কাঠামো থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা কাঠামো এবং নেতৃত্বের সাথে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের দিকে পরিচালিত হয়।

কিন্তু আমাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য হবে নারী মুক্তির আন্দোলন। যেখানে নাগরিক হিসেবে নারীর অধিকার পুরুষের সমান। ফরাসি বিপ্লবে সামরিক জেনারেল ও রাষ্ট্র নায়ক নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বলেছিলেন, 'আমাকে একটি শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদের একটি শিক্ষিত জাতি উপহার দেবো।' সুতরাং যে সমাজে নারীরা শিক্ষিত হয়েছে, সে সমাজে শিক্ষার হার দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। যে সমাজ নারীদের পরাধীন, পুরুষের পদানত করে রাখা হয়েছে সেই শ্রেণি বিভক্ত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নারী মুক্তির আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সামন্তশ্রেণি, উপনিবেশিক শাসক দ্বারা নির্মম, নির্যাতন, উৎপীড়ন, শাসন-শোষণ, বঞ্চনা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে এক একটা কল্পনা চাকমা হয়ে। এম এন লারমার নীতি ও আদর্শ ধারণ করে রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়ে ঘুমধুম থেকে ধুধুকছড়া শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিধ্বনি শোনাতে হবে। বিজাতীয় শাসন ও শোষণ মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করার পাশাপাশি নারীর সমঅধিকার ও সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠাকল্পে নারী আন্দোলন সংগঠিত করে পুরুষতান্ত্রিক ও সামন্ততান্ত্রিক মতাদর্শ সমাজ ব্যবস্থা নিপীড়ন শোষণ অবসান করাই হবে আমাদের নারী মুক্তির আন্দোলনের মূল ভিত্তি।

তাই পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন আর জুম্ম নারীদের নারী মুক্তি আন্দোলনকে একসাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে নিতে হবে। জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ফেলে রেখে যেমনি শুধু নারী মুক্তি আন্দোলনের মাধ্যমে জুম্ম নারীর মুক্তি আসবে না, তেমনি নারী মুক্তি আন্দোলনকে ফেলে রেখে কেবল জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মাধ্যমে জাতীয় মুক্তি ত্বরান্বিত হবে না। অন্যদিকে নারী মুক্তি আন্দোলন কেবল নারীরা করবে এই ধারণাও ভুল। নারী মুক্তি আন্দোলনে পুরুষদেরও এগিয়ে আসতে হবে, পুরুষদেরও ভূমিকা রাখতে হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের মধ্যেও জুম্ম নারী মুক্তি ও নিরাপত্তা নিহিত রয়েছে। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনেও নারী সমাজকে সামিল হতে হবে।

পাহাড়ের এক বিপ্লবী নারী: কল্পনা চাকমা

॥ সোহেল তঞ্চঙ্গ্যা ॥

শাসকগোষ্ঠীর উৎপীড়ন যখনি তীব্রতর হয় তখন এর প্রতিরোধ করা নিয়ম হয়ে দাঁড়ায়। ইতিহাসে নিপীড়িত মানুষের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে মূর্ত করার উদ্দেশ্যে বারংবার শাসকগোষ্ঠীর চোখে চোখ রাঙিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে আওয়াজ গড়ে তুলতে জন্ম হয় বিপ্লবীদের, সংগ্রামী মানুষের। আর জুম পাহাড়ের ইতিহাসে তেমনি এক সংগ্রামী নারীর নাম কল্পনা চাকমা। যুগ যুগ ধরে চলমান শাসকগোষ্ঠীর শোষণের যাঁতাকলে আষ্টেপৃষ্ঠে বাধা পাহাড় তথা সমগ্র নারীদের মুক্তির তরে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন এই জুম্ম নারী।

আজ কল্পনা চাকমা অপহরণের ২৯ বছর। ১৯৯৬ সালের ১২ জুন মধ্যরাতে আনুমানিক ১:৩০ ঘটিকা হতে ২:০০ ঘটিকার সময়ে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন বাঘাইছড়ি উপজেলার নিউলাল্যাঘোনা গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে একদল চিহ্নিত সশস্ত্র দুর্বৃত্ত কর্তৃক নির্মমভাবে পাশবিক কায়দায় অপহরণের শিকার হন তিনি। কিন্তু অপহরণের ২৯ বছর পার হয়ে গেলেও কল্পনা চাকমার হদিস জুম্ম জনগণকে দিতে ব্যর্থ এই রাষ্ট্রযন্ত্র। তাহলে কি আজও কল্পনা চাকমা বেঁচে থাকবেন রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের স্মারকচিহ্ন হিসেবে?

> কল্পনা চাকমা অপহরণ একটি দেশীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে বহুল আলোচিত ঘটনা। এটি যেমন একটি মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়, তেমনি রয়েছে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন, সুবিচারের প্রশ্ন, অপরাধীদের উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের প্রশ্ন এবং সরকার, রাষ্ট্র ও সেনাবাহিনীর কলঙ্ক উন্মোচনের প্রশ্ন। এটি সত্য যে, কল্পনা চাকমা অপহরণ ঘটনার আজ ২৯ বছর হলেও এই রাষ্ট্র কল্পনা চাকমার হদিশ দিতে এবং অপহরণকারীদের গ্রেফতার করে বিচারের আওতায় আনতে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে।

কে এই কল্পনা চাকমা?

রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার নিউ লাল্যাঘোনা গ্রাম। ১ মে ১৯৭৬ পিতা গুণরঞ্জন চাকমা ও মাতা বাঁধুনি চাকমার কোলে জন্ম নেয় এক শিশু, নাম হয় তার কল্পনা। পাঁচ সন্তানের মধ্যে কল্পনা সবার ছোট। দারিদ্রের মধ্যে বড় হতে থাকলেও রাষ্ট্রীয় আগ্রাসন, বৈষম্য, নারীর প্রতি প্রচলিত সমাজ ও ধর্মীয় অবজ্ঞা, জাতিগত নিপীড়ন-নির্যাতন এসব কিছু তাঁর চোখ এড়িয়ে যেতে পারেনি। ১৯৯১ সালে কল্পনা চাকমা বাঘাইছড়ি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পাস করেন। পরে বাঘাইছড়ি উপজেলার কাচালং ডিগ্রি কলেজ থেকে তিনি এইচএসসি পাস করেন। অপহৃত হওয়ার আগ পর্যন্ত ২৩ বছর বয়সী কল্পনা কাচালং ডিগ্রি কলেজের বিএ প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন।

সেই সময়কার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম নারীদের একমাত্র ছাত্রী সংগঠন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের যাত্রাপথ শুরু হলেও পরবর্তীতে তা পাহাড়ের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তখনকার সময়ে পাহাড়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে জুম্মদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন কল্পনা চাকমার চেতনাকে সংগ্রামের দিকে শাণিত করে। শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের উপর দমন-পীড়ন, নিপীড়ন-নির্যাতন কল্পনাকে আরও বেশি সংগ্রামী করে তোলে।

যার কারণে এসএসসি পাস করার পর তিনি সরাসরি হিল উইমেন্স ফেডারেশনের রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। খুব অল্প সময়ের মধ্যে দিয়ে তিনি পাহাড়ের জুম্ম নারীদের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের মুখপাত্র হয়ে ওঠেন এবং হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক দায়িত্বে উন্নীত হন। তিনি হিল উইমেন্স ফেডারেশনকে সমাজের অন্যায় ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে এবং রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে ব্যারিকেডের মঞ্চ রূপে দেখতেন।

প্রতিবাদী স্বভাবের কারণেই কল্পনা চাকমা খুব সহজে শাসক-শোষক ও নিপীড়ক গোষ্ঠীর আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হন। তবে তাদের চোখ রাঙানিতে তিনি কখনো হতোদ্যম হয়ে পড়েননি। তার প্রমাণ পাওয়া যায়, লাল্যাঘোনা গ্রামে ১৯৯৬ সালের ১৯ মার্চ রাতের আঁধারে পাহাড়িদের কয়েকটি বাড়িতে সেটেলার বাঙালিরা আগুন ধরিয়ে দেয়ার প্রতিবাদের মিছিলে কল্পনা সামনের সারিতে নেতৃত্ব দেন। এ

ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় কজইছড়ি ক্যাম্পের এক সেনা কর্মকর্তার সঙ্গে তাঁর তীব্র আকারে বাক্য বিনিময় হয়।

কল্পনা চাকমার অপহরণ

কল্পনার সেই সময়কার প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর শাসকগোষ্ঠীর কাছে এক আতঙ্কের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তাই তার কণ্ঠকে রুদ্ধ করার জন্য বাঘাইছড়ির কজইছড়ির সেনা (১৭ ই.বি.রেজি.) ক্যাম্পের তৎকালীন কমান্ডার লে. ফেরদৌস কায়ছার খান, ভিডিপি'র পিসি নুরুল হক ও ভিডিপি সদস্য সালেহ আহমেদের নেতৃত্বে ১৯৯৬ সালের ১২ জুন মধ্যরাতে ১০-১২ জনের পরিচিত-অপরিচিত সশস্ত্র সেনা-ভিডিপি'র সদস্য কর্তৃক ২৩ বছর বয়সী নারী নেত্রী কল্পনা চাকমাকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয়।

বিভিন্ন সূত্র ও প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য প্রমাণ মোতাবেক, অপহরণকারীরা সেইদিন তাদের বাড়ির দরজা ভেঙে কল্পনা চাকমাসহ তার দুই বড় ভাই কালিন্দী কুমার চাকমা (কালীচরণ) ও লাল বিহারী চাকমা (ক্ষুদিরাম)-কে ঘুম থেকে তুলে এনে বাড়ির বাইরে নিয়ে আসে। এসময় চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার থাকলেও, টর্চের সামান্য আলোর ঝলকে অপহরণকারীদের কারো কারো মুখমন্ডল দেখাও যাচ্ছিল। তাদের কেউ পুরোপুরি, কেউবা অর্ধেক গামছা বা কাপড় দিয়ে মুখ ঢাকা। একসময় চোখ বেঁধে কল্পনা চাকমা ও তার দুই ভাইকে আলাদা করে এবং কল্পনা চাকমাকে একদিকে নিয়ে যেতে থাকে। কিছুক্ষণ পর কল্পনা চাকমার উদ্বিগ্ন 'দাদা..দাদা..' ডাক শুনতে পায় কল্পনার ভাইয়েরা এবং সেটাই ছিল ভাইদের কাছে তাদের প্রিয় একমাত্র বোনের শেষ কণ্ঠস্বর। যে কণ্ঠস্বর তারা এখনও ভুলতে পারেনি। এক পর্যায়ে কল্পনার ভাইয়েরা গুলির শব্দ শুনতে পান। এরপর অপহরণকারীরা কল্পনার দুই বড় ভাইকেও গুলি করে হত্যার চেষ্টা করে। তবে তারা গুলির করার সংকেত পাওয়ার সাথে সাথেই জীবন পণ করে পালিয়ে কোনমতে বাঁচতে সক্ষম হন।

অতঃপর ভোর হওয়ার সাথে সাথে সব জায়গায় কল্পনার খোঁজখবর নিয়েও কোন হদিস না পাওয়ায় কল্পনার বড় ভাই কালিন্দী কুমার চাকমা স্থানীয় মুরুব্বি সম্রাটসুর চাকমা ও ইউপি চেয়ারম্যান দীপ্তিমান চাকমার কাছে গিয়ে বিষয়টি জানান। এরপর তাদেরকে সাথে নিয়ে কালিন্দী কুমার চাকমা বাঘাইছড়ির টিএনও'র (বর্তমানে ইউএনও) নিকট গিয়ে বিষয়টি অবহিত করেন এবং থানায় মামলা নং ২, তারিখ ১২/০৬/৯৬, ধারা ৩৬৪ দ: বি: হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

উল্লেখ্য, কল্পনা চাকমার বড় ভাইরা আগে থেকেই লে: ফেরদৌস এবং নুরুল হক ও সালেহ আহম্মদকে চিনতেন। কজইছড়ি সেনাক্যাম্পের দূরত্ব কল্পনা চাকমাদের বাড়ি থেকে বড় জোর একশ থেকে দুইশ গজের মধ্যে। অপরদিকে নুরুল হক ও সালেহ আহম্মদদের বাড়িও কল্পনা চাকমাদের বাড়ি থেকে বেশি দূরের নয়। ফলে রাতের অন্ধকারে সামান্য আলোতেও কল্পনার ভাইয়েরা সুস্পষ্টভাবে অপহরণকারী তিন জনকে চিনতে সক্ষম হন।

অপহরণ ঘটনার পরদিন সকালে কল্পনার ভাইয়েরা সেসময় ঘটনাস্থল থেকে গুলির খোসা এবং গুলি রাখার বেল্ডলি (কোমর বন্ধনী) খুঁজে পান এবং পরবর্তীতে প্রশাসনের নিকট জমা দেন।

মামলার তদন্ত ও বিচারিক প্রক্রিয়া

কল্পনা চাকমার অপহরণ হওয়ার পর কল্পনার বড় ভাই কালিন্দী কুমার চাকমা বাঘাইছড়ি থানায় মামলা দায়ের করার পর তা নথিভুক্ত হওয়ার প্রায় ১৪ বছর সময় প্রশাসন কর্তৃক বিভিন্ন গড়িমসির অভিযোগ পাওয়া যায়। দেশে-বিদেশে বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন কর্তৃক চাপ প্রয়োগের এক পর্যায়ে ২০১০ সালের ২১ মে ঘটনার বিষয়ে পুলিশের চূড়ান্ত তদন্ত রিপোর্ট পেশ করা হলেও সেই রিপোর্টে অভিযুক্ত ও প্রকৃত দোষীদের সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে যাওয়া হয়। এরপর সিআইডি ও পুলিশের ৩৯ জন কর্মকর্তা মামলাটির তদন্ত দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু প্রত্যেকেই যথাযথ তদন্ত সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হন এবং এমনকি কল্পনার হদিস দিতে ও দোষীদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করতে ব্যর্থ হন। এরপর গত ২৩ এপ্রিল ২০২৪ রাঙ্গামাটির সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট ফাতেমা বেগম মুক্তা কর্তৃক পাহাড়ের নারী নেত্রী কল্পনা চাকমা অপহরণ মামলাটি খারিজের আদেশ দেওয়া হয়। যাতে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণে প্রশাসন, বিচার বিভাগ ও রাষ্ট্রের সুস্পষ্ট ব্যর্থতা প্রকাশ পায়।

আরো উল্লেখ্য যে, কল্পনা চাকমার অপহরণের ঘটনার প্রতিবাদ ও মুক্তির দাবিতে হিল উইমেন্স ফেডারেশন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে ২৭ জুন ১৯৯৬ বাঘাইছড়িসহ রাঙ্গামাটি জেলায় অর্ধদিবস সড়ক অবরোধের ডাক দেওয়া হয়। দাবি একটি, 'কল্পনা চাকমার মুক্তি চাই এবং অপরাধীদের শাস্তি চাই'। অতঃপর শান্তিপূর্ণ এই অবরোধ চলাকালে আবারও বাঘাইছড়ি সেনা কর্তৃপক্ষের মদদে স্থানীয় ভিডিপি ও সেটেলারদের সাম্প্রদায়িক হামলায় বাবুপাড়া ও মুসলিম ব্লক এলাকায় গুলি করে রূপন চাকমাকে এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে সুকেশ চাকমা, মনোতোষ চাকমা ও সমর বিজয় চাকমাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। এই চারজনকে হত্যার ঘটনা দিবালোকে প্রকাশ্যে পুলিশ বা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর চোখের সামনে ঘটে। কিন্তু পুলিশ কাউকেই গ্রেফতার করেনি বা করতে

পারেনি। এই পর্যন্ত গ্রেফতারের চেষ্টা করা হয়েছে বলেও জানা যায়নি।

পাহাড়ের পরিস্থিতি ও তরুণদের করণীয়

১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান এবং পার্বত্য অধিবাসীদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চুক্তির ধারাসমূহ যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে সেটেলার বাঙালি ও এখানকার স্থানীয় নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের দ্বারা বহু জুম্ম নারী যৌন নিপীড়ন ও সহিংসতার শিকার হচ্ছেন প্রতিনিয়ত। এসব ঘটনার যথাযথ বিচার না হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম নারীদের চরম নিরাপত্তাহীনতার বাস্তবতার চিত্র দিন দিন ফুটে উঠছে। বস্তুত কল্পনা চাকমা অপহরণের উপর চলমান তদন্ত ও বিচারিক প্রক্রিয়া এ দেশের অন্যায়-অবিচার ও অপরাধের বিচারহীনতার সংস্কৃতিকেই অত্যন্ত তীব্ররূপে এবং জাতিগত সংখ্যালঘু আদিবাসীদের চরমভাবে নিপীড়ন এবং বৈষম্যকে উন্মোচিত করে তুলছে যা এই দেশের স্বাধীনতা চেতনার বিরুদ্ধ আচরণ।

পাহাড়ের মানুষ আশা করেছিল, জুলাই অভ্যূত্থান পরবর্তী ক্ষমতাসীন নয়া অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হয়তো পাহাড়ের মানুষ তথা আদিবাসীদের অধিকারের বিষয়ে সোচ্চার কিন্তু বিগত সরকারগুলোর অনুরূপ বর্তমান সরকার অন্তর্বর্তী সরকারও বর্তমানে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিয়েছে। যার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন এবং ভূমি ও মৌলিক অধিকার আদায়ের দাবিতে আন্দোলনরত ব্যক্তি ও সংগঠনসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সদস্যদেরকে 'সন্ত্রাসী, অস্ত্রধারী, চাঁদাবাজি ও বিচ্ছিন্নতাবাদী' আখ্যা দিয়ে চুক্তি-পূর্বেকার সময়ের মতো তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের, ধর-পাকড়, ঘরবাড়ি তল্লাশি, ক্যাম্পে নিয়ে মারধর, জেলে প্রেরণ, জুম্ম নারীদের ধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যা ইত্যাদি দমন-পীড়নমূলক জঘন্য কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। ফলে বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ এক শ্বাসরুদ্ধকর নিরাপত্তাহীন মানবেতর জীবন অতিবাহিত করতে বাধ্য হচ্ছে।

কল্পনা চাকমা অপহরণ একটি দেশীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে বহুল আলোচিত ঘটনা। এটি যেমন একটি মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়, তেমনি রয়েছে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন, সুবিচারের প্রশ্ন, অপরাধীদের উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের প্রশ্ন এবং সরকার, রাষ্ট্র ও সেনাবাহিনীর কলঙ্ক মোচনের প্রশ্ন। এটি সত্য যে, কল্পনা চাকমা অপহরণ ঘটনার আজ ২৯ বছর হলেও এই রাষ্ট্র কল্পনা চাকমার হদিশ দিতে এবং অপহরণকারীদের গ্রেফতার করে বিচারের আওতায় আনতে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে।

শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক রাষ্ট্রীয় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদে ও শাসনের পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণের ফলস্বরূপ হিসেবে পাহাড়ের নারী নেত্রী কল্পনা চাকমার প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

বলাবাহুল্য, পার্বত্য চট্টগ্রামে জাতিগত আগ্রাসন, নিপীড়ন-নিযার্তনের অন্যতম দিক হচ্ছে জুম্ম নারীর উপর চলমান সহিংসতার কার্যক্রম। কল্পনা চাকমা অপহরণের ঘটনা তারই এক চাক্ষুষ প্রমাণ। এটি পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং দেশের সকল আদিবাসী নারীদের উপর নিযার্তন, নিপীড়ন ও সহিংসতার এক জ্বলন্ত প্রতীক।

কল্পনা চাকমা হয়তো আজ পাহাড়ের মাঝে নেই। রাষ্ট্রযন্ত্র তাঁকে রাতের আঁধারে অপহরণ করে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠকে রোধ করার প্রচেষ্টা করেছিল ঠিক কিন্তু কল্পনার সেই প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর আজও পাহাড়ের জুম্ম নারীদের মধ্যে প্রতিবাদী ধ্বনি রূপে সঞ্চারিত হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে খুব কমই মানুষ যারা প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য আপোষহীন ও নির্ভীক হয়ে তাদের জীবন অতিবাহিত করে গিয়েছেন। তাদের মধ্যে কল্পনা চাকমাও একজন হয়ে জুম্মদের এবং নিপীড়িত-নির্যাতিত মানুষের কণ্ঠে বারংবার উচ্চারিত হবেন। আজও অন্যায়ের বিরুদ্ধে রাজপথে মিছিল-শ্লোগানে কল্পনা চাকমা জাজ্বল্যমান। পাহাড়ে তারুণ্য চিন্তার সাথে কল্পনার সেই প্রগতিমনা চিন্তার উন্মেষ প্রতিফলন এখন সময়ের দাবি।

বিশেষ প্রতিবেদন

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা

১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে স্বাক্ষরিত ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন অগ্রগতি সাধিত হয়নি। গত জুলাই-আগস্ট বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে গদিচ্যুত শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন আওয়ামীলীগ সরকার দীর্ঘ ১৬ বছর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থেকেও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের কোন কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। অথচ ১৯৯৭ সালে আওয়ামীলীগ সরকারই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে এই চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল। ১৬ বছরের শাসনামলে শেখ হাসিনা সরকার পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একের পর এক প্রতারণা ও টালবাহানার আশ্রয় নিয়েছিল। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পার্বত্য সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের পরিবর্তে ১৬ বছরের শাসনামলে ব্যাপক সামরিকায়ণের মাধ্যমে ফ্যাসীবাদী কায়দায় দমন-পীড়ন চালিয়ে সমস্যা সমাধানের নীতি গ্রহণ করেছিল। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধান ছিল দূর অস্ত।

গত জুলাই-আগষ্টে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনের ফলে শেখ হাসিনা সরকার গদিচ্যুত হলে রাষ্ট্র সংস্কারের মাধ্যমে বৈষম্যের মূলোৎপাটনের অঙ্গীকার নিয়ে ৮ই আগস্ট ২০২৪ ড. মোহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়। তাই স্বভাবতই জুম্ম জনগণ আশা করেছিল যে, রাষ্ট্র সংস্কারের অংশ হিসেবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জুম্ম জনগণের উপর চলমান বৈষম্য ও বঞ্চনা মূলোৎপাটনে অন্তর্বর্তী সরকার যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের যথাযথ ও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এলক্ষ্যে জনসংহতি সমিতিসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের নাগরিক সমাজ এবং দেশের অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল সংগঠন ও ব্যক্তির পক্ষ থেকে অন্তর্বর্তী সরকারের নিকট স্মারকলিপি প্রদানসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আহ্বান জানানো হয়েছিল। এক্ষেত্রে দেশের অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল সংগঠন কর্তৃক গঠিত 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন' নামক প্লাটফর্ম এবং চাকমা রাজা ব্যারিষ্টার দেবাশীষ রায়ের নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের নাগরিক সমাজের উদ্যোগ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হওয়ার পর তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তাকে পরিষদের প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ, পরবর্তীতে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ পুনর্গঠনে সেটেলার বাঙালি থেকে পরিষদের সদস্য নিয়োগ ইত্যাদি চুক্তি বিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি জুম্ম জনগণের ক্ষোভ ও অসন্তোষ দেখা দিতে থাকে। পরবর্তীতে ১২ জানুয়ারি ২০২৫ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির 'ক' খন্ডের ৩ নং ধারা অনুসারে অন্তর্বর্তী সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো: তৌহিদ হোসেনকে আহ্বায়ক হিসেবে নিয়োগের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটি পুনর্গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে অনেকের মধ্যে আশার সঞ্চার হয়। কিন্তু অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক যে, উক্ত কমিটির গঠনের পর প্রায় ছয় মাস অতিক্রান্ত হলেও কমিটির সভা আহ্বানের কোন নাম-গন্ধও নেই। সবচেয়ে হতাশাব্যঞ্জক যে, জাতিসংঘের অধিবেশনে যোগ দিতে যুক্তরাষ্ট্রে সফরে গিয়ে ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ভয়েস অব আমেরিকার সাথে এক সাক্ষাৎকারে—পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে তার সরকার পেরে উঠবে না, এটা পরবর্তীতে যেই নির্বাচিত সরকার আসবে তারা তা বাস্তবায়ন করবে—প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূসের এমন মন্তব্যের ফলে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আপামর মানুষের মধ্যে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি অনাস্থা ও অবিশ্বাস দানা বাঁধতে থাকে।

পার্বত্য চুক্তি পরবর্তী একের পর এক সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যুটা সেনাবাহিনীর হাতে ন্যস্ত করে আসছে। ড. মোহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের আমলেও তার কোন ব্যতিক্রম নেই। অন্তর্বর্তী সরকারের আমলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয়টা সেনাবাহিনীর হাতে যে ন্যস্ত রয়েছে, তা কতিপয় উপদেষ্টা ও বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কদের বক্তব্য থেকে তার প্রমাণ মেলে। ফলে অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জনগণের উপর সেনাশাসন, দমন-পীড়ন ও নিপীড়ন-নির্যাতন অব্যাহতভাবে চলছে। পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক 'অপারেশন উত্তরণ' নামক সেনাশাসনসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহারের কোন উদ্যোগ নেই। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে চার শতাধিক ক্যাম্প বলবৎ রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্বলিত পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থা কার্যকরের কোন উদ্যোগ নেই ইউনূস সরকারের আমলেও। এই সরকারের আমলেও আঞ্চলিক পরিষদের সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধানের এখতিয়ারকে পদদলিত করে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, পুলিশ, ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, বন ও পরিবেশ, পর্যটন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়গুলো এখনো ন্যস্ত করার কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি।

অন্তর্বর্তী সরকারের আমলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির কোন উদ্যোগ নেই। পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। অপরদিকে ভূমি কমিশনের বিধিমালা প্রণয়নের কোন উদ্যোগ নেই। এই বিধিমালা খসড়া করে আঞ্চলিক পরিষদের তরফ থেকে ২০১৭ সালে ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিকট জমা দেয়া হয়েছে। তারপর থেকে আজ অবধি আট বছর ধরে এই বিধিমালা প্রণয়নের কাজ ঝুলিয়ে রয়েছে। বিধিমালা প্রণীত না হওয়ায় ভূমি কমিশন এযাবৎ ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির বিচারিক কাজ শুরু করতে পারেনি।

এভাবে পার্বত্য চুক্তির অপরাপর মৌলিক বিষয়সমূহ যেমন- স্ব স্ব ভূমি প্রত্যর্পণপূর্বক ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন করা, রাবার চাষের জন্য অস্থানীয়দের নিকট প্রদত্ত লীজ বাতিল করা, ভূমিহীন জুম্মদের দুই একর করে ভূমি বন্দোবস্তী দেয়া, স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা এবং তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা, পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল চাকরিতে পাহাড়িদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগ করা, সেটেলার বাঙালিদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনক পুনর্বাসন করা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো অবাস্তবায়িত অবস্থায় রয়ে গেছে।

> দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া যে কত বড় মারাত্মক, তা বলে শেষ করা যায় না। দুর্নীতি যদি আমরা দূর করতে না পারি, তাহলে সরকার যত রকমের আইনই করুক না কেন, যত কড়া নির্দেশনামাই দিক না কেন, কোন সুরাহা হবে না। আজকে এই দুর্নীতি সবখানে। ..এই দুর্নীতিকে আঁকড়ে ধরে যারা কালো টাকা রোজগার করে, আইনের ছত্রছায়ায় তাদেরকে রক্ষা করা হয়। – *মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা*

বিশেষ প্রতিবেদন

পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান সামগ্রিক পরিস্থিতি

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনের ফলে ৫ আগস্ট ২০২৪ শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন আওয়ামীলীগ সরকারের পতনের পর ৮ আগস্ট ড. মোহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়। বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার মূলোৎপাটনের লক্ষ্যে রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংস্কার করা গণ-অভ্যুত্থানের মূল স্পিরিট হলেও অন্তর্বর্তী সরকারের শাসনামলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী এবং জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী রাষ্ট্রীয় নীতির কোন পরিবর্তন ঘটেনি। পূর্বের সরকারগুলোর মতো বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের আমলেও জুম্ম জনগণের উপর দমন-পীড়ন, ভূমি বেদখল ও উচ্ছেদ, সাম্প্রদায়িক হামলা ও অগ্নিসংযোগ, অনুপ্রবেশ, পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে আন্দোলনরত জুম্ম জনগণকে 'সন্ত্রাসী', 'বিচ্ছিন্নতাবাদী', 'অবৈধ অস্ত্রধারী' হিসেবে তকমা দিয়ে ক্রিমিনালাইজ করা, জুম্ম নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা ইত্যাদি মানবতা বিরোধী কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ফলে অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে পার্বত্য চট্টগ্রামের নারী ও শিশুসহ জুম্ম জনগণ চরম অনিশ্চয়তা, আতঙ্ক ও নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে দিনাতিপাত করতে বাধ্য হচ্ছে।

ড. মোহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর প্রায় ১১ মাস অতিবাহিত হলেও এ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। পক্ষান্তরে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন লঙ্ঘন করে পরিষদগুলোর মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তাদেরকে সাময়িক কালের জন্য পরিষদগুলোর প্রশাসক হিসেবে অবৈধভাবে নিয়োগ দেয়া হয়। অন্যদিকে অন্তর্বর্তীকালীন তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ পুনর্গঠনের সময় বহিরাগত সেটেলারদেরকে অন্তর্বর্তী পরিষদের সদস্য হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়, যা ছিল পার্বত্য চুক্তির সরাসরি বরখেলাপ। গত ১২ জানুয়ারি ২০২৫ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটি পুনর্গঠিত হয়েছে। কিন্তু এই কমিটি গঠনের পর প্রায় ছয় মাস অতিক্রান্ত হলেও উক্ত কমিটির কোন বৈঠক এখনো অনুষ্ঠিত হয়নি।

ড. মোহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে না হতেই পার্বত্য চট্টগ্রামে নৃশংস সাম্প্রদায়িক হামলা সংঘটিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারাদেশে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসীদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা, মন্দির ভাঙচুর, ঘরবাড়ি ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট, নৃশংস হত্যাকান্ড, ধর-পাকড় ইত্যাদি অব্যাহত রয়েছে। পক্ষান্তরে তথাকথিত বৈষম্য বিরোধী বাঙালি ছাত্র আন্দোলন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক পরিষদের ব্যানারে মুসলিম সেটেলার এবং উগ্র জাতীয়তাবাদী ও সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীকে লেলিয়ে দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা জোরদার করা হয়েছে।

এর মধ্যে সবচেয়ে নৃশংস ও লোমহর্ষক ঘটনা হলো গত সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে দীঘিনালা, খাগড়াছড়ি সদর ও রাঙ্গামাটি সদরে জুম্ম জনগণের উপর নৃশংস সাম্প্রদায়িক হামলা, অগ্নিসংযোগ ও হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হওয়া এবং ডিসেম্বরে লামায় ত্রিপুরাদের ১৭টি বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া। আদিবাসীদের উপর আরেকটি লোমহর্ষক হামলা সংঘটিত হয়েছে গত ১৫ জানুয়ারি ২০২৫ ঢাকার এনটিসিবি'র সামনে। 'স্টুডেন্টস ফর সভারেন্টি'র ব্যানারে মুসলিম বাঙালি সেটেলার ও মৌলবাদী গোষ্ঠী কর্তৃক 'সংক্ষুব্ধ আদিবাসী ছাত্র-জনতা'র উপর এ হামলা চালানো হয়। পূর্বের সাম্প্রদায়িক হামলাগুলোর মতো উক্ত সাম্প্রদায়িক হামলাগুলোতে জড়িত ব্যক্তিদের কাউকেই আইনের আওতায় আনা হয়নি এবং উক্ত ঘটনার যথাযথ বিচার নিশ্চিত করা হয়নি।

অন্যদিকে বান্দরবানের থানচি থেকে আটককৃত ইসলামী জঙ্গী সংগঠন 'জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারক্বীয়া'র ৯ জন সদস্যকে ১৮ নভেম্বর ২০২৪ কক্সবাজার জেলা ও দায়রা জজ আদালত থেকে জামিনে মুক্তি দেয়া হয়েছে, যারা বান্দরবানের রুমায় বম পার্টি নামে খ্যাত কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্টের গোপন আস্তানায় প্রশিক্ষণ নিয়েছিল। কক্সবাজারের শরণার্থী ক্যাম্প থেকে পালিয়ে অনেক রোহিঙ্গা পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ করে বসতি স্থাপন করছে। বিগত কয়েক মাস ধরে মায়ানমার থেকে পালিয়ে এসে বান্দরবানের আলিকদম সীমান্ত দিয়ে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ ঘটছে এবং তারা আলিকদম, লামা, নাইক্ষ্যংছড়িতে বসতিস্থাপন করছে। অপরদিকে রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন (আরএসও), আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভাশন আর্মি (আরসা) এবং সদ্য গঠিত আরাকান ন্যাশনাল ডিফেন্স ফোর্স (এএনডিএফ) প্রভৃতি নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার দোছড়ি ও ঘুমধুম ইউনিয়নের মায়ানমার সীমান্তে ক্যাম্প স্থাপন প্রকাশ্যে অবস্থান করছে। জনসংহতি সমিতির সাংগঠনিক কার্যক্রম যাতে সীমান্ত এলাকায় পরিচালিত হতে না পাবে, তজ্জন্যে সেনাবাহিনী সেসব এলাকায় আরএসও ও আরসাদের মোতায়েন করে রেখেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের পরিবর্তে পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপক সামরিকায়ণের মাধ্যমে ফ্যাসীবাদী কায়দায় পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানের নীতি অব্যাহত রয়েছে। ফলে অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়টি সেনাবাহিনীর হাতে ন্যস্ত রয়েছে। 'অপারেশন উত্তরণ'-এর বদৌলতে সেনাবাহিনী সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, বিচারকার্য, উন্নয়ন কার্যক্রমসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল বিষয়াদি নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকেও নানাভাবে বাধাগ্রস্ত করে থাকে। সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামের আনাচে-কানাচে সেনা অভিযান, নির্বিচারে ধর-পাকড়, ঘরবাড়ি তল্লাশি, বিচার-বহির্ভুত হত্যা, ভূমি বেদখল, জুম্ম গ্রামবাসীদের উচ্ছেদ, অনুপ্রবেশ ইত্যাদি মানবতা বিরোধী কার্যক্রম চালিয়ে আসছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য সেনাবাহিনী জুম্মদের মধ্য হতে সুবিধাবাদী, দালাল ও উচ্ছৃঙ্খল কিছু লোককে নিয়ে একের পর এক সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রুপ সৃষ্টি করে চলেছে। এসব সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রুপের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ইউপিডিএফ (প্রসিত), মগপার্টি, বমপার্টি খ্যাত কেএনএফ ইত্যাদি। অন্তর্বর্তী সরকারের শাসনামলেও জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমর্থকসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে আন্দোলনরত সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী উক্ত সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রুপদের লেলিয়ে দিয়ে চলেছে। বিশেষ করে সাম্প্রতিক সময়ে ইউপিডিএফ কর্তৃক জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমর্থকদের বানোয়াট অপপ্রচার, হত্যা, অপহরণ বাণিজ্য ইত্যাদি বৃদ্ধি পেয়েছে।

ইদানীং জনসংহতি সমিতির সিনিয়র সদস্যদের মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত করে ইউপিডিএফ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এবং হলুদ সাংবাদিকদের দিয়ে বিভিন্ন দৈনিকে অপপ্রচার চালিয়ে আসছে। মাদক যেহেতু একটি স্পর্শকাতর বিষয়, তাই সস্তায় সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের হীনউদ্দেশ্যে এভাবে মাদক ব্যবসার সাথে জনসংহতি সমিতিকে জড়িত করে ইউপিডিএফ বানোয়াট তথ্য প্রচার করে আসছে।

ইউপিডিএফের অপহরণ বাণিজ্যের মধ্যে সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর ঘটনা হচ্ছে গত ১৬ এপ্রিল ২০২৫ খাগড়াছড়ির গিরিফুল এলাকা থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ শিক্ষার্থীকে অপহরণ। এই অপহরণের ঘটনার বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিবাদের ঝড় উঠে। অপহরণের পর ইউপিডিএফ অপহৃত শিক্ষার্থীদের এক সপ্তাহ ধরে আটকে রাখে। তাদেরকে শারীরিক ও মানসিক হয়রানি ও হুমকি প্রদান করে। পরে মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে ইউপিডিএফ অপহৃতদের মুক্তি দেয়। এছাড়া ১৪ ডিসেম্বর ২০২৪ পানছড়ি উপজেলার লোগাং ইউনিয়নের হাতিমারা গ্রামে একটি বিয়ে অনুষ্ঠানে ইউপিডিএফ হঠাৎ হানা দিয়ে ৩ নিরীহ জুম্মকে অপহরণ, ৬-৭ ব্যক্তিকে বেদম মারধর এবং ৫০-৬০ জনের মোবাইল ফোন ছিনতাই করে। গত ৮ জানুয়ারি ২০২৫ ইউপিডিএফ পানছড়ির ধুদুকছড়া থেকে নয়নজ্যোতি চাকমা ও সাগর চাকমাকে অপহরণ করে। তাদেরকেও মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে মুক্তি প্রদান করা হয়।

সামগ্রিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া বানচাল, সর্বোপরি জুম্মদের জাতিগতভাবে নির্মূলীকরণের উদ্দেশ্যে শাসকগোষ্ঠী রাষ্ট্রযন্ত্র থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় বাহিনী, মুসলিম বাঙালি সেটেলার, সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রুপ, ভূমিদস্যু বহিরাগত বিভিন্ন কোম্পানী ও প্রভাবশালী ব্যক্তি, ডেভেলাপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং, ডেমোগ্রাফিক ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি সকল পথ ও অপশক্তিকে ব্যবহার করে চলেছে।

> দেশকে আমি যেভাবে ভালোবেসেছি, যেভাবে আমার মনের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছি, যেভাবে আমি কোটি কোটি মানুষের একজন হয়ে দেখেছি, সেইভাবে এই মহান গণপরিষদে বলেছি।
>
> *সংবিধান-বিলের উপর ৪ নভেম্বর ১৯৭২ সালে এম এন লারমার গণপরিষদে প্রদত্ত ভাষণের অংশবিশেষ*

বিশেষ প্রতিবেদন

জুম্ম নারীর উপর সহিংসতা: জাতিগত নির্মূলীকরণে শাসকগোষ্ঠীর এক পৈশাচিক হাতিয়ার

পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম নারীর উপর সহিংসতার ঘটনা নতুন কিছু নয়। দশকের পর দশক ধরে চলা এইসব সহিংসতার শিকার নারীর সংখ্যা অগণিত হলেও সুষ্ঠু বিচার পেয়েছেন এমন দৃষ্টান্ত নেই বললেই চলে। পার্বত্য চট্টগ্রামে এই যাবতকালে সংঘটিত নারী সহিংসতার ঘটনা বিশেষত ধর্ষণ, অপহরণের মতন বর্বর পৈশাচিক ঘটনাবলীর বিচার তো দূরে থাক, সঠিক তদন্ত পর্যন্ত করা হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামের সবচাইতে সাড়া জাগানো ও দেশে-বিদেশে আলোচিত কল্পনা চাকমা অপহরণের ২৯ বছর পেরিয়ে গেলেও তদন্তের কোন সন্তোষজনক ফলাফল আমরা পাইনি। বরঞ্চ বিতর্কিতভাবে ২০২৪ সালের ২৩ এপ্রিল রাঙ্গামাটি জেলার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ফাতেমা বেগম মুক্তা দীর্ঘ আড়াই দশকের অধিক সময় ধরে চলা কল্পনা চাকমা অপহরণ মামলাটি খারিজ করে দেন।

এছাড়া অন্যান্য আরও অনেক আলোচিত ধর্ষণ ও ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনা যেমন– সুজাতা ধর্ষণ কেইস, তুমা চিং ধর্ষণ কাণ্ড এবং অতি সম্প্রতি গত ৫ মে ২০২৫ বান্দরবানের থানচিতে চিংমা খিয়াং ধর্ষণ এবং ধর্ষণের পর হত্যার

ঘটনা পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিনিয়ত পদ্ধতিগতভাবে 'সংঘটিত' হয়ে চলেছে। এক্ষেত্রে সংঘটিত বলার কারণ হল অনেকেই পার্বত্য চট্টগ্রামের এই সমস্ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলোকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দাবি করেন। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও বাস্তবতা বিবেচনা করলে এটা সহজেই অনুমান করা যায় যে, এই সমস্ত মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা নিছক কোন বিচ্ছিন্ন বা বিক্ষিপ্ত ঘটনা নয়, বরং পরিকল্পিত ও পদ্ধতিগত। কেননা পার্বত্য চট্টগ্রামে '৮০ দশক থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মুসলিম সেটেলারদের অবৈধভাবে বসতিপ্রদানের মাধ্যমে পপুলেশন ইঞ্জিনিয়ারিং করা হয়েছে অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করে আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে সংখ্যালঘু করার জন্য। বলাবাহুল্য, পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় অধিবাসীদের জাতিগতভাবে নির্মূলীকরণ, গণহত্যা, ভূমি বেদখল এবং নারীর উপর সহিংসতার ঘটনা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে জুম্ম জনগণকে নির্মূলীকরণে নারীর উপর সহিংসতার ঘটনা শাসকগোষ্ঠীর অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

যদি আমরা পিছনে ফিরে তাকাই তাহলে দেখব পার্বত্য চট্টগ্রামে আজকের যে বহুমুখী সমস্যা এটির শুরুয়াদ যদিওবা বাংলাদেশ সৃষ্টির অনেক আগে হলেও স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ এই সমস্যাগুলির রাজনৈতিক সমাধান না করে বরঞ্চ উস্কে দিয়েছে। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থা এবং আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি না দিয়ে বাঙালিকরণের যে অপচেষ্টা, সর্বোপরি উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা অন্যান্য জাতিসত্তাসমূহের উপর অন্যায়ভাবে গলধকরণের ভূত তাদের ঘাড়ে অনেক আগে থেকেই সওয়ারি ছিল। অথচ জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি ছিল জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা।

প্রসঙ্গত ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সংবিধান রচনার প্রাক্কালে পাহাড়ের গণমানুষের অধিকারের প্রশ্নে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে একদল প্রতিনিধি শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে দেখা করতে গেলে শেখ মুজিব হুমকি দিয়ে বলেন, লারমা বেশি বাড়াবাড়ি করলে পার্বত্য চট্টগ্রামে এক লাখ নয়, দুই লাখ, পাঁচ লাখ, নয় লাখ বাঙালি ঢুকিয়ে দেব। এই কথাগুলির প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই বাংলাদেশের সদ্য রচিত সংবিধানের ৬ নং অনুচ্ছেদের উপর সংশোধনী প্রস্তাবে যেখানে উত্থাপন করা হয়, 'বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে, বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙালি বলিয়া পরিচিত হইবেন।' উল্লেখ্য, এম এন লারমা সেদিন তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন এবং গণপরিষদের অধিবেশন বর্জন করেছিলেন। বলাবাহুল্য, ১৯৭৫ সালে মুজিব হত্যার পর সামরিক শাসনামলে পরিকল্পিতভাবে দেশের অন্যান্য প্রান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ নদীর পাড়ভাঙ্গা হতদরিদ্র, ছিন্নমুল বাঙালি মুসলমান এবং সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের আদিবাসী অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জায়গায় পুনর্বাসন করা হয়েছে, যা এখনও পর্যন্ত চলমান।

এখানে বলে রাখা ভাল যে, '৭৫-এ শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুতে পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চল করার যে স্বপ্ন অধরা রয়েছিল, তা পরবর্তীতে পুরণ করলেন জেনারেল জিয়া এবং জেনারেল এরশাদ। অর্থাৎ বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র যন্ত্রের ক্ষমতার রদবদল যে গোষ্ঠী বা দল কর্তৃকই হোক না কেন অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত

অঞ্চলে রূপান্তরিত করার যে নীতি সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের নীতি এক এবং অভিন্ন। যেমনটি আমরা বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কার্যকলাপেও ওই একই নীতি অনুসরণ করার প্রবনতা দেখতে পাই। ২০২৪ সালের জুলাই অভ্যুত্থানের পর এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলে গঠিত বাংলাদেশ সংস্কার কমিশনের মূল যে চারটি স্তম্ভ সেটির প্রথম এবং অন্যতম একটি হল অন্তর্ভুক্তিমূলক ও গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা। অথচ দীর্ঘদিন ধরে চলা পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার বিষয়ে অন্তর্বর্তী সরকারও হতাশাজনকভাবে নিশ্চুপ। নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে যে ১০ টি কমিশন গঠন করা হয়েছে সেখানেও পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাগুলির কোন নাম নিশানা খুঁজে পাওয়া যায়নি। শুধুমাত্র নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনে পার্বত্য চট্টগ্রামের একজন প্রতিনিধি হিসেবে শ্রীমতী নিরুপা দেওয়ানকে সদস্য হিসেবে রাখা হয়েছে এবং 'নারী ও মেয়ে শিশুর জন্য সহিংসতা মুক্ত সমাজ' অংশে– 'সংঘাত-সংশ্লিষ্ট এলাকা হিসেবে (পার্বত্য চট্টগ্রাম ও রোহিঙ্গ্যা শরণার্থী শিবির) ও সংঘাতকালীন যৌন সহিংসতায় ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রতিকার নিশ্চিত করতে হবে'– এইরকম একটা বাক্য সংযোজন করা হয়েছে যা অত্যন্ত হতাশজনক।

পার্বত্য চট্টগ্রামে কোন খালি জমি না থাকায় আশি দশকে সেটেলারদেরকে আদিবাসী জুম্মদের ভূমির উপর বসতিপ্রদান করা হয়। এর ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যা একটি জলন্ত অগ্নিকুন্ডে পরিণত হয়। আশি ও নব্বই দশকে সেনাবাহিনীর সহায়তায় সেটেলার বাঙালিরা জুম্মদের উপর কমপক্ষে ১৫টি গণহত্যা সংঘটিত করে। এসব গণহত্যায় অনেক জুম্ম নারী ও কিশোরীকে ধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যা, অপহরণ করা হয়েছে। জুম্মদের ভূমি জবরদখল ও স্বভূমি থেকে উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে সেটেলার বাঙালিরা জুম্ম নারীর উপর সহিংসতাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে থাকে। জুম্মদেরকে গণহারে হত্যা, গুম ও জেল-জুলুমের পাশাপাশি জুম্ম নারী ও শিশুর উপর চলে লোমহর্ষক পাশবিক সহিংসতা, যা এখনো অব্যাহত রয়েছে।

শুধুমাত্র ২০২৪ সালেই সেটেলার কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম নারী ও শিশুর উপর ১২ টি যৌন হয়রানি, সহিংসতা, ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এতে ১৬ জন নারী ও শিশু সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এসব ঘটনায় প্রাথমিকভাবে কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হলেও আইনগত ত্রুটি এবং পুলিশ প্রশাসনের দুর্বল ভূমিকার কারণে এইযাবতকালে সংঘটিত নারীর উপর সহিংসতার ঘটনার সাথে জড়িত কোন ব্যক্তি শাস্তি পায়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামে চলমান বিচারহীনতার সংস্কৃতির দরুন জুম্ম নারী ও কন্যাশিশুর উপর যৌন সহিংসতার ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে। এছাড়া ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত এই ৬ মাসে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে যৌন সহিংসতা, ধর্ষণ ও ধর্ষণের পর খুনের ঘটনা ঘটেছে ৯টি। এটি পাহাড়ে চলমান আদিবাসী নারী ও শিশুর উপর সহিংসতার একটি বাস্তব চিত্র।

অন্যদিকে সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাড়া জাগানো ঘটনা মাগুরার ৮ বছরের কিশোরী আছিয়া ধর্ষণ ও ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনায় হিঠু শেখের ফাঁসিতে মৃত্যুদন্ড। এ ঘটনায় গোটা দেশের সর্বস্তরের জনমানুষ প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। ফলে পুলিশ ঐ ঘটনায় জড়িত ৪ আসামীকে তৎক্ষণাৎ গ্রেফতার করে। ৮ মার্চ ২০২৫ আছিয়ার মা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে ধর্ষণ এবং হত্যা চেষ্টার অভিযোগে মামলা করলে অভিযুক্তদের আটক করা হয় এবং মাত্র ৩৭ দিনের মাথায় এপ্রিলের ১৩ তারিখ এই ধর্ষণ মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা মাগুরার চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে চার আসামির নামে অভিযোগপত্র জমা দেয়। ১৭ এপ্রিল মামলাটি চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত থেকে ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তর করা হয় ও ২০ এপ্রিল ট্রাইব্যুনাল অভিযোগপত্র গ্রহণ করেন। মাত্র ১৪ কার্যদিবসে এই মামলার রায় ঘোষণা করে আদালত। মোটামুটিভাবে ৭৩ দিনের মধ্যে শিশু আছিয়া ধর্ষণ ও হত্যাকান্ডের রায় হয়। (তথ্যসুত্র: খবরের কাগজ)।

নিঃসন্দেহে এই রায় বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান নারী ও শিশুর উপর সহিংসতার বিপরীতে একটি আশাব্যঞ্জক ও ইতিবাচক দৃষ্টান্ত। এই প্রেক্ষিতে আমরা যদি পার্বত্য চট্টগ্রামে সাম্প্রতিক সময়ে চিংমা খিয়াং ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনার পর্যালোচনা করে দেখি তাহলে দেখব এই ঘটনার তদন্তের গতি অত্যন্ত ধীর এবং ধর্ষণের পর হত্যার পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট এখনও হস্তান্তর করা হয়নি। জানা যায় মৃত্যুর একদিন পূর্বেও চিংমা খিয়াং তার পরিবারের লোকজনের কাছে আশংকা প্রকাশ করেছিলেন। তাছাড়া ঘটনার আগের দিন এবং ঘটনার দিন বেশ কয়েকজন বাঙালি শ্রমিক (যারা সীমান্ত সড়ক নির্মানে জড়িত) ঐ এলাকায় ঘুরতে দেখা গিয়েছিল বলে জানান স্থানীয়রা। অবশ্য এতে প্রমাণ হয় না যে, এই ঘটনাটি তারাই করেছে। কিন্তু একটি অপরাধমূলক ঘটনার আলামতের ভিত্তিতে বাদীপক্ষের মামলা করার যে স্বাভাবিক বিচারিক প্রক্রিয়া চলে, চিংমা খিয়াং ধর্ষণ ও ধর্ষণের পর হত্যাকান্ডে তা হয়নি। যেমন এ ঘটনার প্রায় দেড় মাস অতিক্রান্ত হলেও মামলাও করা যায়নি সুরতহাল রিপোর্ট না পাওয়ার কারণে।

উল্লেখ্য যে, গত ১০ মার্চ ২০২৫ বান্দরবান জেলায় মো: জামাল হোসেন নামে এক বহিরাগত শ্রমিক কর্তৃক আদিবাসী খিয়াং সম্প্রদায়ের মানসিক প্রতিবন্ধী এক কিশোরীকে ধর্ষণের ঘটনার ক্ষেত্রে, বান্দরবান সেনা জোনের ৫ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধীন খামতাং পাড়া সেনা ক্যাম্পের কমান্ডার মেজর সারোয়ার

এর নেতৃত্বে সেনাবাহিনী ভুক্তভোগীর পরিবারকে থানায় মামলা দায়ের করার পরিবর্তে একটি সামাজিক আপোষে পৌঁছার জন্য চাপ প্রয়োগ করে। মেজর সারোয়ারের নির্দেশে আদিবাসী মুরুব্বিরা ধর্ষণকারী মো: জামাল হোসেনকে মাত্র ২ লক্ষ টাকা জরিমানা দেওয়ার সিদ্ধান্ত দেয়। মেজর সারোয়ারকে যখন এই রায়ের বিষয়ে অবহিত করা হয়, মেজর সারোয়ার তখন উক্ত জরিমানা কমিয়ে দিতে মুরুব্বিদের উপর চাপ সৃষ্টি করে। এরপর গ্রামের মুরুব্বিরা জরিমানা কমিয়ে ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা নির্ধারণ করে। ঐ সিদ্ধান্ত শোনার পর, সেটা গ্রহণ করতেও মেজর সারোয়ার রাজি ছিলেন না। পরে মেজর সারোয়ারের চাপে গ্রামের মুরুব্বিরা মাত্র ৪০ হাজার টাকার জরিমানা দেওয়ার রায় দিতে বাধ্য হন। এরপরও সেই টাকা বকেয়া রাখা হয় এবং ভুক্তভোগীর পরিবারকে নগদ টাকা দেওয়া হয়নি।

এছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘটিত এই ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলি গণমাধ্যমের নীরব ভূমিকার কারণে বাংলাদেশের অপর প্রান্তে তেমন একটা সাড়া ফেলতে পারে না। কোন ঘটনা গণমাধ্যমে প্রকাশ হলেও উক্ত ঘটনায় সেনাবাহিনী প্রভাব অত্যন্ত সচতুরভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়। প্রত্যন্ত অঞ্চলে জুম্ম নারীর উপর যৌন সহিংসতার অনেক ঘটনা রয়েছে যেগুলোতে অভিযুক্তকে সেটেলারকে ধরে সেনাবাহিনীর হাতে সোপর্দ করার পর সেনাবাহিনীর কোন বিচার না করে অভিযুক্তকে ছেড়ে দিয়েছে, যে ঘটনাগুলো জাতীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয় না বললেই চলে। অথচ ইতিহাস সাক্ষী যে কোন ধরনের অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদে দেশব্যাপী জনমত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকা যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা আমরা আছিয়া ধর্ষণ ও হত্যা মামলায় দেখতে পাই এবং এক্ষেত্রে পরিপূরক হিসেবে কাজ করে রাষ্ট্রের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সদিচ্ছা।

তাহলে প্রশ্ন আসে পার্বত্য চট্টগ্রামে এই যাবতকালে সংঘটিত নারীর উপর সহিংসতার ঘটনাগুলির কোন বিচার হয় না কেন? কল্পনা চাকমা, তুমা চিং মারমা, চিংমা খিয়াং, সুজাতারা কেন বিচার পায় না? কেন পাহাড়ের হাজার হাজার একর ভূমি বেদখল হয়? কেন পাহাড়ে আজও ভূমি বিরোধকে কেন্দ্র করে সংঘাত চলে? কেন পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন হয় না? কেন পাহাড়ে আজও ভূমি সমস্যা সমাধান করা হয়না? এইসব প্রশ্নের উত্তর আজও নেই।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা একটি রাজনৈতিক ও জাতীয় সমস্যা। এই রাজনৈতিক সমস্যাকে রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির অনেক ধারা বাস্তবায়নের উপর জুম্ম নারী ও শিশুর নিরাপত্তা ও অধিকার নিহিত হয়েছে। বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের ট্রাইবাল অধ্যুষিত এলাকার মর্যাদা সংরক্ষণ করা; সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা ও পুলিশ বিষয়টি তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদের নিকট ন্যস্ত করা; 'অপারেশন উত্তরণ'সহ সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহারপূর্বক পার্বত্য চট্টগ্রামকে বেসামরিকীকরণ করা; পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল চাকরিতে পাহাড়িদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগ করা; সার্কেল চীফ কর্তৃক তিন পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদান করা; সেটেলার বাঙালিদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনক পুনর্বাসন করা ইত্যাদি বিষয়গুলো বাস্তবায়নের উপর জুম্ম নারী ও শিশুর নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার নির্ভর করে।

আজ চুক্তির প্রায় ২৮ বছরেও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বাস্তবায়ন বহু দূরে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের পরিবর্তে একের পর এক সরকার ব্যাপক সামরিকায়ণ করে ফ্যাসীবাদী কায়দায় দমন-পীড়নের মাধ্যমে পার্বত্য সমস্যা সমাধানের নীতি গ্রহণ করে চলেছে। বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মাধ্যমে ড. মোহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত অন্তর্বর্তী সরকারও তার ব্যতিক্রম নয়। আর এই দমন-পীড়ন ও সেনা নিপীড়ন-নির্যাতনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সহজ টার্গেট হচ্ছে নারী সমাজ। ফলে আজ আদিবাসী জুম্ম নারীর নিরাপত্তা ও অধিকার সবচেয়ে নাজুক অবস্থায় রয়েছে। জুম্ম নারীর উপর সহিংসতাকে জুম্ম জনগণকে জাতিগতভাবে নির্মূলীকরণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত করছে দেশের শাসকগোষ্ঠী।

সেখানকার আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মৌলিক অধিকার রক্ষায় রাষ্ট্র ব্যর্থ এবং উপরন্তু ভাগ কর শাসন কর নীতির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনীতিকে বহুধা বিভক্ত করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত করে শোষণের যাঁতাকলে জুম্ম জনগণকে পিষ্ট করে চলেছে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র। এমতাবস্থায় রাজনৈতিক, সামাজিক, এবং সাংস্কৃতিভাবে জুম্ম জনগণকে দেউলিয়া করার অপচেষ্টায় রত রাষ্ট্রীয় নীতির বিরুদ্ধে জুম্ম জনগণের ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়ানোই আমাদের হওয়া উচিত একমাত্র দৃপ্ত শপথ।

তারিখ: ১ জুলাই ২০২৫
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার পরিস্থিতির উপর অর্ধ-বার্ষিক (জানুয়ারি-জুন ২০২৫) প্রতিবেদন

ড. মোহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার ১১ মাসেও পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক পরিস্থিতির মৌলিক কোনো পরিবর্তন বা অগ্রগতি সাধিত হয়নি। জুম্মদের উপর বিদ্যমান মানবাধিকার লংঘন, নিপীড়ন ও বঞ্চনা অবসান করার যেমন কোনো উদ্যোগ নেই, তেমনি এসব অন্যায়-অবিচার অবসান এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও কার্যকর ও আশাব্যঞ্জক কোনো উদ্যোগ নেই।

দীর্ঘ ২৭ বছরেও পার্বত্য চুক্তির কোনো মৌলিক বিষয়সহ চুক্তির দুই-তৃতীয়াংশ ধারা বাস্তবায়ন করা হয়নি। বর্তমান সরকারও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ পুনর্গঠন, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান নিয়োগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটি পুনর্গঠন করলেও বাস্তবে চুক্তির অবাস্তবায়িত ধারাসমূহ বাস্তবায়নে সরকারের তরফে আন্তরিক কোনো উদ্যোগ দৃশ্যমান নয়। গত ১২ জানুয়ারি ২০২৫ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটি পুনর্গঠনের পর প্রায় ছয় মাস অতিক্রান্ত হলেও উক্ত কমিটির কোন বৈঠক এখনো অনুষ্ঠিত হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতি দিন দিন অবনতির দিকে ধাবিত হচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের পরিবর্তে পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপক সামরিকায়ণের মাধ্যমে ফ্যাসীবাদী কায়দায় পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানের নীতি অব্যাহত রয়েছে। ফলে অন্তর্বর্তী সরকারের আমলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়টি সেনাবাহিনীর হাতে ন্যস্ত রয়েছে। 'অপারেশন উত্তরণ'-এর বদৌলতে সেনাবাহিনী সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, বিচারকার্য, উন্নয়ন কার্যক্রমসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল বিষয়াদি নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকেও নানাভাবে বাধাগ্রস্ত করে চলেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া বানচাল, সর্বোপরি জুম্মদের জাতিগতভাবে নির্মূলীকরণের উদ্দেশ্যে শাসকগোষ্ঠী রাষ্ট্রযন্ত্র থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় বাহিনী, মুসলিম বাঙালি সেটেলার, সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রুপ, ভূমিদস্যু বহিরাগত বিভিন্ন কোম্পানী ও প্রভাবশালী ব্যক্তি, ডেভেলাপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং, ডেমোগ্রাফিক ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি সকল পথ ও অপশক্তিকে ব্যবহার করে চলেছে।

২০২৫ সালের জানুয়ারি হতে জুন মাস পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত নিরাপত্তা বাহিনী ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, সেনা-মদদপুষ্ট সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রুপ, সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী গোষ্ঠী, মুসলিম বাঙালি সেটেলার ও ভূমিদস্যুদের দ্বারা ১০৩টি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবং এসব ঘটনায় ৩১৫ জন জুম্ম মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়েছে। এতে ৪৯ জনকে গ্রেফতার এবং ৩০ জন ম্রো শিশু ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তর করা হয়েছে। এছাড়া বহিরাগত কোম্পানি, প্রভাবশালী ব্যক্তি ও সেটেলার কর্তৃক কমপক্ষে ৩০০ একর ভূমি বেদখল করা হয়েছে।

প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর নিপীড়ন-নির্যাতন

পূর্বের ন্যায় সেনাশাসন 'অপারেশন উত্তরণ' বলবৎ এবং সেনা কর্তৃত্ব জোরদার থাকায় এখনো সেনাবাহিনী কর্তৃক এলাকায় এলাকায় সেনা অভিযান, জুম্মদের বাড়িতে তল্লাশি, বিচার-বহির্ভূত হত্যা, ধরপাকড়, মারধর, আটক, মিথ্যা মামলা দিয়ে জেলে প্রেরণ, অপপ্রচার, হয়রানি, ভয়ভীতি প্রদর্শন, নির্যাতন, ভূমি বেদখল, জুম্ম গ্রামবাসীদের উচ্ছেদ ইত্যাদি দমন ও নিপীড়নমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

২০২৫ সালের জানুয়ারি হতে জুন মাস পর্যন্ত সংঘটিত ১০৩টি ঘটনার মধ্যে নিরাপত্তা বাহিনী ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক ৪৮টি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবং এতে কমপক্ষে ১২৫ জন লোক মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়েছে এবং ৩৪টি গ্রামে টহল অভিযান চালানো হয়। তার মধ্যে ১৯ জনকে সাময়িক আটকসহ গ্রেফতার করা হয়েছে ৪৯ জনকে, মিথ্যা মামলার শিকার হয়েছে ৯ জন।

এপ্রিল (২০২৫) মাসে রাঙ্গামাটি জেলার বিলাইছড়ি উপজেলার বড়থলি ইউনিয়নের রেইংক্ষ্যং অঞ্চলে বান্দরবানের রুমা গ্যারিসন থেকে ৩৪ বীর জোন কমান্ডার লে: কর্ণেল মো: আলমের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী ব্যাপক অভিযান চালায়। এই অভিযানে কমপক্ষে ২০০ জন সেনা সদস্য অংশগ্রহণ করেছে।

এর আগে গত ফেব্রুয়ারিতেও রেইংক্ষ্যংয়ে এ ধরনের ব্যাপক অভিযান চালায় সেনাবাহিনী। এপ্রিল মাসে মেজর ফয়সাল (পিএসসি), ক্যাপ্টেন সাইফ ও ক্যাপ্টেন ইরাম এর নেতৃত্বে বনযোগীছড়া সেনা জোন কর্তৃক জুরাছড়িতেও ব্যাপক অভিযান চালায়।

গত ১৯ মে ও ২০ মে ২০২৫ থেকে সেনাবাহিনীর কয়েকটি দল যৌথভাবে বান্দরবান পার্বত্য জেলার বান্দরবান সদর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক সেনা অভিযান চালায়। এই সেনা অভিযানে সেনাবাহিনী কর্তৃক অন্তত ৯ জন জুম্ম বেধড়ক মারধরের শিকার এবং গ্রামবাসীদের দেশান্তরিত করার হুমকি, গালিগালাজ ও বাড়িতে তল্লাশি চালানোর অভিযোগ পাওয়া যায়।

গত ২০ জুন ২০২৫ আলিকদম সেনা জোনের উপ-অধিনায়ক মেজর মোঃ মঞ্জুর মোর্শেদ, পিএসসি এর নেতৃত্বে আলিকদম সেনা জোনের একদল সেনা কর্তৃক বান্দরবান সদরের টংকাবতী ইউনিয়নসহ লামা ও আলিকদম থেকে মোট ৯ নিরীহ জুম্মকে আটক করে এবং ১২ জন গ্রামবাসীকে হয়রানি করে। আটককৃত ৯ জনকে অস্ত্র গুঁজে দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও সাজানো মামলা দায়ের করে জেলে পাঠানো হয়।

গত ৩ এপ্রিল ২০২৫ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার জুরাছড়ি উপজেলায় পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি)-এর জুরাছড়ি থানা শাখার পূর্বনির্ধারিত ২২তম বার্ষিক সম্মেলন ও কাউন্সিলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক পন্ড করে দেওয়া হয়। একই সাথে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ-সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য ঊষাতন তালুকদারসহ সফর টিমকে ভিজা কিচিং আর্মি ক্যাম্পে আটকে রেখে সম্মেলনে যোগদান করতে বাধা প্রদান ও হয়রানি করা হয় এবং পিসিপির জুরাছড়ি থানা শাখার ৪ নেতাকর্মীকে আটক ও অন্তত ৬ গ্রামবাসীকে মারধর করা হয়। এছাড়া এলাকায় সেনাবাহিনী কর্তৃক ব্যাপক চেকপোস্ট বসিয়ে ছাত্র-জনতাকে অনুষ্ঠানস্থলে আসতে বাধা প্রদান করা হয়।

গত ১৫ মে ২০২৫ চট্টগ্রামের কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক লালত্লেং কিম বম (৩০) নামে এক বম হাজতি চিকিৎসার অভাবে মৃত্যুবরণ করেন এবং সংময় বম (৫৫) নামে আরও এক বম গুরুতর অসুস্থ হলে জামিন পাওয়ার একদিন পর ১ জুন ২০২৫ মারা যান। তাদেরকে গ্রেফতারের পর থেকে বিনা বিচারে দীর্ঘ এক বছর আটকে রাখা হয় এবং তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ার পরও যথাযথ চিকিৎসা দেওয়া হয়নি।

সেনা-মদদপুষ্ট সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর তৎপরতা

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য সেনাবাহিনী জুম্মদের মধ্য হতে সুবিধাবাদী, দালাল ও উচ্ছৃঙ্খল কিছু লোককে নিয়ে একের পর এক সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রুপ সৃষ্টি করে চলেছে। এসব সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রুপের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ইউপিডিএফ (প্রসিত), মগপার্টি, বমপার্টি খ্যাত কেএনএফ ইত্যাদি। অন্তর্বর্তী সরকারের শাসনামলেও জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমর্থকসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে আন্দোলনরত সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী উক্ত সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রুপদের লেলিয়ে দিয়ে চলেছে। বিশেষ করে সাম্প্রতিক সময়ে ইউপিডিএফ কর্তৃক জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমর্থকদের বানোয়াট অপপ্রচার, হত্যা, অপহরণ বাণিজ্য ইত্যাদি বৃদ্ধি পেয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ (প্রসিত) গ্রুপ রাজনৈতিক ও সাংগঠনিকভাবে এক প্রকার দেউলিয়া হলেও সাম্প্রতিককালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী অপহরণ ও মুক্তিপণ আদায়, জোরপূর্বক চাঁদা আদায়, চুক্তির পক্ষের নিরীহ লোকজনকে হত্যা, সাধারণ গ্রামবাসীকে মারধর, হয়রানি সহ নানা সন্ত্রাসী কার্যক্রম জোরদার করেছে এবং বিশেষ করে দেশে-বিদেশে চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ও জনসংহতি সমিতির নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা সহ মিথ্যা ও সাজানো তথ্য পরিবেশন করে নানা অপপ্রচার ও ষড়যন্ত্রের নোংরা খেলায় মেতে উঠেছে।

ইদানীং জনসংহতি সমিতির সিনিয়র সদস্যদের মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত করে ইউপিডিএফ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এবং হলুদ সাংবাদিকদের দিয়ে বিভিন্ন দৈনিকে অপপ্রচার চালিয়ে আসছে। মাদক যেহেতু একটি স্পর্শকাতর বিষয়, তাই সস্তায় সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের হীনউদ্দেশ্যে এভাবে মাদক ব্যবসার সাথে জনসংহতি সমিতিকে জড়িত করে ইউপিডিএফ বানোয়াট তথ্য প্রচার করে আসছে।

ইউপিডিএফের অপহরণ বাণিজ্যের মধ্যে সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর ঘটনা হচ্ছে গত ১৬ এপ্রিল ২০২৫ খাগড়াছড়ির গিরিফুল এলাকা থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ শিক্ষার্থীকে অপহরণ। এই অপহরণের ঘটনার বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিবাদের ঝড় উঠে। অপহরণের পর ইউপিডিএফ অপহৃত শিক্ষার্থীদের এক সপ্তাহ ধরে আটকে রাখে। তাদেরকে শারীরিক ও মানসিক হয়রানি ও হুমকি প্রদান করে। পরে মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে ইউপিডিএফ অপহৃতদের মুক্তি দেয়। এছাড়া ১৪ ডিসেম্বর ২০২৪ পানছড়ি উপজেলার লোগাং ইউনিয়নের হাতিমারা গ্রামে একটি বিয়ে অনুষ্ঠানে ইউপিডিএফ হঠাৎ হানা দিয়ে ৩ নিরীহ জুম্মকে অপহরণ, ৬-৭ ব্যক্তিকে বেদম মারধর এবং ৫০-৬০ জনের মোবাইল ফোন ছিনতাই করে। গত ৮ জানুয়ারি ২০২৫ ইউপিডিএফ পানছড়ির ধুদুকছড়া থেকে নয়নজ্যোতি চাকমা ও সাগর চাকমা অপহরণ করে। তাদেরকে মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে মুক্তি প্রদান করা হয়।

ইউপিডিএফের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের এলোপাতাড়ি গুলিতে পানছড়িতে রূপসী চাকমা (২৬) নামে এক নারী নিহত হন এবং বাঘাইছড়ির বঙলতলীতে একজন শিশু আহত হয়। এছাড়া ১২ মার্চ ২০২৫ সুবলঙে ইউপিডিএফ (প্রসিত) সন্ত্রাসীদের গুলিতে কমল বিকাশ চাকমা (৪৯) নামে পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা জনসংহতি সমিতির এক সদস্য নিহত এবং অপর একজন গ্রামবাসী আহত হন। গত ৫ এপিল ২০২৫ পানছড়িতে ইউপিডিএফ কর্তৃক ইউপিডিএফ থেকে ঝরে পড়া নিষ্ক্রিয় এক কর্মীকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

২০২৫ সালের জানুয়ারি হতে জুন মাস পর্যন্ত ১০৩টি ঘটনার মধ্যে সেনা-সৃষ্ট সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রুপ কর্তৃক ১৯টি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবং এতে ৩ জনকে হত্যাসহ ৯৫ জন ব্যক্তি ও ৫টি গ্রামের অধিবাসীদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়েছে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার মধ্যে অপহরণ, মুক্তিপণ আদায়, মারধর, হত্যা, গুলিতে আহত, তল্লাশি, হত্যার হুমকি, টাকা ও মোবাইল ছিনতাই, চাঁদা দাবি ইত্যাদি ঘটনার ছিল।

ভূমি বেদখল ও উচ্ছেদ এবং সাম্প্রদায়িক হামলা

বান্দরবান জেলার লামা, আলিকদম, নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান সদর সহ বিভিন্ন এলাকায় বহিরাগত বিভিন্ন কোম্পানি, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তির উদ্যোগে রাবার বাগান, হর্টিকালচার, পর্যটন কেন্দ্র ব্যবসার নামে চলছে জুম্মদের শ্মশান, বৌদ্ধ বিহার, জুম ভূমি সহ বসতভূমি বেদখল, উচ্ছেদ, মিথ্যা মামলা দায়ের, হামলা।

২০২৫ সালের জানুয়ারি হতে জুন মাস পর্যন্ত ১০৩টি ঘটনার মধ্যে মুসলিমবাঙালি সেটেলার ও ভূমিদস্যু কর্তৃক ২১টি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবং এতে ৩০ জন ম্রো শিশু ধর্মান্তরসহ ৭৯ জন জুম্ম মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়েছে এবং কমপক্ষে ৩০০ একর ভূমি বেদখল করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক পরিষদকে উস্কে দিয়ে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও হুমকির ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এসব ঘটনার মধ্যে ঢাকায় আদিবাসী ছাত্র-জনতার উপর বর্বরোচিত সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা অন্যতম।

গত ১৬ জানুয়ারি ২০২৫ ঢাকায় প্রকাশ্যে 'স্টুডেন্টস ফর সভারেন্টি'র ব্যানারে মুসলিম বাঙালি সেটেলার ও মৌলবাদী গোষ্ঠী কর্তৃক 'সংক্ষুব্ধ আদিবাসী ছাত্র-জনতা'র উপর নৃশংস ও বর্বরোচিত হামলা চালানো হয়। এ হামলায় কমপক্ষে ১৮ জন আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রী ও যুবক গুরুতরভাবে আহত হন। পূর্বের সাম্প্রদায়িক হামলাগুলোর মতো উক্ত সাম্প্রদায়িক হামলাগুলোতে জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হলেও পরে তিনজনকে জামিনে মুক্তি দেয়া হয়। উক্ত ঘটনার যথাযথ বিচার এখনো নিশ্চিত করা হয়নি।

বান্দরবানের লামা উপজেলার মিরিঞ্জা এলাকায় সরকারিভাবে 'আর' হোল্ডিং-এর মাধ্যমে বাগান সৃজনের নামে বরাদ্দকৃত লীজের জমির (পাহাড়ের) উপর গড়ে তোলা হয়েছে বিপুল সংখ্যক কটেজ ও রেস্তোঁরা। এইসব অনেকেই নামে-বেনামে ভূয়া কাগজপত্র দেখিয়ে জমি জবরদখলের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

বান্দরবানের আলিকদমে মারাইংতং পাহাড়ের চূড়ায় অবৈধভাবে জুম ভূমি ও মৌজা ভূমি দখল করে ঢাকার বহিরাগত লোকজন দিয়ে মারাইংতং জেদী পাহাড়ের চূড়ায় চৈক্ষ্যং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জয়নাল আবেদীন ৩০% মালিকানা ও আলিকদম উপজেলার বহিরাগত ব্যক্তি কণ্ঠশিল্পী তাসিফ খান ও মো: মাসুম, মো: সাখাওয়াত হোসেনসহ বিশাল সিন্ডিকেট ৭০% মালিকানা নিয়ে মারাইংতং পাহাড়ে মেঘচূড়া হিল রিট্রিট নামে কটেজ ও রিসোর্ট গড়ে তোলা হয়েছে।

এছাড়া বান্দরবানের আলিকদম ও লামা উপজেলা সীমান্তবর্তী সাঙ্গু মৌজায় মারাইংতং জাদী এলাকায় বৌদ্ধ বিহারের জমি দখল করে বহিরাগত লোকজন কর্তৃক কটেজ নির্মাণ করা হয়েছে। অন্যদিকে আলিকদমে থানচি সড়কের ১৩/১৪ কিলো এলাকার লিপ ঝিরির আশেপাশে তৈনফা মৌজার লাংড়ি কার্বারী পাড়া ও তলু কার্বারী পাড়ায় মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে ঢাকার বাসিন্দা রাশেদ মোর্শেদ কর্তৃক পাহাড়ের জমি দখল করা হয়েছে।

অনুপ্রবেশ ও ধর্মান্তরকরণ

রোহিঙ্গা শরণার্থীর অনুপ্রবেশ এবং দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে শিক্ষা ও চিকিৎসার প্রলোভন দেখিয়ে অনৈতিকভাবে জুম্ম শিশুদের ধর্মান্তরকরণ চলছে। বান্দরবান সদরসহ বান্দরবান জেলার বিভিন্ন এলাকায় নানাভাবে মিয়ানমারের নাগরিক রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশ ঘটছে। গত ৪ মার্চ ২০২৫ বান্দরবানে আলিকদম বাস টার্মিনাল এলাকায় মাতামুহুরী পরিবহনের একটি বাসে অভিযান চালিয়ে নারী ও শিশুসহ ২০ রোহিঙ্গাকে আটক করা হয়েছে। অন্যদিকে গত ২১ মে ২০২৫ সকালের দিকে বান্দরবান সদর উপজেলার বালাঘাটা এলাকায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ৮ রোহিঙ্গা নাগরিককে আটক করা হয়েছে।

বান্দরবান জেলার আলিকদম উপজেলার ৪নং কুরুকপাতা ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ড এলাকায় পৌয়ামুহুরীর সীমান্ত ঘেষা ম্রো

ও ত্রিপুরা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর লোকদের শিক্ষা ও চিকিৎসার প্রলোভন দেখিয়ে ইসলামীকরণ চলছে। গত ১৯ জানুয়ারি ২০২৫ নবপ্রতিষ্ঠিত পৌয়ামুহুরীতে সপ্তশীষ মডেল একাডেমি মসজিদ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার নামে কোমল শিশু শিক্ষার্থীদেরকে ইসলামী কোরআন শিক্ষা দেওয়া হয়। সম্প্রতি কক্সবাজারের ঈদগাঁও এলাকার ইক্বরা তাহসীনুল কুরআন মাদ্রাসায় ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত ৩০ ম্রো শিশুর সন্ধান পাওয়া গেছে। দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে শিক্ষার কথা বলে মৌলবাদী ও ধর্মব্যবসায়ী একটি চক্র বান্দরবানের আলিকদম, থানচি, লামাসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে নিয়ে গিয়ে এসব ম্রো শিশুদের ধর্মান্তরিত করে প্রায় গৃহবন্দী অবস্থায় রাখা হয়েছে।

নারীর উপর সহিংসতা

২০২৫ সালের ছয় মাসে (জানুয়ারি-জুন) সেটেলার বাঙালি, বহিরাগত বাঙালি শ্রমিক ও ব্যক্তি কর্তৃক জুম্ম নারী ও শিশু ধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যা, ধর্ষণের চেষ্টা, উত্যক্তকরণ, প্রতারণা আরও বেশি জোরদার হয়েছে। ২০২৫ সালের জানুয়ারি হতে জুন মাস পর্যন্ত ১০৩টি ঘটনার মধ্যে রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় পক্ষ কর্তৃক জুম্ম নারী ও শিশুর উপর ১৫টি সহিংস ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবং এতে ১৬ জন নারী মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়েছে।

গত ২০ জুন ২০২৫ আলিকদম সেনা জোনের উপ-অধিনায়ক মেজর মো: মঞ্জুর মোর্শেদ, পিএসসি এর নেতৃত্বে সেনাবাহিনী কর্তৃক বান্দরবান সদর উপজেলার টংকাবতী ইউনিয়নে মুক্তাজন ত্রিপুরা পাড়া গ্রামে পরিচালিত এক সেনা অভিযানে ২ জুম্ম নারী যৌন নিপীড়ন এবং ৩ জন নারী নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। সেনা সদস্যরা জোরপূর্বক প্রথমোক্ত ২ নারীর স্তনসহ শরীরের বিভিন্ন অংশে হাত দেয়। অপরদিকে আরও তিন গর্ভবতী নারীকে বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে রেখে দীর্ঘ সময় ধরে বৃষ্টিতে ভিজতে বাধ্য করে।

গত ১০ মার্চ ২০২৫ বান্দরবান জেলাধীন রোয়াংছড়ির খামতাং পাড়ার পার্শ্ববর্তী এলাকায় মো: জামাল হোসেন (৩২) নামে বহিরাগত এক শ্রমিক কর্তৃক আদিবাসী খিয়াং সম্প্রদায়ের এক বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী কিশোরীকে (১৬) ধর্ষণের ঘটনার পর বান্দরবান সেনা জোনের ৫ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধীন খামতাং পাড়া সেনা ক্যাম্পের কমান্ডার মেজর সারোয়ার ভুক্তভোগী কিশোরীর পরিবারকে সামাজিকভাবে সমঝোতা করতে এবং থানায় মামলা দায়ের না করতে চাপ সৃষ্টি করে। ফলে অভিযুক্ত মো: জামাল হোসেন দায়মুক্তি পেয়ে থাকে।

নারীর উপর সহিংসতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে নৃশংস ও বর্বরোচিত ঘটনা হচ্ছে একজন খিয়াং গৃহবধুকের ধর্ষণের পর হত্যা করা। গত ৫ মে ২০২৫ বিকেলের দিকে বান্দরবান জেলাধীন থানচি উপজেলার তিন্দু ইউনিয়নে ৮নং ওয়ার্ড এলাকায় চিংমা খিয়াং (২৯) নামে এই আদিবাসী খিয়াং নারী বাঙালি শ্রমিক কর্তৃক গণধর্ষণের পর হত্যার শিকার হন। উক্ত ঘটনায় তদন্ত করা তো দূর অস্ত, হত্যার সুরতহাল রিপোর্টও এখনো পর্যন্ত ভুক্তভোগী স্বামীকে প্রদান করা হয়নি। এভাবেই পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্ম নারী ও শিশুদের উপর চলমান সহিংস ঘটনাবলীর ন্যায় বিচার পাওয়া যায়নি এবং ঘটনার সাথে জড়িতদেরকে রাষ্ট্রযন্ত্রের উদ্যোগে দায়মুক্তি দেয়া হচ্ছে। ফলে জুম্ম নারীর উপর যৌন সহিংসতা দিন দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

> ‘...সবচেয়ে দুঃখজনক কথা হচ্ছে এই যে, আমাদের মা-বোনদের কথা এখানে নাই। নারীর যে অধিকার সেটা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত। নারীকে যদি অধিকার দিতে হয়, তাহলে পুরুষ যে অধিকার ভোগ করে, সে অধিকার নারীকেও দিতে হবে।’
>
> – ***মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা***, *(২৫ অক্টোবর ১৯৭২ সংবিধান বিলের উপর আলোচনা)*

বিশেষ প্রতিবেদন

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন-এর ভূমিকা ও কার্যক্রম

বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করার জন্য সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও মানবাধিকার কর্মীদের উদ্যোগে গত ২০ নভেম্বর ২০২২ একটি মতবিনিময় সভার মাধ্যমে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন' নামে একটি প্লাটফর্ম গঠিত হয়। এই আন্দোলনে দুইজন সমন্বয়কারীকে কর্মসূচি পরিচালনা করার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তারা 'নাগরিক উদ্যোগ'এর সমন্বয়কারী জাকির হোসেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. খায়রুল ইসলাম চৌধুরী। বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে নিয়মিত সাধারণ সভা আয়োজন করা হয় এবং সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। আন্দোলনের সাথে যুক্ত সংগঠন, শুভাকাঙ্খী ও সুহৃদদের সহায়তায় সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা হয়।

উদ্দেশ্য:

উপরোক্ত বাস্তবতার আলোকে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব অনুভব করে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন কার্যক্রম পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে:

১. ১৯৯৭ সালে সম্পাদিত চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য সারাদেশের মানুষকে সচেতন করে তোলা এবং এই আন্দোলনে সম্পৃক্ত করা;

২. পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘটিত মানবাধিকার ও নাগরিক অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করা; এবং

৩. সমতলের আদিবাসীদের মানবাধিকার ও ভূমি বিরোধ সমাধানের জন্য ভূমি কমিশন গঠনের জন্য জনমত সৃষ্টি করা।

দাবিসমূহ:

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি ও সরকারের বিভিন্ন মহলের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য নিম্নলিখিত সাত (৭) দফা দাবিসমূহ উপস্থাপন করেছে:

১. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সময়সূচি ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে এই চুক্তির দ্রুত ও যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে।

২. পাহাড়ে সামরিক কর্তৃত্ব ও পরোক্ষ সামরিক শাসনের স্থায়ী অবসান করতে হবে।

৩. আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহকে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিকীকরণ ও স্থানীয় শাসন নিশ্চিতকরণে পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক যথাযথ ক্ষমতায়ন করতে হবে।

৪. পার্বত্য ভূমি সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য পার্বত্য ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন'কে কার্যকরের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু ও ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের পুনর্বাসন করে তাঁদের ভূমি অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

৫. দেশের মূলস্রোতধারার অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও স্থায়িত্বশীল উন্নয়নে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।

৬. ইউনিয়ন পরিষদসহ সকল স্তরের স্থানীয় সরকারে সমতলের আদিবাসীদের জন্য বিশেষ আসন সংরক্ষণ ও আদিবাসী জনগণের জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৭. সমতলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক ভূমি কমিশন গঠন করতে হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন ইতোমধ্যেই নিম্নলিখিত কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়ন করেছে-এইসব কর্মসূচি জাতীয় গণমাধ্যমে গুরুত্ব সহকারে প্রচার করেছে:

১. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে সম্মিলিত গণমিছিল, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে শাহবাগ, ২০ ডিসেম্বর ২০২২।

২. পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে চট্টগ্রাম বিভাগীয় সংহতি সমাবেশ, জেলা পরিষদ চত্বর, লালদিঘীর পাড়, ৩১ জানুয়ারি ২০২৩।

৩. পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে রংপুর বিভাগীয় সংহতি সমাবেশ, শহীদ মিনার চত্বর, রংপুর, ২০ মার্চ ২০২৩।

৪. 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে দেশবাসীর 'দায় ও

করণীয়' শীর্ষক মতবিনিময় সভা, জাতীয় প্রেসক্লাব, ৮ এপ্রিল ২০২৩।

৫. পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে ময়মনসিংহ বিভাগীয় সংহতি সমাবেশ, টাউন হল প্রাঙ্গন, ময়মনসিংহ, ৫ জুন ২০২৩।

৬. পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে গণসংগীত, ছাত্র ও যুব সংহতি সমাবেশ, জাতীয় জাদুঘরের সামনে, শাহবাগ, ঢাকা, ২৫ জুলাই ২০২৩।

৭. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে সিলেট বিভাগীয় সমাবেশ ও মিছিল, জেলা পরিষদ মিলানায়তন, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৩।

৮. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে রাজনৈতিক দলসমূহের অঙ্গীকার ও করণীয়' শীর্ষক মতবিনিময় সভা, জাতীয় প্রেসক্লাব, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩।

৯. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলন বেগবান করার জন্য রাজনৈতিক দলসমূহকে প্লাটফর্মের পক্ষ থেকে খোলাচিঠি প্রদান, ০৫ নভেম্বর ২০২৩।

১০. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন-এর ১ম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ঢাকার রিপোর্টার্স ইউনিটিতে সংহতি আলোচনা, ২৩ ডিসেম্বর ২০২৩।

১১. ঢাকার প্রেসক্লাব থেকে দৈনিক বাংলার মোড় পর্যন্ত চুক্তি বাস্তবায়নের সপক্ষে গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ ১৯ মার্চ ২০২৪।

১২. খুলনা বিভাগে চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন স্থানীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃবৃন্দের সাথে চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন ও খুলনা বিভাগে সমাবেশের জন্য প্রস্তুতি সভা, ৬ এপ্রিল ২০২৪।

১৩. পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে খুলনা প্রেসক্লাবে পেশাজীবী, রাজনৈতিক কর্মী, সাংস্কৃতিক সংগঠন, ছাত্র-যুব সংগঠন ও সামাজিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভা, ২৫ মে ২০২৪।

১৪. অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কর্মসূচিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও অগ্রাধিকার তালিকায় রাখার আহ্বান জানিয়ে বিশেষ সংবাদ সম্মেলন, ২৪শে আগস্ট ২০২৪।

১৫. পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক উপদেষ্টা শ্রী সুপ্রদীপ চাকমা মহোদয়ের সাথে সাক্ষাৎ এবং চুক্তি বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তাব হস্তান্তর, ৩ অক্টোবর ২০২৪।

১৬. খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটিতে পাহাড়িদের উপর গুলি বর্ষণ, হত্যা, ঘরবাড়ি, দোকানপাট ও ধর্মীয় উপসনালয়ে হামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সমাবেশ, ২২ শে সেপ্টেম্বর ২০২৪।

১৭. প্রধান উপদেষ্টা বরাবর চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য আবেদন জানিয়ে খোলা চিঠি, ২৫ শে নভেম্বর ২০২৪।

১৮. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২৭ বৎসর উৎযাপন উপলক্ষে ঢাকায় আলোচনা সভা, ২রা ডিসেম্বর ২০২৪।

১৯. চট্টগ্রামে ৩ পার্বত্য জেলার পাহাড়ি নাগরিক সমাজের সাথে দিনব্যাপী মতবিনিময় সভা, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ বুধবার।

২০. বন্দরনগরী চট্টগ্রামে চেরাগী পাহাড় থেকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার পর্যন্ত গণসংযোগ ও প্রচারপত্র বিতরণ, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ বৃহস্পতিবার।

২১. ঢাকায় বাহাদুর শাহ পার্ক থেকে উত্তরা পর্যন্ত দিনব্যাপী গণসংযোগ, প্রচারপত্র বিতরণ ও পথসভা, ১৯ এপ্রিল ২০২৫ শনিবার।

২২. ঢাকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলনের সংশ্লিষ্ট সংগঠনসমূহের কর্মীদের অংশগ্রহণে পল্টনের সিপিবি অফিসে দিনব্যাপী কর্মশালা, ৩১ মে ২০২৫ শনিবার।

সংবাদ প্রবাহ

প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর নিপীড়ন-নির্যাতন

পানছড়িতে জেএসএসের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে উস্কে দিচ্ছে সেনাবাহিনী

মার্চের প্রথম দিকে খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়িতে বিভিন্ন স্থানে সেনাবাহিনী সভা আয়োজন করে জেএসএসের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে উস্কে দেয়ার ষড়যন্ত্র করার খবর পাওয়া যায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কম্যান্ডার মেজর নাহিদ-এর নেতৃত্বে পানছড়ি সেনা ক্যাম্পের সেনারা বিভিন্ন জনের কাছ থেকে সাক্ষাৎকার নিতে থাকে এবং তাদেরকে জেএসএসের বিরুদ্ধে কথা বলতে বাধ্য করে। উক্ত সাক্ষাৎকারে একটি নতুন ক্যাম্প স্থাপনের দাবি করতেও সাধারণ মানুষকে বাধ্য করে সেনাবাহিনী।

একজন জনপ্রতিনিধি জানান, এটা সেনাবাহিনী ও ইউপিডিএফের ষড়যন্ত্র। ইউপিডিএফের পরামর্শে মেজর নাহিদের নেতৃত্বে পানছড়ি ক্যাম্পের সেনারা এই ষড়যন্ত্র শুরু করে।

রোয়াংছড়িতে বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী খিয়াং কিশোরী ধর্ষণ ঘটনায় মামলা না করে সমঝোতা করতে সেনাবাহিনীর চাপ সৃষ্টি

বান্দরবান জেলাধীন রোয়াংছড়ির খামতাং পাড়ার পার্শ্ববর্তী এলাকায় মো: জামাল হোসেন নামে বহিরাগত এক শ্রমিক কর্তৃক আদিবাসী খিয়াং সম্প্রদায়ের এক বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী কিশোরীকে (১৬) ধর্ষণের ঘটনার পর সেনাবাহিনী ভুক্তভোগী কিশোরীর পরিবারকে সামাজিকভাবে সমঝোতা করতে এবং থানায় মামলা দায়ের না করতে চাপ সৃষ্টি করে বলে খবর পাওয়া যায়।

উল্লেখ্য, গত ১০ মার্চ ২০২৫, সোমবার রোয়াংছড়ি উপজেলা সদরের খামতাং পাড়ার পার্শ্ববর্তী এলাকায় উক্ত ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। অভিযুক্ত মো: জামাল হোসেন (৩২) রোয়াংছড়ি-রুমা সড়ক নির্মাণের কাজে নিয়োজিত শ্রমিক বলে জানা গেছে। এরপর গত ১১ মার্চ এলাকাবাসী ও অন্যান্য শ্রমিকরা মিলে ধর্ষক মো: জামালকে আটক করে পুলিশের নিকট সোপর্দ করে।

কিন্তু উক্ত ঘটনার পরপরই স্থানীয় সেনা ক্যাম্পের সেনাবাহিনী ধর্ষকের বিরুদ্ধে মামলা না করে অর্থের বিনিময়ে সামাজিকভাবে সমঝোতা করার জন্য ভুক্তভোগী কিশোরীর পরিবারকে চাপ দেয়।

উক্ত ঘটনার পর বান্দরবান সেনা জোনের ৫ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধীন খামতাং পাড়া সেনা ক্যাম্পের কমান্ডার মেজর সারোয়ার গ্রামের কার্বারি ও ভুক্তভোগী কিশোরীর অভিভাবকদের ক্যাম্পে ডেকে সামাজিক রীতিনীতি ও অর্থদন্ডের মাধ্যমে ধর্ষণের ঘটনাটি নিষ্পত্তি করার এবং মামলা দায়ের না করতে পরামর্শ দেন।

এলাকার মুরুব্বিরা সেনাবাহিনীর মেজর সারোয়ারের পরামর্শ মোতাবেক ধর্ষক মো: জামাল হোসেনকে ২ লক্ষ টাকা অর্থদন্ড ধার্য্য করে মীমাংসার রায় দেন। উক্ত রায়ের কথা মেজর সারোয়ারকে অবহিত করা হলে, মেজর সারোয়ার অর্থদন্ড শিথিল করতে বলেন। মেজর সারোয়ারের কথামত এলাকার মুরুব্বিরা ২ লক্ষ টাকা থেকে কমিয়ে ১ লক্ষ ৬০ হাজার অর্থদন্ড নির্ধারণ করেন। উক্ত সিদ্ধান্তের কথা জানানো হলে, মেজর সারোয়ার সেটাও মানতে নারাজ হন। পরে মেজর সারোয়ারের চাপে এলাকার মুরুব্বিরা মাত্র ৪০ হাজার টাকা নির্ধারণ করে রায় দিতে বাধ্য হন। জানা গেছে, শেষ পর্যন্ত সেই টাকাও নাকি বাকি রাখা হয় এবং ভুক্তভোগী পরিবারকে নগদ দেওয়া হয়নি।

জুরাছড়ি থেকে সেনাবাহিনী কর্তৃক এক জুম্ম আটক, মারধর

গত ১৮ মার্চ ২০২৫, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক রাঙ্গামাটি জেলার জুরাছড়ি উপজেলার বনযোগীছড়া ইউনিয়ন থেকে উজ্জ্বল চাকমা, পীং-রবিচন্দ্র চাকমা নামে এক আদিবাসী জুম্মকে আটক করে মারধর করা হয়। উজ্জ্বল চাকমার বাড়ি জুরাছড়ি সদর ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের থাচি গ্রামে। সারারাত আটক রেখে মারধরের পর পরদিন ১৯ মার্চ উজ্জ্বল চাকমাকে পুলিশের নিকট সোপর্দ করা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ১৮ মার্চ, জুরাছড়ির বনযোগীছড়া সেনা জোনের অধীন যক্ষাবাজার সেনা ক্যাম্পের দায়িত্বরত এক সুবেদার এর নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর একটি টহল দল উপজেলা সদর এলাকা থেকে উজ্জ্বল চাকমাকে আটক করে যক্ষা বাজার ক্যাম্পে নিয়ে যায়। উজ্জ্বল চাকমা এসময় ট্যাক্সি যোগে তার এক আত্মীয়ের বাড়ি বনযোগীছড়া থেকে বাড়িতে ফিরে আসছিলেন।

জুরাছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক দুই জুম্ম গ্রামবাসী আটক

গত ২২ মার্চ ২০২৫, সকাল ৫টায় রাঙ্গামাটি জেলাধীন জুরাছড়ি উপজেলার বনযোগীছড়া সেনা জোনের অধীন শীলছড়ি সেনা ক্যাম্পের কমান্ডার মুসলিম এর নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর একটি দল জুরাছড়ি ইউনিয়নের ঘিলাতুলী পাড়া গ্রাম থেকে দুই জুম্মকে আটক করে।

আটকের শিকার গ্রামবাসীদের নাম ১. নীরব চাকমা (২০), পীং-বায়ন চাকমা, গ্রাম-বহেরাছড়ি, ১নং ওয়ার্ড, বনযোগীছড়া ইউনিয়ন ও ২. ইন্দু চাকমা (২৫), পীং-শিশুমনি চাকমা, গ্রাম-শালবাগান, ৬নং ওয়ার্ড, জুরাছড়ি ইউনিয়ন। পেশায় উভয়ই জুমচাষী ও মজুর বলে জানা যায়।

বিলাইছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক এক নিরীহ জুম্ম গ্রেপ্তার

গত ২৫ মার্চ ২০২৫ রাঙ্গামাটি জেলাধীন বিলাইছড়ি উপজেলার বিলাইছড়ি ইউনিয়নে সেনাবাহিনীর সদস্যরা এক নিরীহ জুম্মকে গ্রেপ্তার করে মিথ্যা মামলা দিয়ে পুলিশের নিকট সোপর্দ করে। ভুক্তভোগী ওই জুম্মর নাম লাম্বা হুলা তঞ্চঙ্গ্যা (৫০), পীং- বিচি তঞ্চঙ্গ্যা, গ্রাম- শুগধন পাড়া, ৩নং ওয়ার্ড, ১নং বিলাইছড়ি ইউনিয়ন।

স্থানীয় সূত্রে খবর পাওয়া যায়, ঐ দিন লাম্বা হুলা তঞ্চঙ্গ্যা বিলাইছড়ি বাজারে নিজ বাগানের কলা বিক্রি করতে যায়। কলা বিক্রি করার পর হাসপাতাল ঘাট এর মানিক চাকমার দোকানে ভাত খেতে বসেন লাম্বা হুলা তঞ্চঙ্গ্যা। সকাল আনুমানিক সকাল ১১ টার দিকে সেনাবাহিনীর একটি দল এসে সেখান থেকেই লাম্বা হুলা তঞ্চঙ্গ্যাকে গ্রেপ্তার করে। এরপর দুপুর প্রায় ১২ টার দিকে লাম্বা হুলা তঞ্চঙ্গ্যাকে বিলাইছড়ি সেনা জোনে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর বিকাল প্রায় ২টার দিকে সেনাবাহিনী লাম্বা হুলা তঞ্চঙ্গ্যাকে বিলাইছড়ি থানা পুলিশের নিকট সোপর্দ করে।

এর পরপরই স্থানীয় জনপ্রতিনিধি সহ জুম্ম নেতৃবৃন্দ বিলাইছড়ি থানায় গিয়ে লাম্বা হুলা তঞ্চঙ্গ্যার মুক্তি দাবি করলেও ছেড়ে দেওয়া হয়নি। পরে লাম্বা হুলা তঞ্চঙ্গ্যাকে মিথ্যা মামলায় জড়িত করে রাঙ্গামাটি জেলখানায় প্রেরণ করা হয় বলে জানা যায়।

রুমায় সেনাবাহিনী কর্তৃক বমদের মতো মারমাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয়ার হুমকি

গত ২৬ মার্চ ২০২৫ বান্দরবান জেলার রুমা উপজেলার রুমা সদরের সাংগ্রাই উদযাপনের জন্য সাংগ্রাই উদযাপন কমিটির সদস্যরা রুমা সেনানিবাসে দেখা করতে গেলে সেসময় বমদের মতো মারমাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিতে হবে বলে রুমা জোনের ৩৬ বীর রেজিমেন্টের টুআইসি মেজর মেহেদি সরকার হুমকি দেন।

টুআইসি মেজর মেহেদি সরকারের অভিযোগ হচ্ছে, মারমা পাড়ায় চাঁদাবাজি হচ্ছে। কিন্তু কেউ আর্মিদের জানাচ্ছে না। তাই বমদের মতো মারমাদের বিরুদ্ধেও দমন-পীড়ন চালাতে হবে। সেসময় রুমার ঠান্ডাঝিড়ি ও পানতলা পাড়ায় পরিবার সংখ্যা তা জিজ্ঞাসা করেন মেজর মেহেদি সরকার।

এরপর ২৭ মার্চ ২০২৫ হঠাৎ সকাল ১১টার দিকে রুমা সেনানিবাস থেকে মেজর মনিরের নেতৃত্বের তিনটা বোটে করে ২৪ জনের একটি সেনাদল রুমা অগ্রবংশ অনাথালয় পরিচালক নাইনদিয়া ভান্তে ও ১নং পাইন্দু ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডের মেম্বার অংসা প্রু মারমাকে নিয়ে রুমার পানতলা পাড়ায় যায়। সেখানে পানতলা পাড়ায় গিয়ে কার্বারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সেনা সদস্যরা চলে যায়।

বমদের মতো মারমাদের বিরুদ্ধেও দমন-পীড়ন চালাতে হবে বলে সেনাবাহিনীর হুমকি দেয়ায় এলাকায় মারমাদের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।

জুরাছড়িতে পিসিপির কাউন্সিলে সেনাবাহিনীর বাধা, আটক, মারধর

গত ৩ এপ্রিল ২০২৫ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার জুরাছড়ি উপজেলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি), জুরাছড়ি থানা শাখার পূর্বনির্ধারিত ২২তম বার্ষিক সম্মেলন ও কাউন্সিলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক বাধা প্রদান করে অনুষ্ঠান পন্ড করে দেওয়া হয়। একই সাথে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ-সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য ঊষাতন তালুকদারসহ সফর টিমকে ভিজা কিচিং আর্মি ক্যাম্পে আটকে রেখে সম্মেলনে যোগদান করতে বাধা প্রদান ও হয়রানি করা হয় এবং পিসিপির জুরাছড়ি থানা শাখার ৪ নেতাকর্মীকে আটক ও অন্তত ৬ গ্রামবাসীকে মারধর করা হয়। এছাড়া এলাকায় সেনাবাহিনী কর্তৃক ব্যাপক

চেকপোস্ট বসিয়ে ছাত্র-জনতাকে অনুষ্ঠানস্থলে আসতে বাধা প্রদান করা হয়।

পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, জুরাছড়ি থানা শাখার ২২তম বার্ষিক সম্মেলন ও কাউন্সিল পূর্ব নির্ধারিত ছিল। জুরাছড়ি সদরে পার্বত্য জেলা পরিষদ বিশ্রামাগারের মিলনায়তনে অনুষ্ঠানটি সফলভাবে সম্পাদন করা ও সহযোগিতা পাওয়ার লক্ষ্যে পিসিপির পক্ষ থেকে গত ২৮ মার্চ '২৫ তারিখে জুরাছড়ি উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর অবগতি পত্র প্রদান করা হয়। পিসিপির প্রতিনিধি টিমকে ইউএনও অফিস থেকে সম্মেলন আয়োজনের অনুমতি দেয়া যাবে না বলে জানানো হয়। সম্মেলনকে বাধাগ্রস্ত করতে গতকাল থেকেই জুরাছড়ি যক্ষ্মা বাজার আর্মিক্যাম্প থেকে জুরাছড়ি সদরে সেনাবাহিনীর টহল অভিযান জোরদার ও জুরাছড়ি সদরে প্রবেশ মুখে অন্তত ৭টি স্থানে অস্থায়ী তল্লাশি চৌকি বসানো হয়। তল্লাশি চৌকিসমূহ হলো– ১. রাস্তা মাথা, ৩নং ওয়ার্ড, ২নং বনযোগীছড়া ইউনিয়ন; ২. বরইতুলি, ৩নং ওয়ার্ড, বনযোগীছড়া ইউনিয়ন; ৩. ধামাই পাড়া, ২নং ওয়ার্ড, বনযোগীছড়া ইউনিয়ন; ৪. জুরাছড়ি সদর লঞ্চঘাট; ৫. আনন্দ পাড়া, ২নং ওয়ার্ড, ২নং বনযোগী ছড়া ইউনিয়ন; ৬. জুরাছড়ি থানার সামনে এবং ৭. লুলাংছড়ি, ৭নং ওয়ার্ড, ১নং জুরাছড়ি ইউনিয়ন। এসব তল্লাশি চৌকিতে গতকাল থেকেই সাধারণ জনগণকে নাম জিজ্ঞেস করা, জাতীয় পরিচয় পত্র চেক করা, বাজার ব্যাগ চেক করাসহ নানাভাবে হয়রানি করা হচ্ছে।

শুধু তাই নয়, গতকাল ২নং বনযোগীছড়া ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের আনন্দ পাড়ায় তল্লাশি চালানোর সময় ৬ জন গ্রামবাসীকে হয়রানি ও মারধর করেছে সেনাসদস্যরা। মারধরের শিকার হওয়া ছয় গ্রামবাসী হলেন– (১) নাম- রন্তু চাকমা (২৫) পিতা-বুদ্ধ চাকমা, (২) নাম- অমর বিকাশ চাকমা (২৮) পিতা-সাগর চাকমা, (৩) নাম- সঞ্জীব চাকমা (৩০) পিতা-কালামরত চাকমা, (৪) নাম- মেন্ত চাকমা (৩০), পিতা- রাবনা চাকমা (৫) নাম- নান্টু চাকমা (৩২) পিতা-রাবনা চাকমা, (৬) নাম- চিকন্নে চাকমা (৪২) পিতা- অনুদাশ চাকমা।

সম্মেলনের দিনে সকালে অনুষ্ঠানের জুরাছড়ি সদর ও পূর্বনির্ধারিত স্থান জেলা পরিষদ বিশ্রামাগারের মিলনায়তনের চারদিকে সেনাবাহিনীর ব্যাপক উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। এসময় সেনাসদস্যরা মিলনায়তনটি সিলগালা করে দেয় এবং হল রুমের বারান্দায় পিসিপির ৪ জন কর্মী ও সমর্থককে আটকে রাখে। উক্ত ৪ জন হলেন– (১) স্বরেশ চাকমা, সহ-সভাপতি, পিসিপি জুরাছড়ি থানা শাখা, (২) মনিষ চাকমা, সহ-সভাপতি, পিসিপি জুরাছড়ি থানা শাখা, (৩) ইমন চাকমা, স্কুল ও পাঠাগার সম্পাদক, পিসিপি, জুরাছড়ি থানা শাখা এবং (৪) লিটন চাকমা, সাধারণ স্কুল ছাত্র। তবে বিকাল ২:৩০ টার দিকে আটককৃত পিসিপির নেতাকর্মীদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

এদিকে ৩ এপ্রিল ২০২৫ খ্রি: সকালে সম্মেলন ও কাউন্সিলের প্রধান অতিথি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ-সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য ঊষাতন তালুকদারসহ একটি সফর টিম রাঙ্গামাটি সদর থেকে বোটযোগে রওনা হলে পথিমধ্যে ভিজা কিচিং সেনাক্যাম্প চেকপোস্টে আটকানো হয় এবং সফর টিমের উপর ইউপিডিএফের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের হামলার আশংকার অজুহাতে জুরাছড়িতে না যাওয়ার জন্য সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে বলা হয়। সফর টিমের পক্ষ থেকে এরকম হামলার কোনো সম্ভাবনা নেই বলা হলেও সেনাবাহিনীর সদস্যরা জুরাছড়িতে যেতে বাধা দেয় এবং প্রায় ৪০ মিনিটের অধিক সময়ের পরও সেনাবাহিনীর অবস্থানের কোনো পরিবর্তনের না হলে সফর টিম রাঙ্গামাটিতে ফেরত যায়।

রেইংক্ষ্যংয়ে সেনাবাহিনীর অভিযান

গত ১৯ এপ্রিল ও ২০ এপ্রিল ২০২৫ রাঙ্গামাটি জেলার বিলাইছড়ি উপজেলার ৪নং বড়থলি ইউনিয়নের রেইংক্ষ্যং অঞ্চলে সেনাবাহিনী অভিযান চালায়। এই অভিযানে কমপক্ষে ২০০ জন সেনা সদস্য অংশগ্রহণ করেছে বলে জানা যায়। এর আগে গত ফেব্রুয়ারিতেও রেইংক্ষ্যংয়ে এ ধরনের ব্যাপক অভিযান চালায় সেনাবাহিনী।

গত ১৯ এপ্রিল বান্দরবানের রুমা গ্যারিসন থেকে ৩৪ বীর জোন কমান্ডার লে: কর্ণেল মো: আলমের নেতৃত্বে ১১০ জনের একদল সেনা সদস্য বড়থলি ইউনিয়নের টাইগার পাড়ায় পেট্রোলিং অভিযান চালায়। তার পরের দিন ২০ এপ্রিল বড়থলি ইউনিয়নের সালাং মুখে ৫০ জনের আরেকটি সেনাদল টহল অভিযান চালায়। অপরদিকে বান্দরবানের রোয়াংছড়ি থেকে আরেকটি সেনাদল বৈরাক্যাছড়া ও মিতিঙ্গ্যাছড়িতে টহল অভিযান চালায়।

থানচিতে সেনা অভিযান, ৩ জনকে আটকের পর মুক্তি

গত ১৯ এপ্রিল ২০২৫ বান্দরবান জেলার আলিকদম সেনানিবাসের একদল সেনা সদস্য থানচি উপজেলার ১নং রেমাক্রী ইউনিয়নে সেনা অভিযান চালায়। পরে রেমাক্রি ইউনিয়নের নারিকেল পাড়ায় বাংকার খনন করে সেনা সদস্যরা অবস্থান করে। এ অভিযানে সেনাবাহিনী রেমাক্রি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মুইশোথুই মারমাসহ তিনজনকে আটক করার

অভিযোগ পাওয়া যায়। তবে নানা জিজ্ঞাসাবাদ ও হয়রানি করার পর উক্ত তিনজনকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

অপরদিকে, পরে ২০ এপ্রিল সন্ধ্যার দিকে ৬টি গাড়ি যোগে আলিকদম সেনানিবাস থেকে আরো একদল সেনা সদস্য রেমাক্রী ইউনিয়নে পৌঁছে বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালায় বলে জানা যায়।

জুরাছড়িতে ব্যাপক সেনা অভিযান, স্ট্রোকে এক সেনা সদস্যের মৃত্যু

গত ২৪ এপ্রিল ২০২৫ থেকে রাঙ্গামাটি জেলার জুরাছড়ি উপজেলায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক ব্যাপক সেনা অভিযান শুরু করা হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। তবে, অভিযানে যাওয়ার পথে স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে এক সেনা সদস্যের মৃত্যু ঘটেছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সেদিন সকাল আনুমানিক ৮টার দিকে জুরাছড়ি উপজেলার বনযোগীছড়া ইউনিয়নে অবস্থিত বনযোগীছড়া সেনা জোন থেকে মেজর ফয়সাল (পিএসসি), ক্যাপ্টেন সাইফ ও ক্যাপ্টেন ইরাম এর নেতৃত্বে ১০০-১১০ জনের একটি সেনাদল সামরিক অভিযানে বের হয়। প্রথমে তারা জুরাছড়ি সদর ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের আমতলি ও থাচিপাড়া গ্রামে যায়, এরপর সেখান থেকে ৫নং ওয়ার্ডের সোহেল পাড়া গ্রামে অবস্থান গ্রহণ করে। বিরাট সেনাদলটি সন্ধ্যার দিকে ৬নং ওয়ার্ডের থাচিপাড়া গ্রামের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আশেপাশে অবস্থান নেয় বলে জানা যায়।

জুরাছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক এক জুম্ম কাঠ ব্যবসায়ী আটক

গত ১ মে ২০২৫ রাঙ্গামাটি জেলার জুরাছড়ি উপজেলার জুরাছড়ি ইউনিয়ন এলাকা থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক স্থানীয় এক জুম্ম কাঠ ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়। ভুক্তভোগী ওই কাঠ ব্যবসায়ীর নাম বাবুসোনা চাকমা (৪৫), পীং-দিকুবাপ চাকমা, গ্রাম- শিলছড়ি, ৩নং ওয়ার্ড, জুরাছড়ি ইউনিয়ন।

স্থানীয় সূত্র জানায়, ঐ দিন সকাল আনুমানিক ৯:৩০ টার দিকে জুরাছড়ি উপজেলার বনযোগীছড়া সেনা জোনের অধীন শিলছড়ি সেনা ক্যাম্পের কমান্ডার সুবেদার মোহাম্মদ মুসলিম-এর নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর একটি দল শিলছড়ি বাজার হতে কাঠ ব্যবসায়ী বাবুসোনা চাকমাকে আটক করে শিলছড়ি ক্যাম্পে নিয়ে যায়। সেখানে প্রায় আড়াই ঘন্টা যাবৎ বাবুসোনা চাকমাকে আটকে রেখে নানাবিধ জিজ্ঞাসাবাদ করে হয়রানি করা হয়। পরে দুপুর ১টার দিকে সেনা সদস্যরা আটককৃত বাবুসেনা চাকমাকে শিলছড়ি সেনা ক্যাম্প থেকে জুরাছড়ি সদরস্থ যক্ষ্মাবাজার সেনা ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়।

জুরাছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক বাড়ি তল্লাশি এবং এক গ্রামবাসীকে হয়রানি

গত ৬ মে ২০২৫ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক রাঙ্গামাটি জেলাধীন জুরাছড়ি উপজেলার ঘিলাতুলিতে একটি বাড়ি তল্লাশি এবং এক গ্রামবাসীকে নগ্ন করে তল্লাশি করা হয় বলে জানা যায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ঐ দিন জুরাছড়ির বনযোগীছড়া সেনা জোনের অধীন শিলছড়ি সেনা ক্যাম্প থেকে ওয়ারেন্ট অফিসার মুসলিম ও গোয়েন্দা শাখার সদস্য বায়োজিদ এর নেতৃত্বে ৫ জনের একটি সেনাদল সাদা পোশাকে সশস্ত্র অবস্থায় পাশ্ববর্তী জুরাছড়ি ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের ঘিলাতুলি গ্রামে যায়।

এসময় দুপুর প্রায় ২টায় সেনা সদস্যরা ঘিলাতুলি গ্রামেরই বাসিন্দা চন্দ্র কুমার চাকমা (৫৫), পীং-চন্দ্রবীর চাকমা এর বাড়িতে ব্যাপক তল্লাশি চালায়। এছাড়া একই গ্রামের বাসিন্দা স্মৃতিরায় চাকমা (৩৫), পীং-কিনারাম চাকমা-কে উলঙ্গ করে তল্লাশি চালিয়ে হয়রানি ও অপমান করে সেনা সদস্যরা।

চিকিৎসার অভাবে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক দুই বম ব্যক্তির মৃত্যু

গত ১৫ মে ২০২৫ চট্টগ্রামের কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক লালত্লেং কিম বম (৩০), পিতা-লালমিন লিয়ান বম, মাতা-পেনা ক্লিয়ার বম নামে এক বম চিকিৎসার অভাবে মৃত্যুবরণ করেন এবং সংময় বম (৫৫) নামে আরও এক বম গুরুতর অসুস্থ হলে জামিন পাওয়ার একদিন পর ১ জুন ২০২৫ মারা যান বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

লালত্লেং কিম বম এর বাড়ি বান্দরবান জেলার রুমা উপজেলার ২নং রুমা সদর ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের বেথেল বম পাড়ায় এবং অসুস্থ সংময় বম এর বাড়ি একই উপজেলার রুমানাপাড়ায় বলে জানা যায়।

পরিবারিক সূত্রে জানা যায়, লালত্লেং কিম বমকে গ্রেফতারের পর থেকে বিনা বিচারে দীর্ঘ এক বছর আটকে রাখা হয় এবং তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ার পরও যথাযথ চিকিৎসা দেওয়া হয়নি। সর্বশেষ গত ১৫ মে ২০২৫ সকালে চট্টগ্রাম মেডিকেল হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। অপরদিকে আটক সংময় বম বর্তমানে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে হাজতি অবস্থায় ভর্তি রয়েছেন এবং তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক। জানা যায়, আটক সংময় বম আলসার থেকে ধীরে ধীরে তার অবস্থা ক্যান্সারে রূপ নেয়। পরিচর্যার

অভাবে দ্রুত মৃত্যুর দিকে ধাবিত হন। পরে জামিনে মুক্তি পাওয়ার একদিন পর ১ জুন ২০২৫ তিনি মারা যান।

উল্লেখ্য, গত ২ এপ্রিল ২০২৪ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সৃষ্ট বম পার্টি খ্যাত কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট (কেএনএফ) সন্ত্রাসীদের দ্বারা ব্যাংক ডাকাতির ফলে ৮ এপ্রিল ২০২৪ যৌথবাহিনী কেএনএফ বিরোধী অভিযানে বেথেল পাড়া থেকে নিরীহ নারী ও শিশুসহ মোট ৪৯ জনকে গ্রেফতার করে, যাদের মধ্যে লালত্লেং কিম বম ও সংময় বম ছিলেন। উক্ত ব্যক্তিদের বিভিন্ন মিথ্যা মামলা দিয়ে কারাগারে প্রেরণ করা হয়।

এই অভিযানে আটকের কয়েক মাসের মধ্যে কয়েকজনকে ছেড়ে দেওয়া হলেও ৪ জন শিশুসহ ২৩ জন নারী এক বছরের বেশি সময় ধরে কারাগারে রয়েছেন বলে জানা যায়।

জুরাছড়িতে আবার সেনা অভিযান

রাঙ্গামাটি জেলার জুরাছড়ি উপজেলার বনযোগীছড়া ইউনিয়নস্থ অদ্বিতীয় ২ বীর বনযোগীছড়া সেনা জোনের কমান্ডার লে: কর্নেল রাশেদ এবং ক্যাপ্টেন মোশাররফ এর নেতৃত্বে ৩৯ জনের একটি সেনাদল গত ১৪ মে ২০২৫ লুলাংছড়ি সেনা ক্যাম্পে রাত্রিযাপনের পরদিন ১৫ মে ২০২৫ সেখান থেকে সেনা অভিযান শুরু করে বলে খবর পাওয়া যায়। ঐ দিন সেনাদলটি লুলাংছড়ি হয়ে মৈদুং ইউনিয়নের পানছড়ি এলাকা হয়ে বেলতলার এলাকায় অভিযান চালায়। এভাবে ঘনঘন সেনা অভিযানের ফলে গ্রামবাসীদের মধ্যে সবসময় আতঙ্ক ও ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে বলে জানা যায়।

উল্লেখ্য, মাত্র কয়েকদিন আগেও ৬ মে ২০২৫ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত অভিযানে জুরাছড়ি উপজেলার ঘিলাতুলিতে এক জুম্ম গ্রামবাসীর বাড়ি তল্লাশি এবং এক গ্রামবাসীকে নগ্ন করে তল্লাশি করার অভিযোগ পাওয়া যায়।

বান্দরবানে ব্যাপক সেনা অভিযান: জনগণকে মারধর, হুমকি, গালিগালাজ, বাড়িতে তল্লাশি

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কয়েকটি দল যৌথভাবে বান্দরবান পার্বত্য জেলার বান্দরবান সদর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক সেনা অভিযান চালানোর খবর পাওয়া যায়। এই সেনা অভিযানে সেনাবাহিনী কর্তৃক অন্তত ৯ জন আদিবাসী জুম্ম বেধড়ক মারধরের শিকার এবং গ্রামবাসীদের দেশান্তরিত করার হুমকি, গালিগালাজ ও বাড়িতে তল্লাশি চালানোর অভিযোগ পাওয়া যায়।

গত ১৯ মে ও ২০ মে ২০২৫ থেকে এই সেনা অভিযান শুরু হয় বলে খবর পাওয়া যায়। এরপর থেকে অনেকেই ভয়ে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে এবং নেটওয়ার্কের সমস্যার কারণে অনেক তথ্য পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ১৯ মে ২০২৫, ৩১বীর আলিকদম সেনা জোনের অধীন আলিকদম সেনা ক্যাম্পের সহকারী কমান্ডার মেজর মনজুর মোর্শেদ এবং লামা সেনা ক্যাম্পের জনৈক ক্যাপ্টেন ও ওয়ারেন্ট অফিসারের নেতৃত্বে ২৪০/২৫০ জনের একটি যৌথ সেনাদল বিকাল ৪টার দিকে বান্দরবান সদরের টংকাবতী ইউনিয়নে সেনা অভিযান শুরু করে। এইসময় সেনা সদস্যরা টংকাবতী ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের পুনর্বাসন চাকমা পাড়া ও ত্রিপুরা পাড়ার দুই জুম্ম গ্রামবাসীকে বিদ্যুতের খুঁটির সাথে বেঁধে ব্যাপকভাবে মারধর করে এবং গ্রামবাসীদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে।

মারধরের শিকার উক্ত গ্রামবাসীরা হলেন– ১. নয়ন চাকমা (১৪), পীং-অমরসেন চাকমা, গ্রাম-চাকমা পাড়া এবং ২.

জুমারাং ত্রিপুরা (৪৫), পীং-মৃত জপুরাম ত্রিপুরা, গ্রাম-ত্রিপুরা পাড়া। নয়ন চাকমা একজন ছাত্র।

এই সময় সেনা সদস্যরা রুমা ও থানচি উপজেলার বম জনগোষ্ঠীকে যেভাবে উচ্ছেদ করে দেশান্তরিত করা হয়েছে, ঠিক সেইভাবে চাকমা ও ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীদেরকেও দেশান্তরিত করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন বলে জানা যায়।

অপরদিকে, ২০ মে ২০২৫ থেকে বান্দরবান সদর উপজেলার সুয়ালক আমতলী সেনা ক্যাম্প কমান্ডার মোবারক এর নেতৃত্বে শতাধিক সদস্যের আরেকটি সেনাদলও সুয়ালক, টংকাবতী ও চিম্বুক এলাকায় সেনা অভিযান চালায় বলে খবর পাওয়া যায়। ঐদিনই অভিযান পরিচালনাকারী সেনা সদস্যরা টংকাবতীর চিনি পাড়া গ্রামে গিয়ে এক বাঙালিসহ ৭ জুম্ম গ্রামবাসীকে ব্রীকফিল্ড সেনা ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে ব্যাপক মারধর করে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

মারধরের শিকার উক্ত গ্রামবাসীরা হলেন– ১. মেনচ্যং ম্রো (৩৫), ২. মেনপা ম্রো (৩৮), ৩. কার্বারি সাকরুই ম্রো (৪৫), ৪. সাকসিং ম্রো (৩০), ৫. মেনদুই ম্রো (৩৫), ৬. ক্লংলাই ম্রো (২৫) ও ৭. বেলাল হোসেন (২৫)। এই গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর অভিযোগ, তাদের গ্রামে নাকি শান্তিবাহিনী আসে।

আরও জানা যায়, সেনা সদস্যরা উক্ত গ্রামবাসীদের ক্যাম্পে ধরে নিয়ে গিয়ে, কারা কারা পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন চায় তা জানতে চায় এবং মারধর করে। এছাড়া, চুক্তি বাস্তবায়ন চায় এমন দলের সাথে যোগাযোগ করার অভিযোগ প্রমাণ পেলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে বলেও সেনা সদস্যরা হুমকি দেয়।

এর পরও চিনি পাড়া, ব্রীকফিল পাড়া, লাকুরী পাড়া, টংকাবতী চাকমা পুনর্বাসন পাড়া এবং ষোল মাইল (চিম্বুক) এলাকায় সেনা অভিযান চালানো হয় বলে জানা যায়। এতে বাড়িতে বাড়িতে হয়রানিমূলক তল্লাশি এবং বাড়ির জিনিসপত্র তছনছ করা হয় বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

পরে টংকাবতী ব্রীকফিল্ড সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় ৪৫ জনের একটি সেনাদল অবস্থান করে বলে জানা যায়। অভিযোগ পাওয়া যায়, সেনাবাহিনী ঐ স্কুলে অবস্থান করায় শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের ক্লাশে অংশগ্রহণ করতে বাধাগ্রস্ত হয়। শিক্ষকবৃন্দ বিদ্যালয়ে গেলে তারাও লাঞ্ছনার শিকার হয়। এছাড়া, ষোল মাইল এলাকায় প্রায় ৩০ জন এবং লোহাগাড়া উপজেলায় ক্যরম্বা ইউনিয়নের পার্শ্ববর্তী আনন্দ মোহন চাকমা কার্বারী পাড়ায় প্রায় ৪৫ জন সেনাসদস্য অবস্থান করে বলে জানা যায়।

এই সেনা অভিযানে নির্যাতন-নিপীড়নের ভয়ে এলাকার পুরুষরা প্রায় আত্মগোপনে চলে যায় বলে জানা যায়। হাট-বাজার কিংবা দৈনন্দিন কোনো কাজে যেতে ভয় পায় স্থানীয়রা। তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা চরমভাবে বাধাগ্রস্ত হয়।

কাপ্তাই এলাকায় ঘন ঘন সেনা অভিযান, জনমনে আতঙ্ক

সম্প্রতি রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাই উপজেলার জুম্ম অধ্যুষিত এলাকায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক ঘন ঘন সেনা অভিযান পরিচালনা করার খবর পাওয়া যায়। এতে এলাকাবাসীর মধ্যে গভীর আতঙ্ক ও উদ্বেগ দেখা দেয় এবং স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বাধাগ্রস্ত হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ২০ জুন ২০২৫, সেনাবাহিনীর নবাগত ৩৮ বেঙ্গল কাপ্তাই সেনা জোনের অধীন গবঘোনা সেনা ক্যাম্পের কমান্ডার সুবেদার মো: হাফিজ-এর নেতৃত্বে ৩০ জনের একটি সেনাদল ৪নং কাপ্তাই ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের হরিণছড়া মুখ হেডম্যান পাড়া গ্রামে অতর্কিতে সেনা অভিযান চালায়। এসময় সেনা সদস্যরা পথে এবং বাড়ি বাড়ি গিয়ে গ্রামের নারী-পুরুষদের নানা ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞাসাবাদ করে বিব্রত করে, ভীতি প্রদর্শন করে এবং হয়রানি করে। এসময় গ্রামবাসীদের মধ্যে আতঙ্ক ও উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। ভয়ে গ্রামবাসীরা অনেকে স্বাভাবিক চলাফেরা বন্ধ করে দেন। পরে সেনাদলটি কাপ্তাইয়ের হরিণছড়া মুখ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অবস্থান করছে বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, এর পূর্বে গত ১১ জুন, বিকেলের দিকে নবাগত ৩৮ বেঙ্গল কাপ্তাই সেনা জোনের অধীন রাইখালী মিতিঙ্গাছড়ি সেনা ক্যাম্পের কমান্ডার মো: আশরাফ এর নেতৃত্বে মিতিঙ্গাছড়ি সেনা ক্যাম্প ও রাইখালী নারানগিরি সেনা ক্যাম্পের ৪০ জনের একটি সেনাদল কাপ্তাইয়ের চিৎমরম ইউনিয়নের পেকুয়া পুনর্বাসন পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অবস্থান গ্রহণ করে। সারারাত বিদ্যালয়ে থেকে ওই সেনাদলটি ১২ জুন, সকাল ১০ টার দিকে চিৎমরম পেকুয়া পাড়া গ্রামে অভিযান চালায়। কয়েক ঘন্টা অভিযান চালানোর পর সেনাদলটি আবার বিদ্যালয়ে অবস্থান নেয় বলে জানা যায়। এই সময় গ্রামবাসীদের মধ্যে ভয়ভীতির পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

বান্দরবানে সেনাবাহিনী কর্তৃক ৯ জুম্মকে আটকের পর মিথ্যা মামলা দায়ের, ১২ জনকে হয়রানি

গত ২০ জুন ২০২৫, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত এক সেনা অভিযানে বান্দরবান জেলাধীন বান্দরবান

সদর উপজেলার টংকাবতী ইউনিয়ন থেকে নিরীহ ৯ জুম্ম গ্রামবাসীকে আটকের পর তাদের বিরুদ্ধে সাজানো মিথ্যা মামলা দায়ের এবং আরও ১২ জুম্ম গ্রামবাসীকে হয়রানি করা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ঐ দিন আলীকদম সেনা জোনের উপ-অধিনায়ক মেজর মো: মঞ্জুর মোর্শেদ, পিএসসি এর নেতৃত্বে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একটি দল বান্দরবান সদরের টংকাবতী ইউনিয়নের কয়েকটি জুম্ম গ্রামে অভিযান চালিয়ে ৯ নিরীহ চাকমা ও ত্রিপুরা গ্রামবাসীকে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র অবস্থায় আটক করে। কিন্তু পরে সেনাবাহিনী ষড়যন্ত্রমূলকভাবে দেশীয় অস্ত্র ও বিভিন্ন সরঞ্জাম সহ ক্যামেরায় ছবি তোলে এবং নিরীহ ৯ গ্রামবাসীকে ডাকাত এবং তাদের সাথে অস্ত্র পাওয়া গেছে বলে মিথ্যা প্রচার করে।

এমনকি পরে, সেনাবাহিনী বান্দরবান সদর থানার এসআই (নিরস্ত্র) পংকজ কুমার সাহাকে দিয়ে বান্দরবান থানায় উক্ত ৯ জনের বিরুদ্ধে সাজানো মিথ্যা মামলা দায়ের করে। এই মামলার এজাহারে 'আলীকদম জোন ৩১ বীর সেনা ক্যাম্পের সদস্যগণ বান্দরবান সদর থানাধীন টংকাবতী ইউনিয়নের লতাঝিরি পাড়া গ্রামস্থ ধৃত আসামী আনন্দ মোহন চাকমা এর দোকান ঘরে ০৯ (নয়) জন ডাকাতকে অস্ত্রশস্ত্রহ আটক করিয়া রাখিয়াছে' বলে মিথ্যা বিবরণ দেওয়া হয়। এছাড়া এজাহারে উক্ত ৯ গ্রামবাসীর কাছ থেকে দেশীয় বন্দুক, এয়ার গান, ছোরা ইত্যাদি পাওয়া যায় বলে উল্লেখ করা হয়।

উক্ত এজাহারের ভিত্তিতে বান্দরবান সদর থানায় মামলা হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয় বলে জানা যায়। বান্দরবান সদর থানার মামলা নং- ১২ তারিখ: ২০/৬/২০২৫, ধারা ১৯ এ দি আর্মস অ্যাক্ট ১৮৭৮।

ভুক্তভোগী ৯ গ্রামবাসী হলেন– চাকমা পুনর্বাসন পাড়া গ্রামের বাসিন্দা (১) কল্প রঞ্জন চাকমা (৪৫), পিতা- ধন চন্দ্র চাকমা; (২) জ্যোতি বিকাশ চাকমা (৩৮), পিতা- ধন চন্দ্র চাকমা; (৩) শান্তি চাকমা (৩৭), পিতা- সুন্দর মনি চাকমা; (৪) তরুণীসেন চাকমা ওরফে সাথোয়াই (৫০), পিতা-কেগেরা চাকমা ও (৫) আনন্দ মোহন চাকমা (৭২), পিতা- তুক্ষে চাকমা, তিনিই গ্রামের বর্তমান কার্বারি এবং ইমানুয়েল ত্রিপুরা পাড়ার বাসিন্দা (৬) জুয়েল ত্রিপুরা (২৯), পীং-সতিজন ত্রিপুরা; (৭) সতিজন ত্রিপুরা (৬০), পীং- মৃত তাজচন্দ্র ত্রিপুরা; (৮) পাখিরাম ত্রিপুরা (৩০), পীং- মৃত পাইল অং ত্রিপুরা ও লতাঝিরি ত্রিপুরা পাড়ার বাসিন্দা (৯) শান্তি ত্রিপুরা (৩৮), পীং-জুতি ত্রিপুরা।

উল্লেখ্য, একই দিন ভোর সকালে একই সেনাদল টংকাবতী ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের চাকমা পুনর্বাসন পাড়া গ্রাম থেকে আরও ১২ জন জুম্ম গ্রামবাসীকে ধরে নিয়ে যায়। পরে নানা জিজ্ঞাসাবাদ করে পথিমধ্যে ছেড়ে দেয়। হয়রানির পর ছাড়া পাওয়া উক্ত গ্রামবাসীরা হলেন– (১) বিজয় হংস চাকমা (৫৬), পিতা-রামধন চাকমা; (২) প্রেম রঞ্জন চাকমা (৪৩), পিতা-সুন্দর মনি চাকমা; (৩) রতন কেতু চাকমা (৪৩), পিতা-উপেন্দ্র চাকমা; (৪) ইমন চাকমা (২২), পিতা-ধনকুমার চাকমা; (৫) রূপায়ন চাকমা (১৫), পিতা-তরুণীসেন চাকমা; (৬) শান্তিময় চাকমা (২৯), পিতা-ফকিরা চাকমা; (৭) বরুণ চাকমা (৩৮), পিতা-দিবাকর চাকমা; (৮) চন্দ্র চাকমা (৪২), পিতা-অক্ষজয় চাকমা; (৯) সিদ্ধার্থ চাকমা (২৮), পিতা-অক্ষজয় চাকমা; (১০) অমরজিত চাকমা (৩৩), পিতা-লাম্বা হুলো চাকমা; (১১) শান্তি ত্রিপুরা (৪০), পিতা- জ্যোতি ত্রিপুরা ও (১২) জয় ত্রিপুরা (২২), পিতা-জহন ত্রিপুরা।

বান্দরবানে সেনা অভিযানে জুম্ম নারী যৌন নিপীড়ন ও নির্যাতনের শিকার

বান্দরবান জেলাধীন বান্দরবান সদর উপজেলার টংকাবতী ইউনিয়নে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত সেনা অভিযানে ২ জুম্ম নারী যৌন নিপীড়ন এবং ৩ জন নারী নির্যাতনের শিকার হয়েছেন বলে খবর পাওয়া যায়। গত ২০ জুন ২০২৫, আলীকদম সেনা জোনের উপ-অধিনায়ক মেজর মো: মঞ্জুর মোর্শেদ, পিএসসি-এর নেতৃত্বে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একটি দল বান্দরবান সদরের টংকাবতী ইউনিয়নের কয়েকটি জুম্ম গ্রামে অভিযান চালিয়ে ৯ নিরীহ চাকমা ও ত্রিপুরা গ্রামবাসীকে আটক করে এবং পরে মিথ্যা মামলায় জড়িত করে পুলিশের নিকট সোপর্দ করে বলে জানা যায়।

ঐদিনই টংকাবতী ইউনিয়নের মুক্তাজন ত্রিপুরা পাড়া নামে আরেকটি গ্রামে অভিযান চালানোর সময় ভোর ৪টার দিকে উক্ত সেনাদলের সদস্যরা ২ ত্রিপুরা নারীকে যৌন নিপীড়ন চালায়। এদের একজনের বয়স ৩২ বছর, আরেকজনের বয়স

৩৮ বছর বলে জানা যায়। সেনা সদস্যরা জোরপূর্বক উক্ত নারীদের স্তনসহ শরীরের বিভিন্ন অংশে হাত দেয় বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

এছাড়াও ঐ দিন সেনা সদস্যরা মুক্তাজন ত্রিপুরা পাড়ার আরও তিন গর্ভবতী নারীকে বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে রেখে দীর্ঘ সময় ধরে বৃষ্টিতে ভিজতে বাধ্য করে বলেও অভিযোগ পাওয়া যায়। ভুক্তভোগী ওই নারীরা হলেন– (১) শ্রীমতি ত্রিপুরা (২৬), স্বামী-বিদ্যারাম ত্রিপুরা রকি; সুপতি ত্রিপুরা (২৭), স্বামী-আগস্টিন ত্রিপুরা এবং বাজারুং ত্রিপুরা (৩৫), স্বামী-অনিল ত্রিপুরা।

কাউখালীতে সেনাবাহিনী কর্তৃক ৯টি বাড়ি তল্লাশি

গত ২৪ জুন ২০২৫ হতে কাউখালী উপজেলার কোজইছড়ি মোনপাড়া গ্রামে অবস্থান নেয়া একদল সেনা সদস্য জীবতুলি মোন পাড়া গ্রামে গিয়ে ঘরে ঘরে তল্লাশি চালায়। তবে তারা কারোর ঘরে অবৈধ কোন কিছু পায়নি। সেনা হয়রানির ভয়ে এ সময় গ্রামটি পুরুষশূন্য ছিল। গ্রামের সব নারীরা এক জায়গায় জড়ো হয়ে অবস্থান করেছিলেন। নারীদের কাছ থেকে সেনারা 'সন্ত্রাসী' কোথায় থাকে ইত্যাদি প্রশ্ন করেন বলে জানা গেছে।

সেনা সদস্যরা জীততুলি মোন পাড়া বৌদ্ধ বিহারটিও তল্লাশি চালায়। তারা বিহারের ভেতরের জিনিসপত্র ভাঙচুর ও তছনছ করে দেয়। বিহারে কোন ভিক্ষু অবস্থান করেন না।

যাদের ঘরে তল্লাশি চালানো হয়েছে তারা হলেন– ১. সুভাষ বসু চাকমা (৫৪), পিতা: মৃত বোধিচন্দ্র চাকমা, গ্রাম: ডলুছড়ি পাড়া, ৪ নং কুতুকছড়ি ইউপি, রাঙামাটি সদর উপজেলা, ২. মুনি চাকমা (৬৭), পিতা: মৃত ইন্দ্রজিৎ চাকমা, ৩. জয় কুমার চাকমা (৬০), পিতা: মৃত ইন্দ্রজিৎ চাকম, ৪. শান্তি কুমার (৬০), পিতা: মৃত-পূর্ণ চাঁন চাকমা, ৫। মন্তু চাকমা(৩৮), পিতা: শান্তি কুমার চাকমা, ৬। শশাঙ্ক চাকমা (৪৫), পিতা: রবিন্দ্র চাকমা, ৭. মিন্টু চাকমা (৩৯), পিতা: মৃত- বন কুমার চাকমা, ৮. ধর্ম মোহন চাকমা (৬৫), পিতা: মৃত বীরকুমার চাকমা, ৯। মিঠুন চাকমা (২৮), পিতা- শান্তি কুমার চাকমা। তারা সকলে ঘাগড়া ইউপির ৪নং ওয়ার্ডের জীবতুলি মোন পাড়ার বাসিন্দা।

রাঙামাটির ঘাগড়ায় সেনাবাহিনী কর্তৃক ৩ জন জুম্মকে আটক, একজন গুলিবিদ্ধ

গত ২৪ জুন ২০২৫ ভোররাতে রাঙামাটির কাউখালি উপজেলাধীন ঘাগড়া ইউনিয়নের উত্তর মোনপাড়া থেকে সেনাসদস্যরা অন্তত ৩ জন সাধারণ গ্রামবাসীকে আটক করে নিয়ে যাওয়ার খবর পাওয়া গেছে। আটকের শিকার ব্যক্তিরা হলেন ১. মনসুখ চাকমা (৫০), পিতা মৃত বিন্দু কুমার; ২. সিন্ধু মনি চাকমা (২৩) পিতা- মনসুখ চাকমা ও ৩. অন্তর চাকমা (১৯) পিতা- সোনামুনি চাকমা। তারা সবাই ৩নং ঘাগড়া ইউনিয়নের উত্তর মোনপাড়া গ্রামের বাসিন্দা।

এ সময় ঘাগড়া ইউনিয়নের কোজোইছড়ি মোনে (পাহাড়ে) সেনাবাহিনী ও ইউপিডিএফ (প্রসিত) গ্রুপের মধ্যে মুখোমুখি হলে উভয় পক্ষ গুলি বিনিময়ের নাটক করে বলে খবর পাওয়া গেছে। এই সময় ঘাগড়া ইউনিয়নের ডানে উল্ল গ্রামের ৪৫ বছর বয়সী এক গ্রামবাসী (জুমচাষী) গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন। এ সময় তিনি বাড়ি থেকে বাইরে টয়লেটে যাচ্ছিলেন। তার ডান পায়ে একটি গুলিবিদ্ধ হয় বলে জানা গেছে।

সেনাবাহিনী কর্তৃক গুইমারার এক ব্যক্তির বাড়িতে তল্লাশি ও ভাঙচুরের অভিযোগ

খাগড়াছড়ির গুইমারা উপজেলাধীন তৈমাথাই পাড়ায় এক ব্যক্তির বাড়িতে সেনাবাহিনীর তল্লাশি ও বাড়ির বেড়া ভাঙচুরের অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত ২৫ জুন ২০২৫ সকাল ১০টার সময় এ ঘটনা ঘটে। ভুক্তভোগী ব্যক্তির নাম সন্দিক কুমার ত্রিপুরা (৩২), পিতা- মৃত কৃষ্ণ দয়াল ত্রিপুরার, ৯নং ওয়ার্ড, গুইমারা সদর ইউনিয়ন, গুইমারা উপজেলা, খাগড়াছড়ি।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত দুই দিন ধরে মহালছড়ি সেনা জোন থেকে ৭০ থেকে ৮০ জনের একদল সেনা সদস্য মাইসছড়ি ইউনিয়নের থলি পাড়া ও পুকুর পাড় এলাকায় বিশেষ অভিযানের নামে অবস্থান করে।

গত ২৫ জুন সকাল ১০টার সময় ওই সেনা দলটি থেকে ৩০ জনের একটি দল অভিযানের নামে পার্শ্ববর্তী গুইমারা উপজেলাধীন তৈইমাথাই পাড়ায় যায়। সেখানে গিয়ে সেনারা গ্রামের বাসিন্দা সন্দিক কুমার ত্রিপুরার বাড়িতে তল্লাশি চালায়। পরে সেনারা তার বাড়ির তিনটি বেড়া ভেঙে দেয় দিয়ে চলে যায়।

লংগদুতে বিজিবি কর্তৃক জুম্ম গ্রামবাসীকে হয়রানি ও ভয়ভীতি প্রদর্শন

গত ২৫ জুন ২০২৫, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) সদস্যদের কর্তৃক রাঙ্গামাটি জেলার লংগদু উপজেলার বগাচতর ইউনিয়নে তিন (৩) জুম্ম গ্রামবাসীর দোকানে হয়রানিমূলক ব্যাপক তল্লাশি ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করার অভিযোগ পাওয়া যায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঐ দিন বিকাল আনুমানিক ৫টার দিকে লংগদুর গুলশাখালীর ৩৭ বিজিবি রাজানগর জোনের

হাবিলদার মোঃ মনির এর নেতৃত্বে সাদা পোশাকে ৫ জনের একটি সশস্ত্র দল মোটর বাইক যোগে বগাচতরের পূর্ব রাঙিপাড়া গ্রামে যায় এবং জুম্মদের পাশাপাশি তিন দোকান অস্ত্র তাক করে ঘেরাও করে।

এর ৮/১০ মিনিট পর 'রাঙিপাড়া হ্যালীপ্যাড বিজিবি ক্যাম্প' থেকে ইউনিফর্ম সহ আরো ১২ জনের একটি সশস্ত্র বিজিবি দল সেই দোকানগুলোতে এসে উপস্থিত হয়। এরপর তারা দোকানের ভেতরে ও বাইরে থাকা লোকজনকে বন্দুক তাক করে নড়াচড়া করতে নিষেধ করে। অতঃপর বিজিবি সদস্যরা দোকানে প্রবেশ করে তন্ন তন্ন করে ব্যাপক তল্লাশি চালায়।

এসময় বিজিবি সদস্যরা দোকান তিনটির মধ্যে যেকোনো একটি দোকানের ভিতরে দুইজন 'চাঁদা কালেক্টর' রয়েছে বলে দাবি করে তাদেরকে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য বারংবার লোকদের তাগিদ দেয়। উপস্থিত লোকজন সেখানে কোনো চাঁদা কালেক্টর নেই বলে জানায়। এরপরও সেথানে প্রায় এক ঘন্টা তল্লাশি চালানোর পর গ্রামবাসী ব্যতীত অন্য কোনো লোক বা 'চাঁদা কালেক্টর' না পাওয়ায় শেষ পর্যন্ত বিজিবি সদস্যরা সেখান থেকে চলে যায়।

ভুক্তভোগী তিন জুম্ম দোকানদার হলেন– ১। পিপা চাকমা (৩৫), স্বামী- যশু চাকমা; ২। সুভাষ চাকমা (৩৫), পিতা- মৃত ভূপতি রঞ্জন চাকমা; ৩। বিনন্দ চাকমা (৬৫), পিতা- মৃত যাত্রা মোহন চাকমা। তাদের সকলের গ্রাম- রাঙিপাড়া, ৪নং বগাচতর ইউনিয়ন, লংগদু, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

কাউখালীতে সেনা অভিযানে একজন আটক, বৌদ্ধ বিহারের মালামাল লুট

রাঙামাটির কাউখালী উপজেলার ফুরোমোন-কোজইছড়ি মোন এলাকাসহ আশেপাশের এলাকায় ব্যাপক সেনা অভিযানের খবর পাওয়া গেছে। গত ২৬ জুন ২০২৫ এ অভিযানে ঘাগড়া ইউনিয়নের ঘিলাছড়ি গ্রাম থেকে একজনকে আটক এবং জীততুলি মোনপাড়া গ্রামের বৌদ্ধ বিহারের মালামাল লুট ও ঘরে ঘরে হয়রানিমূলক তল্লাশির চালায় সেনাবাহিনী।

জানা যায়, কাউখালী সদর হতে একদল সেনা সদস্য ঘিলাছড়ি গ্রামে গিয়ে সেখান থেক ফেরার পথে আতুইশি মারমা (৪০), পিতা- উহ্লাঅং মারমা নামে একজনকে তার বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যায়। তখন তিনি বাঁশ কাটা শেষ করে সবে বাড়িতে পৌঁছেছিলেন। তিনি চার সন্তানের জনক এবং দিনমজুর বলে জানা যায়।

গুইমারায় বিধবা নারীর বাড়িতে সেনাবাহিনীর তল্লাশি

গত ২৭ জুন ২০২৫ খাগড়াছড়ির গুইমারা উপজেলার সাইংগুলি পাড়ায় এক বিধবা নারীর বাড়িতে সেনাবাহিনী হয়রানিমূলক তল্লাশির খবর পাওয়া গেছে। হয়রানি শিকার নারীর নাম চুসেই মারমা (৫৮), স্বামী- মৃত কংলা মারমা, গ্রাম- সাইংগুলি পাড়া। তিনি তার মেয়ে ও নাতিকে নিয়ে বসবাস করেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ২৭ জুন ভোররাত ৪টার সময় সিন্দুকছড়ি সেনা জোন থেকে ২০ জনের একটি সেনাদল সাইংগুলি পাড়ায় এসে বিধবা নারী চুসেই মারমার বাড়িতে হানা দেয়। সেনারা তার বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে সকল জিনিসপত্র তছনছ করে দেয়। তল্লাশিকালে সেনারা চুসেই মারমার মেয়ের ঘরের নাতি ক্য উ মারমা (১৪)-কে হাতে রশি দিয়ে বেঁধে জিজ্ঞাসাবাদ ও হেনস্তা করেছে বলে জানা যায়। ক্য উ মারমা গুইমারা কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র।

থানচিতে বিজিবি কর্তৃক ১৪টি ম্রো পরিবারের ১শ একর জুম ভূমি ও ফলজ বাগান বেদখলের পাঁয়তারা

বান্দরবান জেলাধীন থানচি উপজেলার থানচি সদর ইউনিয়নের চাইয়াং পাড়ার ১৪টি আদিবাসী ম্রো পরিবারের প্রায় ১ শত একর চিরায়ত জুম ভূমি ও ফলজ বাগান বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) কর্তৃক বেদখলের পাঁয়তারা করা হচ্ছে। সর্বশেষ গত ২৮ জুন ২০২৫ থানচির ৩৮ ব্যাটালিয়ন বিজিবি বলিপাড়া ক্যাম্পের কমান্ডার লেঃ কর্নেল জহিরুল ইসলাম ১৪টি ম্রো পরিবারকে জমির কাগজপত্র নিয়ে বিজিবি বলিপাড়া চেকপোস্টে দেখা করতে নির্দেশ দেন।

ভূক্তভোগী গ্রামবাসীদের সূত্রে জানা গেছে, গত ১ জুন ২০২৫, বিজিবির ৩৮ ব্যাটালিয়ন এর বলিপাড়া ক্যাম্পের কমান্ডার লেঃ কর্নেল জহিরুল ইসলাম ১৪টি পরিবারের জুম ভূমি ও ফলজ বাগান পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে জুম চাষীদের উদ্দেশ্য করে ক্যাম্প কমান্ডার বলেন যে, সরকারের নির্দেশ– সেখানে ক্যাম্প বানাতে হবে।

এরপর গত ১৭ জুন ২০২৫, কমান্ডার লেঃ কর্নেল জহিরুল ইসলাম দ্বিতীয়বার জায়গাটি পরিদর্শন করেন। সেদিন ক্যাম্প কমান্ডার জুমচাষ করা এক জুমিয়া ম্রোকে ডেকে বলেন, 'এখানে পর্যটন কেন্দ্র হবে, পর্যটন কেন্দ্র হলে তোমরা লাভবান হবে।' এ সময় ক্যাম্প কমান্ডার ওই ম্রো জুমচাষীর কাছে উক্ত এলাকায় কার কার জমি আছে তা জানতে চান। জুমচাষীটি কয়েকজনের নাম বলেন।

গত ১৯ জুন ২০২৫, তৃতীয়বার পরিদর্শনে গিয়ে কমান্ডার লে: কর্নেল জহিরুল ইসলাম চাইয়াং পাড়ার হেডম্যান ও কার্বারিদের ডেকে ২৮ জুন গ্রামের ১৪টি ম্রো পরিবারকে জমির কাগজপত্র নিয়ে বিজিবি বলিপাড়া চেকপোস্টে দেখা করার নির্দেশ দেন। ব্যাপারটি নিয়ে ম্রো গ্রামবাসীরা গভীর উদ্বেগের মধ্যে রয়েছেন বলে জানা গেছে। তবে এখনো পর্যন্ত তারা বিজিবি ক্যাম্পে যায়নি বলে জানা গেছে।

ভুক্তভোগী পরিবারসমূহ হলো– (১) লেকাই ম্রো (৪০), পিতা-মাংতম ম্রো; (২) কাইউই ম্রো (৪০), পিতা-মৃত পুংনেং ম্রো; (৩) চিনী ম্রো (৩৯), পিতা-কংয়েং ম্রো; (৪) পুংকেং ম্রো (৪২), পিতা-মাংপুং ম্রো; (৫) তিংচ্যং ম্রো (৫৫), পিতা- মৃত টলে ম্রো; (৬) ইয়েংপুং ম্রো (৬০), পিতা-মৃত চাইয়াং ম্রো, তিনি পাড়া প্রধান/কারবারি; (৭) রেংইয়ুং ম্রো (৩৮), পিতা-রেংপ্রং ম্রো; (৮) পাউরেং ম্রো (৬৫), পিতা-তলে ম্রো; (৯) রুমক্লাম ম্রো (২৭), পিতা- পুংনেং ম্রো; (১০) তলে ম্রো (৩০), পিতা-পাউরেং ম্রো; (১১) চ্যংওয়াই ম্রো (২৮), পিতা-লাংচ্যং ম্রো; (১২) রেংরুই ম্রো (২৪), পিতা-মাংসম ম্রো; (১৩) দনরই ম্রো (৩০), পিতা-ইরচ্যং ম্রো; (১৪) ইসুফ ম্রো (৬৫), পিতা-মেনসম ম্রো। তারা সকলেই থানচি সদর ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের চাইয়াং পাড়ার বাসিন্দা। তাদের গ্রামের পাশেই উক্ত জুম ও ফলজ বাগানের ভূমি অবস্থিত বলে জানা গেছে।

সেনা-মদদপুষ্ট সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর তৎপরতা

পানছড়ির ধুধুকছড়ায় গুলিবিদ্ধ হয়ে এক নারী নিহত

খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি উপজেলার লোগাং ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের দক্ষিণ ধুধুকছড়ার হাতিমারা এলাকায় পার্বত্য চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের এলোপাতাড়ি গুলিতে রূপসী চাকমা (২৬), স্বামী- হেমন্ত চাকমা নামে এক নারী নিহত হন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ৩ মার্চ ২০২৫ সকাল ১১ টার দিকে ইউপিডিএফের প্রসিত গ্রুপের একটি সশস্ত্র দল দক্ষিণ ধুধুকছড়া এলাকায় এসে পার্বত্য চুক্তি সমর্থকদের উপর এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ করে। এ সময় ইউপিডিএফ এলোপাতাড়ি গুলিতে নিজ ঘরে থাকা রূপসী চাকমা ঘটনাস্থলে নিহত হন।

সুবলঙে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের গুলিতে এক প্রত্যাগত জেএসএস সদস্য নিহত, আহত ১

গত ১২ মার্চ ২০২৫ রাঙ্গামাটি জেলার বরকল উপজেলার সুবলং ইউনিয়নে চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের গুলিতে পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি (পিসিজেএসএস) এর এক সদস্য নিহত এবং অপর একজন গ্রামবাসী আহত হয়।

নিহত প্রত্যাগত জেএসএস সদস্যের নাম কমল বিকাশ চাকমা (৪৯), পীং- মৃত জগন্নাথ চাকমা, গ্রাম-রূপবান, ৮নং ওয়ার্ড, সুবলং ইউনিয়ন। আহত ব্যক্তির পরিচয় বিমল কান্তি চাকমা (৪২), পীং- মহারাজ চাকমা, গ্রাম-পাগলী ছড়া, ১নং ওয়ার্ড, ৭নং লংগদু সদর ইউনিয়ন, লংগদু উপজেলা।

স্থানীয় সূত্র জানায়, ঐ দিন বিকাল আনুমানিক ৫টার দিকে, প্রত্যাগত জেএসএস সদস্য কমল বিকাশ চাকমা একটি ট্রলার বোট দিয়ে স্থানীয় রূপবান বাজারে বাজার করতে যায়। এসময় ইউপিডিএফের সশস্ত্র সন্ত্রাসী দলের কমান্ডার বোধিসত্ত্ব চাকমার (৪০) নেতৃত্বে ১০/১২ জনের একটি সশস্ত্র দল বাজারে আসা কমল বিকাশ চাকমাকে লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ করে। এতে ঘটনাস্থলেই কমল বিকাশ চাকমা নিহত হন। এছাড়া এসময় তার পাশে থাকা বিমল কান্তি চাকমা গুরুতর আহত হন। হামলার পরপরই ইউপিডিএফের সন্ত্রাসীরা নিহত কমল বিকাশ চাকমার ট্রলার বোটটি নিয়ে লংগদুর দিকে চলে যায়।

হামলায় নেতৃত্বদানকারী বোধিসত্ত্ব চাকমার পিতার নাম অশ্বথামা চাকমা, বাড়ি লংগদু ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের মধ্য

খাড়িকাবা গ্রামে বলে জানা গেছে। হামলাকারীদের মধ্যে চিহ্নিত অন্যান্য সন্ত্রাসীরা হলো– শুভ রঞ্জন চাকমা ওরফে গুল্য (৪৫), পিতা-মৃত পুনংচান চাকমা, গ্রাম-পেত্যছড়ি, ৮ নং ওয়াড, ১নং সুবলং ইউনিয়ন; রিনেল চাকমা ওরফে বাংলাকানা (৩৫), পীং-চন্দ্র ধ্বজ চাকমা, গ্রাম- উত্তর উকছড়ি, ৭ নং ওয়ার্ড, সুবলং ইউনিয়ন; বিপ্লব চাকমা (৩৫), পিতা- লক্ষি কুমার চাকমা, গ্রাম-উত্তর উকছড়ি, ৭ নং ওয়ার্ড, সুবলং ইউনিয়ন।

ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের কর্তৃক তাইন্দং হতে দুই জুম্ম গ্রামবাসী অপহরণের শিকার

গত ৩১ মার্চ ২০২৫ বিকাল আনুমানিক ৫:৩০ টার দিকে খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলার তাইন্দং ইউনিয়নের হেডম্যান পাড়া হতে চুক্তিবিরোধী ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের কর্তৃক দুই নিরীহ জুম্ম গ্রামবাসী অপহরণের শিকার হন বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

অপহরণের শিকার ব্যক্তিরা হলেন– ননাই ত্রিপুরা (২৮), পীং-মৃত তীর্থরায় ত্রিপুরা এবং বিক্রম ত্রিপুরা (৪০), পীং- লাল মোহন ত্রিপুরা। তাইন্দং এলাকায় দায়িত্বরত ইউপিডিএফ এর সশস্ত্র কমান্ডার জুনেল চাকমা ও চাঁদা সংগ্রাহক কলস্বাস চাকমার নেতৃত্বে এই অপহরণের ঘটনা সংঘটিত হয় বলে জানা যায়।

পানছড়িতে সাবেক এক ইউপিডিএফ কর্মীকে ইউপিডিএফ কর্তৃক গুলি করে হত্যা

গত ৫ এপ্রিল ২০২৫ সন্ধ্যায় খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি উপজেলার চেঙ্গী ইউনিয়নের ডুমবিল গ্রামে পার্বত্য চুক্তি বিরোধী ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) কর্তৃক ইউপিডিএফ (প্রসিত) থেকে ঝরে পড়া বর্তমানে নিষ্ক্রিয় এক কর্মীকে গুলি করে হত্যা করা হয় বলে জানা যায়। হত্যার শিকার ব্যক্তির নাম অমর জীবন চাকমা, পিতা দেবেতা চাকমা। দীর্ঘদিন ধরে প্রসিত সমর্থিত ইউপিডিএফে কাজ করার পর সম্প্রতি অমর জীবন চাকমা ইউপিডিএফ থেকে নিষ্ক্রিয় হয়ে বাড়িতে অবস্থান করছিলেন।

সাজেকে ইউপিডিএফের মারধরের শিকার এক নিরীহ গ্রামবাসী

গত ৫ এপ্রিল ২০২৫ রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক ইউনিয়নে পার্বত্য চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের কর্তৃক এক নিরীহ গ্রামবাসী বেদম মারধরের শিকার হন। ওই গ্রামবাসীর কাছ থেকে দাবিকৃত মোটা অংকের চাঁদা না পেয়ে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা এই মারধর চালায় বলে জানা যায়। ভুক্তভোগী ওই জুম্ম গ্রামবাসীর নাম সাধন প্রিয় চাকমা (৪৫), গ্রাম- আগালাছড়া, ৩৫নং বঙ্গলতুলি ইউনিয়ন, বাঘাইছড়ি উপজেলা।

নিজ বাড়ি থেকে ঝাড়ু-ফুল বিক্রির উদ্দেশ্যে দীঘিনালা যাওয়ার পথে সাজেক ইউনিয়নের শুকনোছড়ি গ্রামে পৌঁছলে ইউপিডিএফের চাঁদা সংগ্রহকারী স্থানীয় চিফ কালেক্টর রুপেশ চাকমা ওরফে ইয়ান ও শুকনোছড়ির কালেক্টর জ্ঞান চাকমার নেতৃত্বে ইউপিডিএফের একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী সাধন প্রিয় চাকমাকে পথরোধ করে এবং মোটা অংকের চাঁদা দাবি করে। সাধন প্রিয় চাকমা উক্ত চাঁদা দিতে অপারগতা প্রকাশ করলে ইউপিডিএফের সন্ত্রাসীরা ক্ষিপ্ত হয়ে সাধন প্রিয় চাকমাকে বেদম মারধর করে এবং ঝাড়-ফুলগুলো রাস্তায় ফেলে দিয়ে নষ্ট করার চেষ্টা করে।

ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের কর্তৃক চবির ৫ শিক্ষার্থী অপহরণের শিকার

গত ১৬ এপ্রিল ২০২৫, সকাল আনুমানিক ৬:৩০ ঘটিকায় খাগড়াছড়ি সদরস্থ গিরিফুল এলাকা থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) উক্ত ৫ (পাঁচ) জন শিক্ষার্থী এবং তাদের সাথে তাদের গাড়ির এক চালককে অস্ত্রের মুখে অপহরণ করে পার্বত্য চুক্তি বিরোধী সংগঠন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ-প্রসিত) এর সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা। অপহৃত শিক্ষার্থীরা হলেন– চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী অলড্রিন ত্রিপুরা, একই বিভাগ ও একই শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী মৈত্রীময় চাকমা, নাট্যকলা বিভাগের ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী দিব্যি চাকমা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী রিশন চাকমা এবং প্রাণীবিদ্যা বিভাগের ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী লংঙি ম্রো।

অপহৃত শিক্ষার্থীরা বিঝু উৎসব উপলক্ষে বন্ধুদের সাথে রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়িতে বেড়াতে যায়। বিঝু শেষে গত ১৫ এপ্রিল ২০২৫ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ফেরার উদ্দেশ্যে বাঘাইছড়ি থেকে দীঘিনালা হয়ে খাগড়াছড়ি সদরে চলে আসে। এক সপ্তাহ আটক রেখে হয়রানির পরে মোটা অংকের মুক্তিপণের বিনিময়ে ইউপিডিএফ অপহৃতদের ছেড়ে দেয়।

প্রসিতপন্থী ইউপিডিএফ কর্তৃক এক ত্রিপুরা জুমচাষী মারধরের শিকার

গত ২৩ এপ্রিল ২০২৫ খ্রি. বিকাল আনুমানিক ৪টার দিকে রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক ইউনিয়নের ৯ নাম্বার এলাকার নতুন পাড়ায় ইউপিডিএফ (প্রসিত)-এর সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের কর্তৃক ভুবনময় ত্রিপুরা (৪০), পিতা-অলিন ত্রিপুরা, মাতা-কতেন্দ্রী ত্রিপুরা নামে এক নিরীহ জুমচাষী মারধরের শিকার হন।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, কয়েক মাস আগে সেখানে অবস্থানরত ইউপিডিএফের (প্রসিত পন্থী) একটি সশস্ত্র গ্রুপ সেখানকার স্থানীয় গ্রামবাসীদের অর্থনৈতিকভাবে বেঁচে থাকার একমাত্র সম্বল জুমচাষের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। পরে গ্রামের কার্বারীসহ স্থানীয়রা মিলে ইউপিডিএফের সশস্ত্র গ্রুপের কমান্ডারের সাথে আলোচনা করে জুম চাষের অনুমতি আদায় করে।

এরপর গত ২৪ এপ্রিল অন্যান্য জুমচাষীদের ন্যায় ভুবনময় ত্রিপুরা সন্তান ও স্ত্রীকে নিয়ে জুমে যায়। বিকাল আনুমানিক ৪টার দিকে ইউপিডিএফের নতুন আরেক সশস্ত্র গ্রুপ এসে ভুবনময় ত্রিপুরাকে একা রেখে তার স্ত্রী-সন্তানদেরকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। এরপর ইউপিডিএফের সশস্ত্র দলটি ভুবনময়কে দূরে ডেকে নিয়ে মারাত্মকভাবে মারধর করে। মারধরের ফলে ভুবনময় ত্রিপুরার শরীরের বিভিন্ন জায়গা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে।

বাঘাইহাটে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক এক বাঙালি গাড়িচালক মারধরের শিকার

গত ১ মে ২০২৫ রাঙ্গামাটি জেলাধীন বাঘাইছড়ি উপজেলার বাঘাইহাট এলাকায় চুক্তিবিরোধী ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের কর্তৃক যাত্রীবাহী এক গাড়ির বাঙালি চালক মারধরের শিকার হয়েছেন বলে খবর পাওয়া যায়। এছাড়া গাড়িটিও ভাঙচুরের শিকার হয়। ঐ দিন বিকাল আনুমানিক ৫টার দিকে রাঙ্গামাটি হতে দীঘিনালা হয়ে বাঘাইছড়ি যাওয়ার পথে বাঘাইহাট এলাকায় এই ঘটনাটি ঘটে। ভুক্তভোগী গাড়ির চালকের নাম মো: জিন্নাত আলী (৩২) বলে জানা গেছে।

বান্দরবানে মগ পার্টির তৎপরতা বৃদ্ধি, এলাকাবাসীর মধ্যে আতঙ্ক

গত ১৫ মে ২০২৫ বান্দরবান সদর উপজেলার কুহালং ও রাজভিলা এলাকায় মাহিন্দ্র ও মোটর সাইকেল যোগে প্রকাশ্য দিবালোকে মগ পার্টির সশস্ত্র সদস্যদের আনাগোনা ও টহল দিতে দেখা যায়। এসময় রাঙ্গামাটি জেলার রাজস্থলী উপজেলার বাঙ্গালহালিয়া বাজার সমিতির সভাপতি জাহাঙ্গীরকে বান্দরবান সদরের কুহালং ইউনিয়নের ডলুপাড়া সেনা ক্যাম্পে যাতায়াত করতে দেখা যায়। রাজস্থলীতে আওয়ামীলীগের নেতা জাহাঙ্গীর মগ পার্টির অন্যতম পৃষ্টপোষক বলে জানা যায়। সেনাবাহিনী ও মগ পার্টির মধ্যে এই জাহাঙ্গীর মধ্যস্থতা করে থাকেন বলেও জানা যায়।

একটি সূত্র জানায়, সম্প্রতি বান্দরবানে সরকারের গোয়েন্দা দপ্তরের কিছু ব্যক্তি বান্দরবানে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কার্যক্রম জোরদার হচ্ছে আশঙ্কা প্রকাশ করেন। তারই ফলশ্রুতিতে সম্প্রতি মগ পার্টির সশস্ত্র তৎপরতা বৃদ্ধি করা হয়েছে ধারণা করা হয়।

এছাড়া আরও জানা যায়, গত ৫ মে ২০২৫, সকাল ৯টার দিকে উদালবনিয়া রমতিয়া সড়কে কাজ করা উথোয়াই মারমা (৫৫) নামে এক মারমা শ্রমিককে ধরে নিয়ে যায় মগ পার্টির সদস্যরা। পরে নানা বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ ও ভয়ভীতি দেখিয়ে ওই শ্রমিককে ছেড়ে দেয় মগ পার্টির সদস্যরা। উক্ত ঘটনার ৩দিন পর ৮ মে, মগ পার্টির ১২ জনের একটি সশস্ত্র দল বান্দরবান সদর উপজেলার রাজভিলায় টহল দিতে দেখা যায় বলে স্থানীয়রা জানায়। এলাকাবাসীর অভিযোগ, সেনাবাহিনীর মদদ ও নির্দেশনা রয়েছে বলেই সেনা অভিযানের মধ্যেও মগ পার্টির সদস্যরা সশস্ত্র অবস্থায় এভাবে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ায়। মগ পার্টির সদস্যদের এই সশস্ত্র তৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়ায় বান্দরবান এলাকার সাধারণ জনগণের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে বলে জানা যায়।

রাজস্থলীতে মগ পার্টি সন্ত্রাসীদের কর্তৃক ২ জুম্ম মারধরের শিকার

গত ১৭ মে ২০২৫ রাঙ্গামাটি জেলাধীন রাজস্থলী উপজেলার বাঙ্গালহালিয়া বাজারে সেনামদদপুষ্ঠ মগ পার্টি সন্ত্রাসীদের কর্তৃক ২ জুম্ম মারধরের শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া

যায়। ভুক্তভোগী দুই ব্যক্তির মধ্যে একজনের নাম সুশীল তঞ্চঙ্গ্যা (৩৫), পীং-মৃত রূপসেন তঞ্চঙ্গ্যা, গ্রাম-হলুদিয়া পাড়া, ৩নং ওয়ার্ড, ঘিলাছড়ি ইউনিয়ন, রাজস্থলী। অপরজনের নাম জানা যায়নি, তবে তার বাড়ি রাঙ্গামাটি জেলার জুরাছড়ি উপজেলার বগাখালী গ্রামে বলে জানা যায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ঐ দিন বিকাল আনুমানিক ৫টার দিকে মোটর সাইকেল চালক সুশীল তঞ্চঙ্গ্যা ও তার যাত্রী (নাম অজ্ঞাত) বাঙ্গালহালিয়া বাজারে পৌঁছলে মগ পার্টির চাঁদা সংগ্রহকারী মো: শহিদুল আলম সহ তিন সশস্ত্র সন্ত্রাসী অস্ত্রের মুখে সুশীল তঞ্চঙ্গ্যা ও তার যাত্রীকে থামায়। এর পরপরই মগ পার্টির সন্ত্রাসীরা সুশীল তঞ্চঙ্গ্যা ও তার যাত্রীকে বেধড়ক মারধর করে আহত অবস্থায় ছেড়ে দেয়।

লোগাঙের হারুবিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ইউপিডিএফের দখলে, শিক্ষার্থীদের পাঠদান বন্ধ

খাগড়াছড়ি জেলাধীন পানছড়ি উপজেলার লোগাং ইউনিয়নের হারুবিল গ্রামে অবস্থিত হারুবিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পাঠদানসহ বিদ্যালয়ের কার্যক্রম বন্ধ করতে হয় বলে স্থানীয় একাধিক সূত্রে অভিযোগ পাওয়া যায়। বিদ্যালয়ের দোতলা ভবনটি সম্পূর্ণ পার্বত্য চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফের সশস্ত্র সদস্যরা দখল করে অবস্থান নেয়। এতে প্রায় দুই সপ্তাহ যাবৎ শিক্ষার্থীদের পাঠদানসহ বিদ্যালয়ের কার্যক্রম বন্ধ থাকে।

গত ২৪ মে ২০২৫ থেকে লোগাঙের হারুবিল এলাকার বাসিন্দা তপন চাকমা (৪০) এবং তেতুলতলার বাসিন্দা আপন চাকমা (৪৫) এর নেতৃত্বে ৩০-৩৫ জনের ইউপিডিএফের সশস্ত্র একটি দল সেখানে অবস্থান নেয় বলে স্থানীয় সূত্রে খবর পাওয়া যায়।

জানা গেছে, লোগাং ইউনিয়নের হারুবিল, রূপসেন পাড়া, বটতল, মধুরঞ্জন পাড়া প্রভৃতি গ্রামের কয়েকশত শিক্ষার্থী হারুবিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে। কিন্তু সেখানে ইউপিডিএফের সশস্ত্র সদস্যরা অবস্থান নেওয়ায় শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা বিদ্যালয়ে যেতে ভয় পায় এবং তাদের শ্রেণি কার্যক্রম বন্ধ করতে বাধ্য হন। অপরদিকে অভিভাবকরাও এমন অবস্থায় তাদের শিশুদের সেখানে যেতে দিতে নারাজ।

দীঘিনালায় বিভিন্ন বাজার বন্ধ করে দিয়েছে ইউপিডিএফ, এক শিক্ষককে মারধর

পার্বত্য চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ (প্রসিত) এর সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা উপজেলাধীন বাবুছড়া ইউনিয়নের সকল বাজার বন্ধ করে দিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। এছাড়া ঐ এলাকার বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক শিক্ষককেও তারা মারধর করেছে বলে জানা যায়।

স্থানীয় একাধিক সূত্রে জানা যায়, গত ১৯ জুন ২০২৫, ইউপিডিএফ (প্রসিত) দল চাঁদাবাজিকে কেন্দ্র করে দীঘিনালা উপজেলার বাবুছড়া ইউনিয়নের অন্তর্গত নারাইছড়ি বাজার, উগুদোছড়ি বাজার, ধনপাতা বাজারসহ মাইনী উজানের সকল বাজার, বোট চলাচল ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ করে দেয়। এভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয়-বিক্রয় ও বোট চলাচল বন্ধ করে দেওয়ায় ঐ এলাকার জনসাধারণ ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের মধ্যে ব্যাপক ভোগান্তির সৃষ্টি হয়।

এলাকাবাসী ইউপিডিএফের এই ধরনের কাজকে সুস্পষ্টভাবে জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী কার্যক্রম হিসেবে মনে করেন। তারা এটাকে সাধারণ জুম্মদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার গভীর ষড়যন্ত্র ছাড়া অন্য কিছু নয় বলে জানান।

এদিকে গত ২১ জুন ২০২৫ নারাইছড়ি এলাকার নারাইছড়ি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এক সহকারী শিক্ষককে ইউপিডিএফ সশস্ত্র সদস্যরা মারধর করেছে বলে জানা যায়। মারধরের শিকার হওয়া ওই শিক্ষকের নাম– নান্টু চাকমা, পিতা-রাশিয়া চাকমা, মাতা-লালক্কো চাকমা, গ্রাম-অনিল চন্দ্র কার্বারী পাড়া, নারাইছড়ি।

মিজোরামে মাদকসহ ২ জনকে গ্রেপ্তারের ঘটনায় জেএসএসকে জড়িত করে ইউপিডিএফের অপপ্রচার

গত ১৯ জুন ২০২৫ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে আসাম রাইফেলস কর্তৃক মিজোরামের লুংলেই জেলার পুকপুই এলাকা থেকে ১০.৪৩ কোটি টাকার মেথামফেটামিন (ইয়াবা) ট্যাবলেটসহ দুইজন আটকের ঘটনায় জনসংহতি সমিতিকে জড়িত করে ইউপিডিএফ ভিত্তিহীন প্রচারণা চালায়।

এব্যাপারে বিভিন্ন সূত্রে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, চারটি অনলাইন নিউজপোর্টালে যথাক্রমে Mangalorean (mangalorean.com), News on air (newsonair.gov.in), Yes Panjab (yespunjab.com), Northeast News (nenews.in)-এ উক্ত মাদক আটকের ঘটনার উপর সংবাদ প্রকাশিত হয়। উক্ত চারটি নিউজপোর্টালের মধ্যে প্রথম তিনটি

নিউজপোর্টালে Mangalorean, News on air ও Yes Panjab-এর সংবাদে জেএসএসকে জড়িত করে কোন সংবাদ প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু Northeast News পোর্টালে জনসংহতি সমিতি ও সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য বিধায়ক চাকমাকে জড়িত করে উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে সংবাদ প্রকাশিত হয়।

আরো উল্লেখ্য যে, Northeast News পোর্টালে কেবল বিধায়ক চাকমার নাম উল্লেখ করলেও ইউপিডিএফের নিউজপোর্টাল CHT News (chtnews.blogspot.com) -এ মিতুল চাকমা বিশালকে জড়িত করে উদ্দেশ্য- প্রণোদিতভাবে সংবাদ প্রকাশিত হয়। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, Northeast News ও CHT News এর সংবাদ একই সূত্রে গাঁথা। Northeast News পোর্টালে এই ভিত্তিহীন সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে ইউপিডিএফ সরাসরি যুক্ত রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

উক্ত ঘটনার সাথে বিধায়ক চাকমাকে জড়িত করে Northeast News পোর্টালে প্রকাশিত সংবাদ সম্পূর্ণ বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। জেএসএস ও এর সদস্যদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার হীনউদ্দেশ্যে ইউপিডিএফ এধরনের বানোয়াট ও ভিত্তিহীন অপপ্রচারণা চালাচ্ছে। ইউপিডিএফের কিছু সুবিধাভোগী ব্যক্তি এ ধরনের অপপ্রচার চালাচ্ছে।

ইউপিডিএফ কর্তৃক এ ধরনের বানোয়াট ও ভিত্তিহীন অপপ্রচারণর ঘটনা নতুন নয়। ইদানীং জেএসএসের সিনিয়র সদস্যদের মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত করে ইউপিডিএফ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অপপ্রচার চালিয়ে আসছে। মাদক যেহেতু একটি স্পর্শকাতর বিষয়, তাই সস্তায় মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের হীনউদ্দেশ্যে এভাবে মাদক ব্যবসার সাথে জেএসএসকে জড়িত করে ইউপিডিএফ বানোয়াট তথ্য প্রচার করে আসছে।

সাম্প্রতিককালে ইউপিডিএফের রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক দেওলিয়াত্ব জনগণের নিকট আরো সুস্পষ্ট হয়েছে। তাই তারা এখন জনসংহতি সমিতির বিরুদ্ধে নোংরাভাবে উঠেপড়ে লেগেছে। তারই অংশ হিসেবে সম্প্রতি ইউপিডিএফ টাকার বিনিময়েও জেএসএসের বিরুদ্ধে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যেও দুয়েকটি দৈনিকে এধরনের মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন সংবাদ প্রকাশ করে আসছে।

সাজেকে ইউপিডিএফ (প্রসিত) গ্রুপ কর্তৃক সাধারণ জনগণকে হয়রানি ও জোরপূর্বক চাঁদা দাবি

গত ২২ জুন ২০২৫ রাঙ্গামাটি জেলাধীন বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের অন্তত ১৯ জনকে জোরপূর্বক ডেকে নিয়ে হয়রানি ও চাঁদা দাবির ঘটনা ঘটেছে বলে জানা যায়।

একাধিক সূত্রে জানা যায়, শেলথাই পাড়া, হাজ্জেপাড়া, জামপাড়া, অরুনপাড়া, লংটিয়ান পাড়া, তারুমপাড়া, নিউ টাংটাং, ওল্ড টাংটাং পাড়ার মোট ১৯জনকে প্রথমে যোগাযোগ করার জন্য ইউপিডিএফ (প্রসিত) সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রু অরুনপাড়ায় আসতে বলে। পরে আরো অরুনপাড়া থেকে বুইয়াছড়ি যেতে বলে। এরপর তাদেরকে বুইয়াছড়ি নিয়ে যাওয়ার পর ২ রাত রাখা হয়। সেখানে তাদেরকে ঠিক মতো খাবার না দেওয়ার খবর জানা যায়। এমনকি তারা সেখানে যেতে জনপ্রতি বোট বাড়া ৬০০ টাকা খরচ হয়।

অন্যদিকে অরুনপাড়া গ্রামের কার্বারি বাচনা ত্রিপুরা একটি হলুদ ভাঙ্গার মেশিন ইউপিডিএফকে না জানিয়ে কালু সিমিনে ছড়ায় বসায়। যার কারণে অন্যায়ভাবে অরুনপাড়া কার্বারি বাচনা ত্রিপুরাকে ৫লক্ষ টাকা চাঁদা দাবি করে ইউপিডিএফ (প্রসিত) এর সশস্ত্র কমান্ডার উত্তম এবং জনম। তারা আরো জানিয়ে দেয়, ঐ মেশিনটি ৩দিনের মধ্যে অরুনপাড়ায় নিয়ে আসার জন্য এবং এক মাসের মধ্যে ৫ লক্ষ টাকা দিতে না পারলে তারা পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

এই ঘটনায় নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ভুক্তভোগী গ্রামবাসী জানান, ইউপিডিএফ (প্রসিত) সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রুপ কর্তৃক এই ধরনের ন্যাক্কারজনক কাজ প্রতিনিয়ত চলমান রয়েছে। গ্রামবাসীর কাছ থেকে অন্যায়ভাবে চাঁদা দাবি, মারধর, বিভিন্ন হয়রানি এমনকি মেরে ফেলার হুমকি পর্যন্ত দিয়ে আসছে। যার কারণে সেখানে বসবাসরত জুম্মরা দিন দিন এই নিপীড়ন থেকে পরিত্রাণের উপায় খুঁজঁছেন।

সেটেলার কর্তৃক হামলা ও ভূমি বেদখল

লামার সরই ইউনিয়নে ভূমি রক্ষা কমিটির বিরুদ্ধে রাবার ইন্ডাস্ট্রির ৬ মামলা দায়ের

লামা উপজেলার সরই এলাকার জয়চন্দ্র ত্রিপুরা পাড়ার বাসিন্দা বলেন, রিংরং ম্রো ২০২২ সাল থেকে সেখানে ৪০০ একর জুম ভূমি রক্ষা আন্দোলন করে আসছেন। সে সময় লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের বিরুদ্ধে ৪০০ একর জুম ভূমি নিজেদের ইজারা পাওয়ার দাবি করে আগুন দেওয়ার অভিযোগ উঠে। পরে সেখানে বেশ কয়েকটি ঘর নির্মাণ করেন ম্রো সম্প্রদায়ের লোকজন।

পরে ম্রো ও ত্রিপুরা বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে মোট ছয়টি মামলা করে লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ কর্তৃপক্ষ। এর মধ্যে একটি মামলা খালাস হয়। পরবর্তীতে পাঁচটি মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি ছিলেন রিংরং ম্রো। তাদের ব্যবহার করা একটা ঝিরির পানিতে কীটনাশক বিষ ঢেলে দেওয়ার অভিযোগে পাড়াবাসীরা মামলা করেন লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের বিরুদ্ধেও। কিন্তু এই মামলার অভিযুক্ত কারো বিরুদ্ধেই পুলিশ কোন ব্যবস্থা নেয়নি। উল্টো পুলিশ ভূমিদস্যু লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজের দায়েরকৃত মামলায় অভিযুক্ত ম্রো ও ত্রিপুরা গ্রামবাসীদের গ্রেফতার করে চলেছে।

রিংরং ম্রো'র ছেলে কলেজ শিক্ষার্থী যোহন ম্রো অভিযোগ করে বলেন, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ সালে সরইয়ে কোয়ান্টাম এলাকা থেকে তার বাবাকে গ্রেফতার করে একদল সাদা পোশাকের পুলিশ। বান্দরবান জেলার লামা উপজেলাধীন সরই ইউনিয়নের ৩০৩ নং ডলুছড়ি মৌজায় ম্রো ও ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের ৪০০ একর জুম ভূমি রয়েছে। যা ম্রো ও ত্রিপুরারা বংশ পরম্পরায় তিন গ্রামবাসী লাংকম পাড়া (ম্রো কারবারি), জয় চন্দ্রপাড়া (ত্রিপুরা) ও রেংইয়েন পাড়ার (ম্রো) ৩৯ পরিবার ভোগদখল করে আসছি। গত ৯ এপ্রিল ২০২২ লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের চেয়ারম্যান মোয়াজ্জেম হোসেন, প্রকল্প পরিচালক মো: কামাল উদ্দিন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো: জহিরুল ইসলাম গং ২০০ জনের অধিক মিয়ানমার থেকে বাস্তুচ্যুত বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের ভাড়া করে ভূমিজ সন্তান লাংকম পাড়া, জয় চন্দ্রপাড়া ও রেংয়েন পাড়াবাসীদের উক্ত জমি জোরপূর্বক দখলের চেষ্টা চালায় এবং ম্রো ও ত্রিপুরাদের লাগানো ফলদ চারা যেমন আনারস, বরই, আম, জাম, কাঠাল গাছ ও বাঁশবাগানসহ বিভিন্ন প্রজাতির গাছ কেটে সাফ করে দেয়। এরপর ২৬ এপ্রিল ২০২২ সালে তারা ওই জমির বাগানে আগুন দিয়ে প্রাকৃতির পরিবেশসহ লাখ লাখ টাকার সম্পত্তির ক্ষতি সাধন করেছে।

তিনি আরো বলেন, লামার বিস্তীর্ণ এলাকার জমি একসময় সম্পূর্ণ ম্রো ও ত্রিপুরাদের সমষ্টিগত মালিকানার অধীনে ছিল। সে সময় সেখানে পাহাড়িরা জুমচাষ করে জীবিকা নির্বাহ করত। তখন সেখানে কোন কোম্পানি ও ব্যক্তির নামে কোন প্রতিষ্ঠান বা বহিরাগতের জমি ছিল না।

মন্নানবাগান, মকবুল উকিল বাগান, ক্লিফটন এগ্রো, মেরিডিয়ান এগ্রো, গাজী গ্রুপ, লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ, নিজামপুর এগ্রো প্রোডাক্ট লিমিটেড, হামেলা হোসেন ফাউন্ডেশন, পাহাড়িকা প্লানটেশন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের নামে ভূমিদস্যুরা জুম্মদের জুমভূমি লীজ নেয়। এর ফলে সেসব জমি থেকে পাহাড়িরা উচ্ছেদ হয়ে যায়। রাবার বাগান সৃজনের কারণে ১৯৮৮ সালে ফাইয়ং পাড়া এবং ঙুইন পাড়া ধ্বংস হয়।

উক্ত দুই পাড়ায় ৮০ পরিবারের অধিক পাহাড়ির বসবাস ছিল। অনুসন্ধানী তথ্য মতে, লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ডলুছড়ি মৌজায় ১৯৮৮-৮৯ সালে ১৬ জন শেয়ারহোল্ডারে নামে জনপ্রতি ২৫ একর করে মোট ৪০০ একর এবং ১৯৯৩-৯৪ সালে একই মৌজায় ২৮ জনের নামে জনপ্রতি ২৫ একর করে মোট ৭০০ একর ও ১৯৯৪-৯৫ সালে ৪ জনের নামে ২৫ একর করে ১০০ একর জুম ভূমি লীজ নেয়। অর্থাৎ ডলুছড়ি মৌজায় মোট ৪৮ জনের নামে ১২০০ একর জমি লিজ নিয়েছিল। অপরদিকে একই ইউনিয়নের সরই মৌজায় ১৬ জন শেয়ারহোল্ডার ২৫ একর করে মোট ৪০০ একর ভূমি লিজ নেয়। অর্থাৎ লামা রাবার ইন্ড্রাষ্টিজ লিমিটেড ৪০ বছরের জন্য ৬৪ জনের নামে দুই মৌজায় (১৯৮৮-১৯৯৪) সর্বমোট ১৬০০ একর জমি লিজ নেয়।

তবে লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর নামে দলিলে লিজ নেওয়া জমির পরিমাণ ১,৬০০ একর হলেও বাস্তবে তার পরিমাণ ৩,০০০ থেকে ৩,৫০০ একরেরও বেশি। লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এত বিশাল পরিমাণ জমি নানান কায়দায় বেদখল করেও ক্ষান্ত হয়নি এবং তার জমির ক্ষুধা মেটেনি। এখন কোম্পানিটির লোলুপ দৃষ্টি পড়েছে পূর্ব দিকে অবস্থিত লাংকমপাড়া, জয়চন্দ্র পাড়া এবং দক্ষিণে রেংয়েন পাড়ার জমি। এই জমিতেও তারা রাবার বাগান সৃজন করতে চাইছে। লিজ চুক্তিতে ইজারা গ্রহীতাদের ২৮টি শর্ত দেওয়া হলেও কোনটিই তারা মেনে চলেনি।

রংধজন ত্রিপুরা বলেন, ম্রো ও ত্রিপুরাদের ৪০০ একর জুম ভূমি ধ্বংস ও অগ্নিসংযোগের ঘটনার পর উদ্ভূত সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের উদ্যোগে পরিষদের সদস্য মোজাম্মেল হক বাহাদুরকে প্রধান করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট

তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি ১০ মে ২০২৩ সালে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করেন এবং পাড়াবাসীদের সাথে কথা বলেন। তাদের রিপোর্টের ভিত্তিতে বান্দরবান জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ক্যশৈহ্লা ১৯ মে ২০২৩ সালে লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর সকল ইজারা বাতিল, ক্ষতিগ্রস্ত ম্রো ও ত্রিপুরাদের জুমচাষ এবং বাগান উন্নয়নে সহযোগিতা প্রদান, অগ্নিসংযোগকারীদের গ্রেফতারসহ ৪ দফা সুপারিশ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ও স্থায়ী কমিটি বরাবরে প্রেরণ করেন।

এরপর ২১ মে ২০২৩ সালে ৪০০ একর জমি সংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসার লক্ষ্যে বান্দরবান জেলা প্রশাসন কর্তৃক স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক মো: লুৎফর রহমানকে প্রধান করে গঠিত ৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির উদ্যোগে লামার ৫নং সরই ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। শুনানিতে ৩৯ পরিবারকে পরিবার প্রতি ৫ একর করে জমি প্রদানের প্রস্তাব দেয়া হলে উপস্থিত গ্রামবাসী তা প্রত্যাখ্যান করেন।

সর্বশেষ গত ১৬ আগস্ট ২০২৩ সালে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং-এর সভাপতিত্বে অপর এক শুনানিতেও পূর্বের ন্যায় পরিবার প্রতি ৫ একর করে জমি দেয়ার প্রস্তাব দেয়া হয়। কিন্তু ভূমি রক্ষা কমিটি পুনরায় এই অন্যায্য প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।

দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে উল্লেখ করে রংধজন ত্রিপুরা বলেন, আমাদের পেছনে যাওয়ার আর কোন জায়গা নেই। আমাদের বাঁচার শেষ অবলম্বন ৪০০ একর জমি রক্ষার জন্য প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করা ছাড়া আমাদের আর কোন পথ খোলা নেই। ভূমিদস্যুদের এসব অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে হুমকি-ধমকি, মিথ্যা মামলা ও হামলার শিকার হতে হচ্ছে।

গত ১৩ জুলাই ২০২৩ সালে ভূমিদস্যু কামাল উদ্দিন, মোয়াজ্জেম হোসেন, জহির উদ্দিন গং ভূমি রক্ষা সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক রংধজন ত্রিপুরার প্রাণ নাশের উদ্দেশ্যে ডলুছড়ি হেডম্যান কার্যালয়ে তার উপর হামলা চালায়। এতে তিনি গুরুতর আহত হলে হাসপাতালে ৫ দিন চিকিৎসাধীন থাকতে বাধ্য হন। ভূমিদস্যুরা রেংয়েন কারবারি পাড়ায় নবনির্মিত অশোক বৌদ্ধ বিহারে হামলা চালিয়ে বিহার সম্পত্তি ভাঙচুর করে এবং ২টি বুদ্ধ মূর্তি লুট করে নিয়ে যায়। ভূমিদস্যু কামাল উদ্দিন গং ভূমি রক্ষা সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক রংধজন ত্রিপুরা, সদস্য সচিব লাংকম ম্রো, যুগ্ম আহ্বায়ক রেংয়েন ম্রো, যুগ্ম আহ্বায়ক ফদরাম ত্রিপুরা, সদস্য মথি ত্রিপুরাসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা দায়ের করেছে।

লামায় শ্মশান দখল করে কটেজ নির্মাণ, সরকারি লীজের জমিতে বাগানের পরিবর্তে রিসোর্ট নির্মাণ

বান্দরবানের লামা উপজেলার মিরিঞ্জা এলাকায় সরকারিভাবে 'আর' হোল্ডিং-এর মাধ্যমে বাগান সৃজনের জন্য বরাদ্দকৃত লীজের জমির (পাহাড়ের) উপর গড়ে তোলা হয়েছে বিপুল সংখ্যক কটেজ ও রেস্তোঁরা। এইসব অনেকেই নামে-বেনামে ভূয়া কাগজপত্র দেখিয়ে জমি জবরদখলের অভিযোগ তুলছে স্থানীয় পাহাড়ি-বাঙালি জনসাধারণ।

লামা উপজেলার ২৮৪ নং ইয়াংছা মৌজার ৩নং ফাঁসিয়াখালী ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ড মিরিঞ্জা বাগান পাড়া, বড় পুইত্যা ত্রিপুরা পাড়া, লাংগি পাড়া, মেনচিং ম্রো পাড়াসহ এখানে প্রায় ২ শত আদিবাসী পরিবার বসবাস করে।

স্থানীয় বাসিন্দা বীর বাহাদুর ত্রিপুরা ও মেনচিং ম্রো বলেন, আমরা এখানে ত্রিপুরা এবং ম্রো সম্প্রদায় দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করে আসছি এক সাথে। কয়েক মাস আগে লামা উপজেলার পৌর মেয়র জহির ইসলামের ভাই আমির হোসেনের নেতৃত্বে আমাদের শ্মশানভূমি জবরদখল করেন। দখল করার পর জঙ্গল কেটে বিলাস রিসোর্ট নামে একটি কটেজ ও রিসোর্ট গড়ে তুলেন। তারা আরও বলেন, আমাদের শ্মশানভূমি জবরদখল করার প্রতিবাদ জানিয়ে লামা উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও), বান্দরবান জেলার জেলা প্রশাসক (ডিসি), বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বরারব অভিযোগ দেওয়া পরও কোন প্রতিকার পাইনি।

লামা উপজেলার ২৯৩ নং ছাগলখাইয়া মৌজার স্থানীয় বাসিন্দার মো: শাহাজান নামের স্থানীয় এক ব্যক্তি বলেন, 'মিরিঞ্জা পাহাড়ের চূড়ায় সরকারিভাবে 'আর' হোল্ডিং মূলে বাগান সৃজনের জন্য লীজ আকারে জমি বরাদ্দ করা হলেও বাগান সৃজন না করে বিভিন্ন নামে বেনামে কাগজ দেখিয়ে জমি জবরদখল করে কটেজ ও রিসোর্ট নির্মাণ করা হচ্ছে।' তিনি আরও বলেন, এখানে যে বাগানগুলো ছিল সেগুলোতে গাছপালা কেটে এবং পাহাড় কেটে রাস্তার তৈরি করে কটেজ হচ্ছে। সাজেকের মত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে ব্যাঙের ছাতার মতো গড়ে তুলা কটেজগুলো।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে আরেকজন স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, যদি উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ সরকারি লীজকৃত জমিগুলো সঠিকভাবে যাচাই-বাছাই করে তাহলে অধিকাংশ কটেজ কাগজপত্র দেখাতে পারবে বলে আমার মনে হয় না। আগামী বর্ষাতে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হলো মিরিঞ্জা পাহাড়। তিনি আরও বলেন, লামা উপজেলার ছাগলখাইয়া মৌজার অংশে এখন শুধু জবরদখল বাণিজ্য চলছে।

জবরদখল ও নামে বেনামে বাগান সৃজন করার জন্য লীজের বরাদ্দকৃত পাহাড়ে গড়ে উঠা রিসোর্টসমূহের মালিকের নাম নিম্নে দেয়া গেল– মিরিঞ্জা ভ্যালীর মালিক মো: জিয়া উদ্দীন, মিরিঞ্জা ৯৭ রিসোর্ট-এর মালিক মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, সাংগ্রিলা হিল রিসোর্টের মালিক মোহাম্মদ জাহেদুল মাওলানা, রিভার ভিউ রিসোর্টের মালিক মো: জামাল উদ্দিন ভুটু, মিরিঞ্জা রিসোর্টের মালিক মো: আব্দুর রহিম, সবুজ স্বর্ণ রিভার ভিউ-এর মালিক চহ্লামং মারমা, মিরিঞ্জা মেঘালায় রিসোর্টের মালিক মিরাজ উদ্দিন, বিয়ার হিল লামার মালিক এডভোকেট সাদেকুল মাওলা, মিরিখ্যায়ং ইকো রিসোর্টের মালিক মো: রফিক উদ্দিন, মাউন্টেইন উইস্পার কটেজের মালিক গোলাম আকবর, চুংদার বক রিসোর্টের মালিক মো: সাব্বির রহমান, মিরিঞ্জা মিট ভ্যালির মালিক পুনম বড়ুয়া, রয়েল মিল রিসোর্ট এন্ড রেস্টুরেন্টের মো: রাসেল চৌধুরী।

সবুজ দিগন্ত এগ্রো এন্ড রিসোর্টের মালিক মো: ফাহিম শাহারিয়ার ইশান, গ্রীন হেভেন রিসোর্টের মালিক মোয়াজ্জেম হোসেন ও ম্যানক্রাক মুরুং, মিরিঞ্জা সানসেটের মালিক নূরুল ইসলাম জিসান ও নুর মোহাম্মদ মিন্টু, আগারং রিসোর্টের সানজিতা চাকমা, রয়েল রিসোর্টের মালিক রাসেল চৌধুরী, তংথমাং রিসোর্টের মালিক মো: তানফিজুর রহমান, মিরিঞ্জা ক্লাউড ভ্যালির মালিক মো: আলমগীর হোসেন, মিরিঞ্জা সান রাইজের মালিক মো: সোলতান অকোর মুমিন, সুখিয়া জ্যালির মালিক এম. বশিরুল আলম, মিরিঞ্জা মেঘ মাতং-এর মালিক মো: ফারুক হোসেন, মিরিঞ্জি ট্রিলস-এর মালিক শাহনেওয়াজ, মিরিঞ্জা লাতং ভ্যালীর মালিক বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য, মিরিঞ্জা হাফং-এর মালিক মো: ছালা উদ্দিন, এস কে ওয়াল্ড-এর মালিক সিংক্য মং মারমা, এসকে মিরিঞ্জা হেভেন রিসোর্টের মালিক আবু সুফিয়ান, মিরিঞ্জা পাহাড়িকার মালিক মাইনু উদ্দীন পিকলু।

মিরিঞ্জা হিল কুঠির মালিক দিদারুল ইসলাম, মারাইংছা হিল রিসোর্ট এন্ড রেস্টুরেন্টের মালিক মো: সাইদুর রহমান, মিরিঞ্জা কুটিং-এর মালিক এডভোকেট মিজানুর রহমান, মিরিঞ্জা গ্রীণ ভ্যালীর মালিক মো: ওমর ফারুক, হিল স্কিপ-এর মালিক মাসুম, টপ পয়েন্ট-এর মালিক রফিক, মেঘ নিড়-এর মালিক রেংপং ম্রো, সবুজ নিবাস ও মেঘ ভেলার মালিক দেলোয়ার হোসেন রফিক, ডেঞ্জার হিল-এর মালিক সাদ্দাম হোসেন, রিভার ভিউ রিসোর্ট, হিল স্টেশন, মায়ারুন ইকো রিসোর্টের মালিক মো: জাকির হোসেন পুলক, ন্যাচারাল ভিউর মালিক অখই, ম্রো কিম -এর মালিক ডেনিয়েল ম্রো, জঙ্গল বিলাশ-এর এড. সাদ্দাম হোসেন মানিক, গ্রীন হ্যাভেন, সুখিয়া ভ্যালী, প্যারাডাইস-সহ আরও অসংখ্য কটেজ ও রিসোর্টের নির্মাণ কাজ চলমান আছে।

লামায় ম্রো পাড়ার পাশে রাবার ফ্যাক্টরি স্থাপনে পরিবেশ বিপর্যয়ের আশঙ্কা, স্থানীয়দের ক্ষোভ

বান্দরবানের লামা উপজেলার সরই ইউনিয়নে আন্ধারী খালের উৎপত্তিস্থলে বিশাল রাবার ফ্যাক্টরি নির্মাণের প্রাথমিক কাজ শুরু করেছে লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড।

এতে স্থানীয় কয়েক হাজার পাহাড়ি বাঙালি জনসাধারণের কৃষি, মৎস্য চাষ ও দৈনন্দিন প্রয়োজন পূরণের একমাত্র পানির প্রাকৃতিক উৎস আন্ধারী খাল এর পানি দূষণের আশঙ্কা করছেন স্থানীয় বাঙালি ও পাহাড়ি জনগণ।

আন্ধারী খালের পাশের ম্রো পাড়ার প্রধান কারবারি রুমতুই ম্রো বলেন, এই খালটির আমাদের জীবন জীবিকার অন্যতম সহায়ক। এ খালটি সুপীয় পানির একমাত্র উৎস। লামা রাবার এক হাজার ছয়শত একর জমি থাকতে খালের উৎপত্তিস্থলে এসে কেন ফ্যাক্টরি বানাতে হবে? তারা চায় আমরা সবাই চাষাবাদ করতে না পেরে এলাকা ছেড়ে চলে যাই? তারা জমি ও পাহাড় কাটছে।

৮নং ওয়ার্ড এর সাবেক মেম্বার আব্দুল হালিম বলেন, লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজের উচিত অন্য স্থানে ফ্যাক্টরি নির্মাণ করা। না হলে রাবার ফ্যাক্টরির বর্জ্য খালের পানি দূষিত করবে। বর্জ্য মিশ্রিত খালের পানি দিয়ে চাষাবাদ ও দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার করলে মানুষ নানা রকম মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হবে। আমি নিজেও এই খালের উপর নির্ভর। তাছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড কলেজ এর কয়েক হাজার শিশু কিশোর ও এই পরিবেশ দূষণের শিকার হবে।

সরজমিন তদন্তে গেলে স্থানীয় লোকজন জানায়, এই ফ্যাক্টরি নির্মাণ করা হচ্ছে জনবসতি, আবাসিক ও স্কুল ক্যাম্পাস-এর খুব কাছেই। অনতিবিলম্বে ফ্যাক্টরি অন্যত্র স্থাপনের জোর দাবি জানান সরইয়ের জনগণ।

আলিকদমের মারাইংতং পাহাড়ে জমি দখল করে মেঘচূড়া হিল রিট্রিট নির্মাণ

বান্দরবানের আলিকদমে মারাইংতং পাহাড়ের চূড়ায় অবৈধভাবে জুম ভূমি ও মৌজা ভূমি দখল করে একজন ম্রো ব্যক্তির নামে ভূয়া আর হোল্ডিং-এর কাগজ দেখিয়ে ঢাকার বহিরাগত লোকজন দিয়ে মারাইংতং জেদী পাহাড়ের চূড়ায় ২নং চৈক্ষ্যং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জয়নাল আবেদীন ৩০% মালিকানা ও আলিকদম উপজেলার বহিরাগত ব্যক্তি কণ্ঠশিল্পী তাসিফ খান ও মো: মাসুম, মো: সাখাওয়াত হোসেনসহ বিশাল সিন্ডিকেট ৭০% মালিকানা নিয়ে ইউপি চেয়ারম্যান জয়নাল আবেদীনের সাথে একশত বছরের চুক্তিতে মারাইংতং পাহাড়ে মেঘচূড়া হিল রিট্রিট নামে একটি কটেজ ও রিসোর্ট গড়ে তোলা হয়েছে।

মারাইংতং পাহাড়ে বসবাসরত ম্রো জনগোষ্ঠীর লোকজন বলেন, 'বিগত সময়ে আমরা এই পাহাড়ে জুম চাষ করতাম। গত ২০২২ সাল থেকে চেয়ারম্যান জয়নাল আবেদীনসহ বেশ কয়েকজন বহিরাগত লোকজন নিয়ে এসে জুম ভূমি ও মৌজা ভূমি দখল করে একজন ম্রো ব্যক্তির নামে ভূয়া আর হোল্ডিং এর কাগজ দিয়ে মারাইংতং জেদী পাহাড়ের চূড়ায় ২নং চৈক্ষ্যং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জয়নাল আবেদীন, বহিরাগত ব্যক্তি কণ্ঠশিল্পী তাসিফ খান ও মো: মাসুম, মো: সাখাওয়াত হোসেনসহ বিশাল সিন্ডিকেট নিয়ে জমি দখল করে নেন।'

মেনপয় ম্রো বলেন, ২৮৯ নং তৈনফা মৌজার হেডম্যান মংক্যানু মারমা এক একর প্রতি এক লক্ষ টাকা হারে টাকা

নিয়ে বহিরাগতদের কটেজ ও রিসোর্ট নির্মাণ করার জন্য হেডম্যান রিপোর্ট মূলে দখল দিয়েছেন বলে জানান। এ বিষয়ে ২৮৯ নং তৈনফা মৌজা হেডম্যান মংক্যানু মারমাকে কল দিলে তিনি এই প্রতিবেদক বলেন, 'আমি একটু ব্যস্ত আছি, পরে কথা বলছি বলে কল কেটে দেন। এরপর আর কল রিসিভ করেন নাই।'

মেঘচূড়া হিল রিট্রিট এর বিষয়ে জানতে ২নং চৈক্ষ্যং ইউপি চেয়ারম্যান জয়নাল আবেদীনকে ফোন করলে তিনি বলেন, মেঘচূড়া হিল রিট্রিট কটেজটা ম্রো থেকে আর হোল্ডিং মূলে কিছু জমি কিনে নেওয়া হয়েছে। বাকি জমির দখলগুলো হেডম্যান থেকে রিপোর্ট নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।

এদিকে চৈক্ষ্যং মৌজার ২নং চৈক্ষ্যং ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ড ছিনারী বাজার এলাকার পানির ঝিরিতে অবৈধভাবে জুম ভূমি ও মৌজা ভূমি এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন জমিতে ডাক্তার সিরাজ, মেম্বার শাহাজান সিরাজ, মো: কামাল, মো: ইয়াসিনসহ আরও অনেক ব্যক্তি অবৈধ বাদুরগুহা পর্যটন স্পট গড়ে তোলা হয়েছে। এখানে পাদুই কার্বারী পাড়া, কাইরীপাড়া, চিনারী বাজার ত্রিপুরা পাড়ার লোকজন পাহাড়ে জুম চাষাবাদ করেন।

কাইরীপাড়ার লোকজন নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, 'বাদুরগুহা পর্যটন স্পট হওয়ার কারণে আমরা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগছি। এখানের পাহাড় দখল করে বহিরাগত লোকজন বিভিন্নভাবে ভূয়া কাগজপত্র দিয়ে জমি দখল নেওয়ার চেষ্টা করছে বলে জানান।'

এই বিষয়ে ডাক্তার সিরাজ বলেন, বাদুরগুহা সুরঙ্গ টানেলসমুহ প্রকৃতির হাজার বছরের অবদান। তার জন্য আমরা কয়েকজন, প্রকৃতির নিদর্শন সুরক্ষা, পরিবেশ উন্নয়ন বিনোদনের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি সংঘ আকারে, গত ২০২২ সাল থেকে কাজ করছি। এখানে কারো জমি দখল করা হয়নি বলে দাবি করেন তিনি।

চৈক্ষ্যং মৌজার হেডম্যান ঞোমং মারমা বলেন, ডাক্তার সিরাজ তারা কিভাবে জমি নিয়েছে তা আমি জানি না।

রাজস্থলীতে মগ পার্টির পক্ষ হয়ে সেটেলার বাঙালিদের বেপরোয়া সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি, জনগণ অতিষ্ঠ

রাঙ্গামাটি জেলার রাজস্থলী উপজেলায় সেনা-মদদপুষ্ট সন্ত্রাসী সংগঠন মগ পার্টির পক্ষ হয়ে বেশ কয়েকজন চিহ্নিত সেটেলার বাঙালি সন্ত্রাসী বিভিন্ন এলাকায় ও বাজারে বেপরোয়া চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে বলে একাধিক সূত্রে খবর পাওয়া যায়। এতে এলাকার ভুক্তভোগী সাধারণ জনগণ অতিষ্ঠ ও অসহায় হয়ে পড়ে বলে জানা যায়।

শফিকুল ইসলাম, সাইদুল, বেলাল, প্রান্ত ঘোষ রনিসহ অন্তত ১২ হতে ১৫ জন চিহ্নিত সেটেলার বাঙালি বিভিন্ন এলাকায় ভাগ হয়ে মগ পার্টির প্রতিনিধি ও চাঁদা সংগ্রাহক হিসেবে পরিচয় দিয়ে এলাকার মানুষের কাছ থেকে জোরপূর্বক চাঁদা সংগ্রহ ও বিভিন্ন ব্যক্তিকে মারধর করছে এবং অনেককে হুমকি

দিচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। বিশেষ করে রাজস্থলীর পোয়াইতু পাড়া এলাকায় অবস্থান নিয়ে রাজস্থলী বাজার, ৫ নাম্বার বাজার, বাঙ্গালহালিয়া বাজার, রাইখালী বাজারসহ রাঙ্গুনিয়ার লিচুবাগান সহ বিভিন্ন এলাকায় চাঁদাবাজি করছে তারা।

মগ পার্টির হয়ে সেটেলার বাঙালিদের কর্তৃক প্রকাশ্যে এহেন চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের সাথে স্থানীয় সেনাবাহিনীর যোগসাজস ও মদদ রয়েছে বলে ভুক্তভোগী অনেকের অভিযোগ। তাদের ধারণা, স্থানীয় সেনাবাহিনীও চাঁদার একটি বড় অংশ ভাগ পায়।

স্থানীয়রা জানান, শফিকুল ইসলাম, সাইদুল, বেলাল, প্রান্ত ঘোষ রনিসহ ১২ হতে ১৫ জন সেটেলার বাঙালির মাধ্যমে নাইক্যছড়া, ফুলতলি, মতিপাড়া, কাড়িগর পাড়া এবং ডংছড়ি আর্মি ক্যাম্পের পাশে অবস্থান নিয়ে চাঁদাবাজি করছে মগ পার্টি। চাঁদা দিতে না পারলে মারধর করছে তারা। সাধারণ ক্ষেত-খামারি ও সবজি বিক্রেতাও চাঁদাবাজিরর শিকার হচ্ছে।

জানা গেছে, প্রশাসনের নাকের ডগায় এসব চাঁদাবাজি হচ্ছে। এছাড়া কিছু উঠতি বয়সী সেটেলার বাঙালি ছেলেদের টাকা দিয়ে তাদের মাধ্যমে জনসংহতি সমিতির সদস্যদের বিরুদ্ধে তথ্য সংগ্রহ করছে মগ পার্টির সদস্যরা। সেসব সেটেলার বাঙালি ছেলেরা ব্যবসায়ী ছদ্মবেশে পাহাড়ি অধ্যুষিত এলাকায় ঢুকছে। এসব ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সেনা ক্যাম্পে অভিযোগ দিলেও কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি। এতে করে এক ধরনের অস্বস্তি ও আতঙ্ক বিরাজ করছে রাইখালী, ডংনালা, ফুলতলি, কারিগর পাড়া, বাঙ্গালহালিয়া, শরীয়তপুর, ৫ নাম্বার, রাজস্থলী ও নাক্যছড়া এলাকায়। মগ পার্টিসহ ঐসব সেটেলার বাঙালিদের অত্যাচার, অনাচার ও চাঁদাবাজির কারণে অতিষ্ঠ সাধারণ জনগণ।

নিম্নে কয়েকজন চিহ্নিত সন্ত্রাসী ও চাঁদা সংগ্রহকারীর পরিচয় দেয়া হলো:

মগ পার্টির অন্যতম ভাড়াটে সন্ত্রাসী, চাঁদা ও অস্ত্র সংগ্রহকারী হচ্ছে শফিকুল ইসলাম। তার বাড়ি রাজস্থলী উপজেলার বাঙ্গালহালিয়ার ৪ নাম্বার এলাকায়। বর্তমানে তা বান্দরবানের রাজবিলা ইউনিয়নের অধীনে পড়েছে। মিতু মেম্বারের বাড়ির পাশেই তার বাড়ি। জানা গেছে, সে ট্রাকও চালায়। সে ব্যবসায়ী ছদ্মবেশে পার্বত্য এলাকায় বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ায় এবং মগ পার্টি ও সেনাবাহিনীর তথ্য সংগ্রাহক হিসেবেও কাজ করে। রাজস্থলী, বাঙ্গালহালিয়া, রাইখালীর মতিপাড়া, ফুলতলী, বান্দরবান সদরের রাজবিলা ও কুহালং-এ গিয়ে ব্যবসায়ী সেজে তথ্য সংগ্রহ করে। বহু নিরীহ মানুষকে মারধর করা এবং পাহাড়ি নারী ধর্ষণের অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। এই শফিকুলের কাছে সবসময় ২টি পিস্তল থাকে বলে জানা যায়। মগ পার্টির সদস্যরা যখন গ্রুপ নিয়ে টহলে যায়, তখন এই শফিকুলও অস্ত্র নিয়ে তাদের সাথে যোগ দেয়।

মগ পার্টির আরেক চাঁদা কালেক্টর সাইদুল এর বাড়ি বাঙ্গালহালিয়ার ২ নাম্বার এলাকায়। সে কোমড়ে পিস্তল গুজিয়ে ফুলতলী ও বাঙ্গালহালিয়া বাজারে নিয়মিত চাঁদা সংগ্রহ করে থাকে স্থানীয়দের অভিযোগ। অপরদিকে, মগ পার্টির প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করা বেলাল কাঠ ব্যবসায়ী সেজে পাহাড়ি অঞ্চলে ঘুরে বেড়ায়, মগ পার্টি ও সেনাবাহিনীর জন্য বিভিন্ন তথ্য ও চাঁদা সংগ্রহ করে এবং বিভিন্ন ব্যক্তিকে হুমকি দেয় বলে জানা যায়।

আলিকদম ও লামায় বৌদ্ধ বিহারে জমি দখল করে কটেজ নির্মাণ

বান্দরবানের আলিকদম ও লামা উপজেলা সীমান্তবর্তী ২৮৫ নং সাঙ্গু মৌজায় মারাইংতং জাদী এলাকায় বৌদ্ধ বিহারের জমি দখল করে বহিরাগত লোকজন কর্তৃক কটেজ নির্মাণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। লামার সাঙ্গু মৌজার হেডম্যান চংপাত ম্রো কর্তৃক অবৈধভাবে উক্ত জায়গাটি বহিরাগত রিসোর্ট মালিকের নিকট লিজ দেয়া হয়েছে বলে জানা যায়।

রংরাং ইকো রিসোর্ট ও বহিরাগত বাঙালির সাথে লামা উপজেলার আওয়ামীলীগের সভাপতি ও গজালিয়া ইউপি চেয়ারম্যান বাথোয়াইচিং মারমার ছেলে উ থোয়াইহ্লা মারমার মাধ্যমে ৫০ লক্ষ টাকার চুক্তি মূল্যে হেডম্যান কর্তৃক মারাইংতং জাদী পাহাড়ের চূড়ায় জমি লিজ দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, লামা উপজেলার ২৮৫ নং সাঙ্গু মৌজার হেডম্যান চংপাত ম্রো কর্তৃক মারাইংতং পাহাড়ে বসবাসরত জনগোষ্ঠী ম্রোদেরকে জুম চাষ করতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়। এইসব এলাকায় লাংরুই কার্বারি পাড়া, মাংক্রাই কার্বারি পাড়া, নতুন ম্রো পাড়া, রোয়াজা কার্বারি পাড়ার লোকজন দীর্ঘদিন এ মৌজার প্রজা হিসেবে বসবাস ও জীবিকা নির্বাহ করছেন বলে জানান।

সূত্র আরও জানান, ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামীলীগের দোসর গজালিয়া ইউপি চেয়ারম্যানের ছেলে উ থোয়াইহ্লা মারমা, সাঙ্গু মৌজার হেডম্যান চংপাত ম্রো ও অক্সি মামুন নামের জনৈক বাঙালি মিলে স্থানীয় ম্রো জনগোষ্ঠীকে জুম চাষ না করতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠছে। তারা ৫০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে হেডম্যান থেকে একশত বছরের চুক্তি মূল্য কিনে নিয়েছে বলে দাবি করেন স্থানীয় ম্রো জনগোষ্ঠীর কাছে।

রোয়াজা পাড়ার লোকজন নাম প্রকাশ না করার শর্তে এই প্রতিবেদককে বলেন, লামা উপজেলার ২৮৫ নং সাঙ্গু মৌজার হেডম্যান বিভিন্ন সময় অবৈধভাবে সরকারি সেগুন বাগান বিক্রি করেন। তারা আরও বলেন, 'চংপাত ম্রো হেডম্যান আমাদেরকে খাওয়ার পানি ব্যবস্থা করে দিবে বলে নগদ ২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা নেওয়ার পরও এখনো খাওয়ার পানির ব্যবস্থা করেননি।'

গ্রামবাসীরা আরও বলেন, 'চংপাত ম্রো হেডম্যানের পিতার আমলে আমরা অনেক শান্তিতে থাকলেও বর্তমানে তার অত্যাচারে আমরা অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ছি। চংপাত ম্রো হেডম্যান আমাদের সীজনকৃত কলা বাগান, আম বাগান কেড়ে নিয়ে বহিরাগত লোকজনের নিকট বিক্রি করে দিয়েছেন ইতিমধ্যে।'

তথ্য সূত্রে আরও জানা যায়, গত ১ থেকে ২ মাস ধরে সাঙ্গু মৌজার হেডম্যান চংপাত ম্রো মাইরাংতং জাদী বৌদ্ধ বিহারের জমি দখল করে বাঙালিদের সহযোগিতায় পাহাড়ের চূড়ায় অবৈধভাবে কটেজ ও রিসোর্ট নির্মাণ করেন যা ইতিমধ্যে তিনি কক্সবাজারের ইনানী রিসোর্ট মালিকের কাছে ২০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে ১০ একর পাহাড় (জমি) লিজ প্রদান করেন। বহিরাগত বাংগালীসহ মিলে রংরাং ইকো রিসোর্ট নাম দিয়ে তড়িগড়ি করে ৩ টি জুম ঘর রিসোর্ট নির্মাণ করেন। সেগুলো স্থানীয় ম্রো, মারমা, তঞ্চঙ্গ্যা জনগোষ্ঠীর লোকজন মিলে ভেঙ্গে দিয়েছে বলে জানা যায়।

এছাড়াও তিনি কক্সবাজার টুরিস্ট জুন, সাজেক ভ্যালী, গ্রিন ভ্যালীর মালিকসহ অসংখ্য বহিরাগত লোকজনের কাছে পাহাড়ের জমি বিক্রি করেন বলে জানা যায়।

গোপন সংবাদের ভিত্তি আরও জানা যায় যে, বান্দরবানের বোমাং রাজা, হেডম্যান কার্বারী এসোসিয়েশন, পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্য খামলাই ম্রোসহ অসংখ্য ব্যক্তি সাঙ্গু মৌজা এলাকায় মারাইংতং জাদী পাহাড়ে রিসোর্ট ও কটেজ নির্মাণে নিষেধ করা সত্ত্বেও অব্যাহতভাবে নির্মাণ কার্যক্রম চলছে বলে জানা যায়।

রাঙ্গামাটিতে প্রশাসনের উপস্থিতিতে বিনা উস্কানিতে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক জুম্মকে মারধর

গত ১২ মে ২০২৫ সকাল আনুমানিক ১১ ঘটিকায় রাঙ্গামাটি সদরস্থ বনরূপা চৌমুহনীতে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর উপস্থিতিতে

বিনা উস্কানিতে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক প্রান্তর চাকমা নামে এক জুম্মকে বেধড়ক মারধর করা হয়।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, পার্বত্য চট্টগ্রামে অবৈধভাবে বসতিস্থাপনকারী সেটেলার বাঙালিদের সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাত্র পরিষদ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সাম্প্রদায়িক উস্কানি সৃষ্টি করার লক্ষ্যে এক সমাবেশ আয়োজন করে। এই সময় সকলের ন্যায় প্রান্তর চাকমাও সমাবেশে ভিডিও করলে ভিডিও বন্ধ করার জন্য সেটেলার বাঙালিরা নির্দেশ দেয়। এতে প্রান্তর চাকমা ভিডিও বন্ধ করে সেখান থেকে স্বাভাবিকভাবে চলে আসতে থাকে। কিন্তু উগ্র সেটেলার বাঙালিরা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টির লক্ষ্যে হঠাৎ তার উপর উপর্যুপরি হামলা শুরু করে। এসময় পুলিশ ও সেনাবাহিনীর উপস্থিতিতে বনরূপায় চৌমুহনীতে প্রান্তর চাকমাকে তারা বেধড়ক মারধর করে।

ভুক্তভোগী এরিস্টোফার্মা লি: কোম্পানির রাঙ্গামাটির প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন বলে জানা যায়। এসময় প্রান্তর চাকমার কাছ থেকে তার সাথে থাকা মোবাইল, কোম্পানির মালামাল ও নগদ ৪৩ হাজার টাকাও জোরপূর্বক ছিনতাই করে নেয় সেটেলার বাঙালিরা।

আলিকদমে বুদ্ধমূর্তি ভাঙচুর, স্থানীয়দের ক্ষোভ

গত ২১ মে ২০২৫ বিকাল আনুমানিক ৩:৩০ টার দিকে বান্দরবান জেলার আলিকদম উপজেলার মেরাইতং জাদীপাহাড়ে নির্মাণাধীন বুদ্ধমূর্তি ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। এতে স্থানীয় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

একটি সুত্র জানায়, বেশ কিছুদিন ধরে মেরাইতং জাদীর ভূমি নিয়ে জাদী কর্তৃপক্ষ ও চংপাত ম্রো হেডম্যানের গ্রুপের মধ্যে বিরোধ চলছিল। গত ২০ মে উভয় পক্ষের লোকজন জাদীতে উপস্থিত হয়ে এই সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনা

শেষে সবাই স্ব স্ব স্থানে চলে যায়। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই জাদির অন্য সেবকরা নির্মাণাধীন বুদ্ধমূর্তিটির হাত-পা সহ বেশ কিছু অংশ ভাঙা অবস্থায় দেখতে পায়। এসময় তারা কমিটির সভাপতি উ উইচারা মহাথেরোকে জানায়। পরে বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে সর্বত্র এ নিয়ে বেশ সমালোচনার সৃষ্টি হয়।

সূত্রটি জানায়, মেরাইতং বৌদ্ধ জাদী পরিচালনা কমিটির সভাপতি উ উইচারা মহাথেরো এই ঘটনায় লামা উপজেলার সাঙ্গু মৌজার হেডম্যান চংপাত ম্রোর নেতৃত্বে এই ভাঙচুর করা হয়েছে মর্মে অভিযোগ করেন। অপরদিকে, সাঙ্গু মৌজার হেডম্যান চংপাত ম্রো অভিযোগটি মিথ্যা বলে দাবি করেন। চংপাত ম্রো বক্তব্য, তিনি নিজেও একজন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এবং কেন মূর্তি ভাঙবেন তা বোধগম্য নয়। তিনি এই ঘটনাকে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বলেও উল্লেখ করেন।

আলিকদমে টাকার বিনিময়ে তৈনফা মৌজার হেডম্যান কর্তৃক বহিরাগতকে জমি দখল দেওয়ার অভিযোগ

বান্দরবান জেলার আলিকদমে থানচি সড়কের ১৩/১৪ কিলো এলাকার লিপ ঝিরির আশেপাশে ২৯১ নং তৈনফা মৌজার লাংড়ি কার্বারী পাড়া ও তলু কার্বারী পাড়ায় মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে ঢাকার বাসিন্দা রাশেদ মোর্শেদ এর নামে হেডম্যান প্রতিবেদন মূলে পাহাড়ের জমি দখল তুলে দেওয়ার অভিযোগ উঠছে হেডম্যান রেংপুং ম্রোর বিরুদ্ধে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বিগত ২০২১ সালে অবৈধভাবে জমি দখলের বিরুদ্ধে স্থানীয় ম্রো ও ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর অভিযোগের প্রেক্ষিতে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নির্বাহী কর্মকর্তা অভিযান চালিয়ে তাদের সকল কার্যক্রম বন্ধ করে দেন। তাদেরকে উক্ত পাহাড়ে কোন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা না করতে বিধিনিষেধ আরোপ করেন। পরবর্তীতে পুনরায় স্থানীয় বাসিন্দা চথুই প্রু মারমা বাবলির সহযোগিতায় আবার দখল করে সেগুন চারা রোপণ করা হয়েছে বলে জানা যায়।

স্থানীয় বাসিন্দা লেংরিং ম্রো ও ককলাম ম্রো বলেন, বহিরাগত লোক রাশেদ মোর্শেদ নামে এক ব্যক্তি রেংপুং ম্রো হেডম্যান থেকে টাকার বিনিময়ে রিপোর্ট নিয়ে জমিগুলো ২০২১ সালে এসে দখল করেন। দুই এক বছর তাদের কার্যক্রম বন্ধ থাকলেও এখন আমরা ধান চাষ বা জুম চাষ করতে গেলেও তাদের লোকজন এসে আমাদের জমিতে সেগুন চারা রোপণ করে বলে দাবি করেন তারা। তারা আরও বলেন, তারা আমাদেরকে জুম চাষ না করতে বাধা দিচ্ছে এবং জমিগুলো দখল করে নিতে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

২৯১ নং তৈনফা মৌজার স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, এ মৌজার হেডম্যান অনেক বয়স্ক ব্যক্তি হওয়ার কারণে তিনি তেমন কিছু বুঝেন না। তবে হেডম্যানের মুহুরি আলিকদম বাজার চৌধুরী আবু বক্কর এ অনিয়মগুলো করেন। কোনো যোগ্য ব্যক্তিকে হেডম্যান-এর দায়িত্ব দেওয়ার জন্য জোর দাবি করেন তারা।

থানচি সড়কের ১৩/১৪ কিলো এলাকায় জমি নেওয়ার বিষয়ে রাশেদ মোর্শেদ-এর কেয়ারটেকার আরিফ (বাবু) নামে একজন বলেন, বাবলির মাধ্যমে আমার স্যার রাশেদ মোর্শেদ টাকা দিয়ে হেডম্যানের প্রতিবেদন মূলে এখানে ১৫ একর জমি কিনেছে। তিনি আরও বলেন, এখন আমার স্যারের জমিতে ৮/১০ হাজার সেগুন চারা রোপণ করেছি।

২৯১ নং তৈনফা মৌজার হেডম্যান রেংপুং ম্রোর কাছে বহিরাগত লোকজনকে কিসের ভিত্তিতে রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমার কাছে চথুই প্রু মারমা বাবলি নামে একজন ব্যক্তি রাশেদ মোর্শেদকে নিয়ে আমার কাছে আসেন। তখন তারা একটি কটেজ করার জন্য কিছু জমি খোঁজেন। এরপর তাদেরকে আমি রিপোর্ট মূলে ৫ একর জমি দিয়েছি, বাকি জমিগুলো কিভাবে নিয়েছে আমি জানি না।

টাকা দিয়ে জেলার বহিরাগত লোকজনকে কেন রিপোর্ট দিলেন বলে জানতে চাইলে তিনি ফোন কেটে দেন এবং এরপর আর কল রিসিভ করেন নাই।

আলিকদমে বহিরাগত বাঙালি ও রোহিঙ্গা কর্তৃক ম্রো গ্রামবাসীর ভূমি বেদখলের পাঁয়তারা

বান্দরবান জেলার আলিকদম উপজেলার চৈক্ষ্যং ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডে বহিরাগত কিছু বাঙালি ও রোহিঙ্গা কর্তৃক থনওয়াই ম্রো নামের এক ম্রো গ্রামবাসীর ভূমি বেদখলের পাঁয়তারা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। ভুক্তভোগী থনওয়াই ম্রো তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি রক্ষায় দিশেহারা হয়ে পড়েছেন বলে জানা গেছে।

কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলা পরিষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও আওয়ামীলীগের সাবেক নেতা ফজল করিম সাঈদী এবং তার ঘনিষ্ট সহযোগী রোহিঙ্গা, বর্তমানে আলিকদম ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের দক্ষিণ পূর্ব পালং পাড়ায় বসবাসকারী উলা মিয়া (৪০), পীং-মৃত আমির হামজা এই ভূমি বেদখলের ষড়যন্ত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছেন বলে স্থানীয় একাধিক সূত্রে জানা গেছে। তাদের সহযোগী হিসেবে কক্সবাজারের চকরিয়ার দেলোয়ার হোসেন ওরফে মনিক্কা (৪০), গ্রাম-পালাকাটা, আব্দুল শুক্কুর, মো: সাজ্জাদ (২৮), গ্রাম-হাল কাকারা, মো: পটু (৪৫), গ্রাম-ডুলুহাজারা এবং আলিকদমের চৈক্ষ্যং ইউনিয়নের মো: তারেক (২৩), পীং-বাবুল মিয়া, গ্রাম-ফুটের ঝিরি, ৪নং ওয়ার্ড, মো: মুবিন (২৩), পীং-আক্তার হোসেন বুলু, গ্রাম-পানির ঝিরি, ৫নং ওয়ার্ড প্রমুখ ব্যক্তিগণ জড়িত রয়েছেন বলে জানা গেছে।

গত ১৩ জুন ২০২৫ আলিকদম থানায় সাধারণ ডাইরি (জিডি) করে ভুক্তভোগী থনওয়াই ম্রো লিখিতভাবে উক্ত ব্যক্তিগণ তার ভূমি বেদখল করার চেষ্টা চালাচ্ছেন, এজন্য তাকে প্রকাশ্যে ভয়ভীতি ও হুমকি প্রদর্শন করছেন, মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে হয়রানি করছেন এবং হত্যা করার পাঁয়তারা করছেন বলে অভিযোগ করেন।

জানা গেছে, অভিযুক্ত ফজল করিম সাঈদী ও উলা মিয়া কয়েক বছর ধরে ওই এলাকায় থিতু হয়ে নানা কার্যক্রম চালিয়ে আসছেন। ফজল করিম সাঈদী, প্রাথমিকভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপকের গবেষণার সুবাদে কাঠ সরবরাহের মাধ্যমে এলাকার সঙ্গে সম্পৃক্ত হন এবং পরবর্তীতে এলাকা দেখভালের দায়িত্ব পান। এ সুযোগে সেখানে তারা হাঁস-মুরগি ও গরুর খামার গড়ে তোলেন এবং পুকুরে মাছ চাষ শুরু করেন।

অভিযোগ রয়েছে, উলা মিয়া ২০২৪ সালের ১০ ডিসেম্বর অশ্বমনি ত্রিপুরা নামে এক ব্যক্তির কাছ থেকে জমি কেনার দাবি করে ভূমি অফিসে নামজারির আবেদন করেন। তবে উপজেলা কানুনগোর জমা দেওয়া তদন্ত প্রতিবেদনে বিক্রেতা ও ক্রেতা-দুজনেই ওই জমির দখলে নেই বলে উল্লেখ করা হয়। ফলে নামজারির আবেদন বাতিলের সুপারিশ করা হয়।

অপরদিকে, থনওয়াই ম্রো, পিতা-লাংরত কারবারি দীর্ঘ বছর ধরে ভূমিটি ভোগদখল ও আবাদ করে আসছিলেন। এমনকি ১৯৮১ সাল থেকে নিয়মিত খাজনাও দিয়ে আসছেন।

গত ২০২৫ সালের ১২ জুন রাতে কে বা কারা পুকুর এলাকার একটি ঘরে ভাঙচুর চালায়। এর জের ধরে ১৭ জুন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে থনওয়াই ম্রো সহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে

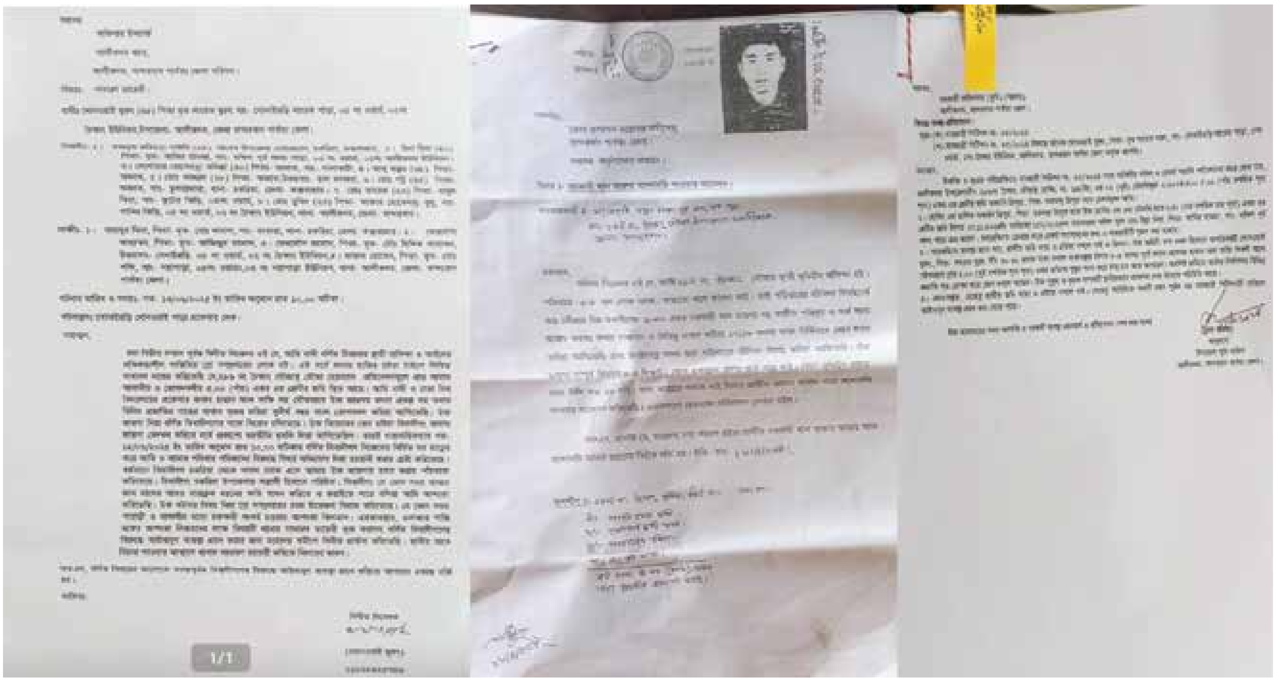

একটি নালিশি দরখাস্ত দাখিল করা হয়। আদালতের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ নাজমুল হোসাইন আগামী ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেন আলিকদম থানাকে।

এ বিষয়ে অভিযুক্তরা দাবি করেছেন, তারা ভাঙচুরের ঘটনায় জড়িত নন এবং ঘটনাস্থলেও উপস্থিত ছিলেন না। বরং তাদের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে বলে দাবি করেন তারা।

বাহাদুর নামের এক ব্যক্তি জানান, সাবেক চেয়ারম্যান ফজল করিম সাঈদী তাকে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে চাপ দিয়েছিলেন, যেন তিনি স্বীকার করেন যে, পুকুরের জমিটি সাঈদীর ক্রয়কৃত জমি। এতে রাজি না হওয়ায় তার ওপরও হুমকি-ধমকি আসতে থাকে।

থনওয়াই ম্রো অভিযোগ করেন, ‘হামলাকারীরা বলেছে, ‘এই জমি এখন আমাদের, চলে যাও, না হলে খারাপ ফল হবে।’ থানায় অভিযোগ করতে গেলে উল্টো তাঁর পরিবারকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর চেষ্টাও হয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

সাবেক মেম্বার খাইডেন ম্রো, লেংরু ম্রো, সুকুমার ত্রিপুরা, মো: শাহ আলম ও মো: ফয়েজ প্রমুখ স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, রোহিঙ্গা উলা মিয়া দীর্ঘদিন ধরে চৈক্ষ্যং এলাকায় থেকে পাহাড়ি ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জমি দখলের অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এসব কর্মকান্ডের পেছনে রয়েছে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা ও সুসংগঠিত একটি ভূমিদস্যু সিন্ডিকেট। তারা আরও বলেন, এ ধরনের ঘটনায় পাহাড়ি জনগণের ভূমি অধিকার ও নিরাপত্তা মারাত্মকভাবে হুমকির মুখে পড়েছে। তারা দ্রুত প্রকৃত দোষীদের চিহ্নিত করে যথাযথ আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানান।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একটি সূত্র জানায়, রোহিঙ্গা নাগরিক উলা মিয়া ভোটার হতে না পেরে চকরিয়া পৌরসভায় তথ্য গোপন করে ভোটার হন এবং পরে আলিকদম উপজেলায় স্থানান্তরিত হন। এতে যেসব জনপ্রতিনিধিরা সহযোগিতা করেছেন, তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

রাঙ্গুনিয়ায় এক আদিবাসী যুবককে গুলি করে হত্যা

চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় দুর্বৃত্তের গুলিতে এক মারমা যুবক নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। গত ২০ জুন ২০২৫ শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার সরফভাটা ইউনিয়নের খাইন্দার কুল এলাকায় তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। নিহত যুবকের নাম শিবুউ মারমা (৩৪)।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে যে, শিবুউ মারমা সরফভাটা বড়খোলাপাড়া এলাকার মারমাপল্লির বাসিন্দা চিংচালা মারমার ছেলে। তিনি পাহাড় থেকে লেবু এনে বিক্রি করতেন। তাঁর শ্বশুরবাড়ি চন্দ্রঘোনার রাইখালী এলাকায়। ২০ জুন তিনি স্ত্রীকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিলেন। সেখানে স্ত্রীকে রেখে আজ নিজের বাড়িতে ফিরছিলেন তিনি। পথে দুবৃত্তরা গুলি করে হত্যা করে।

আলিকদমে বন বিভাগ কর্তৃক ম্রো জনগোষ্ঠীর কলা ও পেঁপে বাগান ধ্বংস

গত ২১ জুন ২০২৫ তারিখে বান্দরবানে আলিকদম উপজেলায় ৩ নং নয়াপা ইউনিয়নের ৮ নং ওয়ার্ডের কইঁয়া ঝিড়ির মেনথক ম্রো পাড়া ও কাইংওয়াই ম্রো পাড়া ম্রো জনগোষ্ঠীর রোপণকৃত কলাবাগান ও পেঁপে বাগান লামা বন বিভাগ কর্তৃক কেটে ফেলার অভিযোগ পাওয়া যায়।

স্থানীয়দের অভিযোগ, লামা বন বিভাগের অধীন আলিকদম রেঞ্জের কর্মকর্তা ও বন প্রহরীদের একটি দল কোনো প্রকার নোটিশ কিংবা আলোচনা ছাড়াই মেনথক ম্রো ও কাইংওয়াই ম্রো পাড়ার বাসিন্দা যাংযুং ম্রো, রেংথাং ম্রো, ডিংওয়াই ম্রোয়ের আনুমানিক ছয় একর জায়গা জুড়ে প্রায় ১২০০ টি কলাগাছ ও ৪ টি উচ্চফলনশীল পেঁপে গাছ কেটে ফেলে দেয় এবং কলাবাগান কেটে কড়ই, গামারি ও কৃষ্ণ চূড়ার গাছ রোপণ করে বনবিভাগের সদস্যরা চলে যায়।

ক্ষতিগ্রস্ত ডিংওয়াই ম্রো বলেন, দুই বছর আগে আমরা চার পরিবার মিলে এখানে প্রায় ১৪৫০ মতো কলাগাছ রোপণ করেছি। আমাদেরকে কোনো প্রকার নির্দেশনা ছাড়াই কলাবাগান কেটে ফেলা হয়েছে। কলাবাগানে কলা ধরেছে এমন কলা গাছগুলোও কেটে নিয়ে গেছে বনবিভাগের সদস্যরা।

অন্যদিকে, য়াংয়ুং ম্রো জানান, দুই মাস আগে রোপণ করা নতুন জুমের ধান গজাতে শুরু করেছিল। বন বিভাগের লোকজন ওই জমিতেও চারা রোপণ করতে গিয়ে ধানের চারাগুলো নষ্ট করে ফেলেছে।

ভুক্তভোগীরা অভিযোগ করে জানান, গাছ কাটার কারণ জানতে চাইলে বন বিভাগের এক কর্মকর্তা হুমকি দিয়ে বলেন– এই বিষয়ে সাংবাদিক বা অন্য কারও কাছে অভিযোগ করলে রিজার্ভ বন ধ্বংস ও গাছ পাচারের মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়া হবে। ভয়ে তারা প্রথমে মুখ না খুললেও, পরে স্থানীয়ভাবে আলোচনার পর পাড়াবাসীরা গণমাধ্যমে বিষয়টি জানানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

অন্যদিকে ভিউ পয়েন্ট এলাকায়, ৮ ও ১০ নাম্বার ব্রিজের পাশে এবং ইয়াংরিং ম্রো পাড়ার পার্শ্ববর্তী এলাকার মধ্যে মাতামুহুরি রিজার্ভে বহিরাগত সেটেলার বাঙালির লোকজন বাগান করলেও তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি বন বিভাগ।

উক্ত বন কর্মকর্তারা বলেছেন, সরকার যেখানে বন করতে মন চায় সেখানে বন অনায়াসে করতে পারে এবং সেটি স্বাভাবিক। অপরদিকে ম্রো গ্রামবাসীরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, এখানে আমরা চৌদ্দপুরুষ ধরে বসবাস ও জুমচাষ করে আসছি। এখানকার কোনো জায়গা সরকার কর্তৃক বন করতে চাইলে আগে এখানকার গ্রামবাসীদের সাথে কথা বলতে হবে, তাদের পরামর্শ মোতাবেক তবেই সিদ্ধান্তে যেতে হবে। কিন্তু বন বিভাগ এই বিষয়ে কোনো প্রকার আলোচনা না করে এই জঘন্য কাজটি করেছে।

অনুপ্রবেশ ও ধর্মান্তরকরণ

আলিকদমে অবৈধ অনুপ্রবেশের সময় নারী-শিশুসহ ২০ রোহিঙ্গা আটক

গত ৪ মার্চ ২০২৫ সন্ধ্যা সাড়ে ৭ টার সময় বান্দরবানে আলিকদম বাস টার্মিনাল এলাকায় মাতামুহুরী পরিবহনের একটি বাসে অভিযান চালিয়ে নারী ও শিশুসহ ২০ রোহিঙ্গাকে আটক করেছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। আটকৃতদের মধ্যে পুরুষ ৩, নারী ৬ ও শিশু ১১ জন রয়েছে।

জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আলিকদম ব্যাটালিয়নের (৫৭ বিজিবি) নায়েব সুবেদার আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে কক্সবাজারের চকরিয়াগামী লোকাল বাস মাতামুহুরি পরিবহনে অভিযান চালিয়ে নারী ও শিশুসহ ২০ জন রোহিঙ্গাকে আটক করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় তারা সবাই মিয়ানমারের বুচিডং এলাকার বাসিন্দা।

বান্দরবানে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ: পুলিশের অভিযানে আটক ৮ রোহিঙ্গা

বান্দরবান সদর সহ বান্দরবান জেলার বিভিন্ন এলাকায় নানাভাবে মিয়ানমারের নাগরিক রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশ ঘটছে বলে একাধিক সূত্রে খবর পাওয়া যায়। ইদানিং বান্দরবানের

বিভিন্ন এলাকায় রোহিঙ্গা শ্রমিক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থানীয় শ্রমিকদের তুলনায় কম শ্রমের মূল্যে রোহিঙ্গা শ্রমিকদেরকে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

গত ২১ মে ২০২৫ সকালের দিকে বান্দরবান সদর উপজেলার বালাঘাটা এলাকায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বান্দরবান পুলিশ ৮ রোহিঙ্গা নাগরিককে আটক করেছে বলে জানা যায়। আটককৃতরা হলেন- আবদুল করিম (৪৫), কুল্লাহ মিয়া (৪৫), শামসুল আলম (৪০), আয়াতুল্লাহ (৩৫), মুজিবুল্লাহ (২৫), মোঃ তৈয়ব (২২), করিম উল্লাহ (২২), সৈয়দুল্লাহ (২২)। এরা সকলেই কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলার ট্যাংকখালি ১৯ শরণার্থী ক্যাম্পের ব্লক এ-১১ এর বাসিন্দা।

উক্ত রোহিঙ্গা নাগরিকরা শরণার্থী ক্যাম্প থেকে পালিয়ে এসে বেশ কিছু দিন ধরে বালাঘাটা বাজার করাত কল এলাকায় অবস্থান করছিলেন। তারা বালঘাটা পূর্ব মুসলিম পাড়াসহ বিভিন্ন এলাকায় গাছ কাটার শ্রমিক হিসেবে কাজ করছিলেন। উক্ত ৮ রোহিঙ্গা নাগরিককে আটক করার পর কক্সবাজার ট্যাংকখালী ক্যাম্পে ফেরত পাঠানো হয়েছে। তবে এখনো বান্দরবানের বিশেষ করে মুসলিম বাঙালি এলাকায় অনেক রোহিঙ্গা নাগরিক অবস্থান করছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

আলিকদমে মাতামুহুরী রির্জাভ এলাকায় শিক্ষা ও চিকিৎসার প্রলোভনে চলছে ইসলামীকরণ

বান্দরবান জেলার আলিকদম উপজেলার ৪নং কুরুকপাতা ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ড এলাকায় পৌয়ামুহুরীর সীমান্ত ঘেষা ম্রো ও ত্রিপুরা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর লোকদের শিক্ষা ও চিকিৎসার প্রলোভন দেখিয়ে ইসলামীকরণ চলছে বলে বলে জানা গেছে। সাম্প্রতিক সময়ে মাতামুহুরী রির্জাভ পৌয়ামুহুরীতে সপ্তশীষ মডেল একাডেমি মসজিদ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উদ্বোধন করা হয়েছে। এখানে শিক্ষার নামে কোমল শিশু শিক্ষার্থীদেরকে ইসলামী কোরআন শিক্ষা দেওয়া হয় বলে জানান স্থানীয়রা।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায় যে, ১৯ জানুয়ারি ২০২৫ রবিবার সকালে সাড়ে ১১টায় নবপ্রতিষ্ঠিত পৌয়ামুহুরীতে সপ্তশীষ মডেল একাডেমি মসজিদ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করা হয়। এখানে শিক্ষার নামে কোমল শিশু শিক্ষার্থীদেরকে ইসলামী কোরআন শিক্ষা দেওয়া জন্য এই প্রতিষ্ঠান চালু করা হয়। এটিকে সপ্তশীষ মডেল একাডেমি বিদ্যালয় নাম দিয়ে উদ্বোধন করেন এর প্রতিষ্ঠাতা কক্সবাজারের ঈদগাঁও উপজেলার ঈদগাহ মডেল হাসপাতালের ব্যবস্থাপক ডাঃ

ইউসুফ আলী এবং তার সাথে ছিলেন নও মুসলিম আবদুল্লাহ মুরং ও নও মুসলিম সাইফুল ইসলাম ত্রিপুরা। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলিকদম উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আবুল কালাম। এছাড়া বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ডা: রফিক উদ্দীন, ঈদগাঁও উপজেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দিন আল্ নোমান, ঈদগাঁও আদর্শ সাংবাদিক পরিষদের সভাপতি আনোয়ার হোছাইন, দাঈ মওলানা মো: আবদুল্লাহ আল মামুন, কছুং মুরং কার্বারি, দোভাষি ত্রিপুরা কার্বারি, নও মুসলিম মাষ্টার কামাল হোসেন মুরং ও বিকাশ মুরং প্রমুখ।

এখানে নও মুসলিম মো: হেলাল উদ্দিন ত্রিপুরা ও দোভাষি ত্রিপুরা কার্বারী, নওমুসলিম মাষ্টার কামাল হোসেন মুরং এর মাধ্যমে মাতামুহুরি রির্জাভ এলাকায় শিশুদের শিক্ষা ও চিকিৎসার প্রলোভন দেখিয়ে ইসলামীকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। সপ্তশীষ মডেল একাডেমি বিদ্যালয়ের নামে আদিবাসী শিশু শিক্ষার্থীদেরকে ইসলামী শিক্ষা ছাড়া আর কোন শিক্ষা দেওয়া হয় না।

গত কয়েক বছর আগে এ রির্জাভ এলাকায় সাথিরাম ত্রিপুরা পাড়ায় মাতামুহুরি রির্জাভের জমি দখল করার অভিযোগ এনে ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় উপাসনালয় গীর্জা ভাংচুর করে লামা বন বিভাগ। এদিকে মাতামুহুরী রিজার্ভ এলাকায় কোনো প্রকার আধা পাকা ভবন, পাকা ভবন নির্মাণ করা না গেলেও সপ্তশীষ মডেল একাডেমি কিভাবে নির্মাণ করা হয়েছে তা নিয়ে জনমনে নানা ধরনের প্রশ্ন দেখা দেয়।

কক্সবাজারের ইক্বরা তাহসীনুল কুরআন মাদ্রাসায় ধর্মান্তরিত ৩০ ম্রো শিশুর সন্ধান

সম্প্রতি কক্সবাজারের ইদগাঁও এলাকার ইক্বরা তাহসীনুল কুরআন মাদ্রাসায় ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত ৩০ ম্রো শিশুর সন্ধান পাওয়া গেছে বলে জানা যায়। দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে শিক্ষার কথা বলে মৌলবাদী ও ধর্মব্যবসায়ী একটি চক্র বান্দরবানের আলিকদম, থানচি, লামা সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে নিয়ে গিয়ে এসব ম্রো শিশুদের ধর্মান্তরিত করে প্রায় গৃহবন্দী অবস্থায় সেখানে রাখা হয়। শিশু শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ইক্বরা তাহসীনুল কুরআন মাদ্রাসায় পড়ানো হয় বলে জানা যায়।

ম্রো শিশুদের গাদাগাদি করে রাখা হয়েছে উক্ত মাদ্রাসারই নির্মাণাধীন আবাসিক ভবনের তৃতীয় তলায়। এই শিশুগুলো অনেকেই জানে না বা ভুলে গেছে তাদের নিজের গ্রামের নাম। আর তাদের পিতা-মাতারাও জানে কিনা জানা নেই যে, শিক্ষার নামে তাদের সন্তানদের ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে। এইসব শিশুদের আবার বিভিন্ন ক্লিনিক সহ নানা কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।

এই ম্রো শিশুদের ধর্মান্তরিত করে উক্ত মাদ্রাসায় রাখার পশ্চাতেও ডা: মোহাম্মদ ইউসুফ আলীর হাত রয়েছে বলে জানা গেছে। দীর্ঘদিন ধরে সুকৌশলে ও সুপরিকল্পিতভাবে বিশেষ করে বান্দরবান ও কক্সবাজারে দরিদ্র আদিবাসী ম্রো, চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা শিশুদের শিক্ষা ও আর্থিক সুবিধার প্রলোভন দেখিয়ে মাদ্রাসায় নিয়ে গিয়ে ইসলামে ধর্মান্তরিত করার পশ্চাতে যাদের ভূমিকা রয়েছে তাদের মধ্যে এই ডা: মোহাম্মদ ইউসুফ আলী অন্যতম বলে জানা গেছে।

গত ১২ মে ২০২৫ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক তরুণ ম্রো শিক্ষার্থীর উক্ত প্রতিষ্ঠানে সরেজমিন পরিদর্শনের মাধ্যমে নতুন এই তথ্য জানা গেছে। তিনি আরও জানান, কক্সবাজারের জালালাবাদের ডিসি রোডে মমতাজ আবাসিক এলাকায় নির্মিত হচ্ছে ডা: মোহাম্মদ ইউসুফ আলীর নামে ৬ তলা বিশিষ্ট 'ডা: মোহাম্মদ ইউসুফ আলী হাসপাতাল'। এই হাসপাতালের সামান্য দূরত্বেই রয়েছে ইক্বরা তাহসীনুল কুরআন মাদ্রাসা।

সূত্রটির একটি বিবরণ হলো—'আবাসিক হলে ঢুকার আগেই একটা ছবি তুলে নিলাম। গেইটের ওপরে সাইনবোর্ডে লেখা

'ইক্বরা তাহসীনুল কুরআন মাদ্রাসা'। আবাসিক ভবনটি তিন কি চার তলা বিশিষ্ট। কোনোরকম বানানো আপাতত। ম্রো শিশুরা সবাই থাকে তিন তলায়। জীর্ণশীর্ণ ভবন। তিন তলায় উঠে অনেক ম্রো শিশুকে দেখতে পেলাম। মোটামুটি সবার সাথে ভাব বিনিময় করার চেষ্টা করলাম। তাদের নাম, ঠিকানা, শ্রেণি জানার চেষ্টা করলাম। বেশিরভাগই ঠিকমতো বলতে পারেনি। কয়েকজন নিচতলা থেকে ইট তোলার কাজ করতেছিল।'

এসময় সূত্রটি যাদের পরিচয় নিতে পারেন তারা হলো– (১) লাংরুং ম্রো, সে পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে। তার বাড়ি থানচির মেনরুয়া পাড়া গ্রামে। (২) মাংক্রি ম্রো, সে চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ে। সে থানচির অংপুং পাড়া থেকে। (৩) রেংনং ম্রো, সে চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ে। তার তথ্য অনুযায়ী, তার বাড়ি বলিবাজারের সাকক্ষয় পাড়া গ্রামে। সূত্রটি আরও বলেন, অন্যরা তাদের নাম, ঠিকানা ভালো করে বলতে পারেনি। কেউ কেউ শুধু উপজেলা আলিকদম এর নাম উল্লেখ করতে পেরেছে। কয়েকজন কাজ করে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়েছিল।

সূত্রটি জানায়, আগে এই মাদ্রাসায় ত্রিপুরা শিশুর সংখ্যা বেশি ছিল। বর্তমানে ম্রো ছাত্র রয়েছে। সূত্রটি আরও জানায়, পড়াশোনা, ছুটি ও রুটিনের ব্যাপারে জানার চেষ্টাও করলাম। একজন বললো– খুব ভোরেই আযানের সময় ঘুম থেকে উঠতে হয় এবং নিয়মিত নামায পড়তে হয়। এগুলো বিরক্তিকর বলেও সে জানালো।

গত ১৬ মে ২০২৫ রেং হাই ম্রো নামে এক ব্যক্তি তার ফেসবুক পোস্টে লেখেন, 'ধর্মীয় আগ্রাসনের শিকার কোমলমতি ম্রো সম্প্রদায়ের শিশুদের বিষয়ে সত্য কথা বললে অনেকেই আমাকে আবার খারাপ লাগতে পারে বা মামলা দিতে পারে। ভালো করে ছবিগুলো খেয়াল করুন তাদের থাকার ব্যবস্থাপনা কি বেহাল অবস্থা।'

তিনি আরও লেখেন, 'বিগত ২০২৩-২০২৪ সালে ঈদগাহ মাদ্রাসা (কক্সবাজার) থেকে মোট ১৪ জন কোমলমতি ম্রো সম্প্রদায়ের শিশুদের উদ্ধার করার জন্য উদ্যোগ নেয়া হয় এবং উদ্ধার করতেও সক্ষম হই। উদ্ধার করে খাগড়াছড়ির বিভিন্ন বৌদ্ধ আশ্রমে পাঠানো হয় এবং উদ্ধারকৃত ম্রো শিশুগুলো বর্তমানে খাগড়াছড়ি জেলার (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) দুটি বৌদ্ধ আশ্রমে রয়েছে, পড়াশোনা করছে।'

তিনি আরও উল্লেখ করেন, 'মাদ্রাসা থেকে শিশুগুলোকে উদ্ধার করতে গিয়ে আমাকে বা আমার টিমকে বিভিন্নভাবে হয়রানির শিকার হতে হয়েছিলো। অনেক টাকা খরচ করতে হয়েছিলো। আমার টিমের সকল সদস্যদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টায় উদ্ধার করতে সক্ষম হলেও আমার উপর বিভিন্নভাবে চাপ আসে, আমার নামে নানানভাবে প্রোপাগান্ডা ছড়ানো হয় যা আমার জীবনের নিরাপত্তা অনিশ্চিত হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবু জাতির টানে নিজের জীবন বাজি রেখে উদ্ধার কাজ চলমান রাখি। সর্বশেষ ২০২৪ সালে সেপ্টেম্বর মাস জুড়ে উদ্ধারের চেষ্টায় ধর্মান্তরিত হতে যাওয়া মোট ৯ জন কোমলমতি শিশুকে উদ্ধার করতে আবারও সক্ষম হয় আমাদের উদ্ধার টিম।'

> "জুম্ম জনগণ সংখ্যায় কম হতে পারে, কিন্তু আমরা আমাদের অধিকারের জন্য মৃত্যুকে জয় করেছি। আমরা মৃত্যুকে ভয় করি না, আমরা আমাদের অধিকারের জন্য আমরা জীবিত অবস্থায় মৃত থাকতে চাই না। আমরা চাই মানুষের মতো বেঁচে থাকতে এবং বীরের মতো মৃত্যুবরণ করতে।"
>
> –জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা

যৌন হয়রানি, সহিংসতা, ধর্ষণ ও হত্যা

বাঙালি নির্মাণ শ্রমিক কর্তৃক বরকলের এক শিশুকে প্রলোভন দেখিয়ে রাঙ্গামাটিতে ডেকে ধর্ষণ

বাঙালি এক নির্মাণ শ্রমিক রাঙ্গামাটি জেলার বরকল উপজেলার আইমাছড়া ইউনিয়নের ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ুয়া এক জুম্ম শিশুকে (১২) প্রলোভন দেখিয়ে রাঙ্গামাটি শহরের রিজার্ভ বাজারে ডেকে নিয়ে ধর্ষণ করেছে বলে খবর পাওয়া যায়।

গত ৭ মার্চ ২০২৫, সকালের দিকে রিজার্ভ বাজারের ঢাকা বোর্ডিং-এ মো: আরিফ (২২), পীং- অজ্ঞাত নামে ওই বাঙালি নির্মাণ শ্রমিক এই ধর্ষণের ঘটনা ঘটায়। ভুক্তভোগী শিশুর বাড়ি বরকল উপজেলার ৩নং আইমাছড়া ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডে বলে জানা যায়।

খবর নিয়ে জানা গেছে, মো: আরিফ নামের ওই শ্রমিক নির্মাণ কাজের সূত্রে মাঝেমধ্যে আইমাছড়ায় যাতায়াত করত। সেই সুযোগে ওই শিশুটির সাথে মো: আরিফের পরিচয়।

ঐদিন সকালের দিকে মো: আরিফের প্রলোভনে ওই শিশুটি রিজার্ভ বাজারে আসে। পরে মো: আরিফ সকাল আনুমানিক ১১টার দিকে ওই শিশুটিকে ঢাকা বোর্ডিং-এর ভেতরে নিয়ে যায়। এসময় পলাশ চাকমা নামে এক তরুণ ঘটনাটি দেখতে পেয়ে একটা নির্দিষ্ট স্থান থেকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। মেয়ে শিশুটি ক্লান্তশ্রান্ত অবস্থায় বিকাল ৩টায় বোর্ডিং থেকে বের হয়। এরপর মো: আরিফ সহ দুইজন বাঙালি যুবক শিশুটিকে বরকলের লঞ্চে উঠিয়ে দেয় বলে জানা।

পরে কয়েকজন পাহাড়ি শিশুটির পরিচয় জেনে বরকলে শিশুটির পরিবারের সদস্যদের ঘটনাটি অবহিত করেন।

এদিকে শিশুটি বরকলে পৌঁছার পর শারীরিক অবস্থা দেখে বাড়ির লোকজন শিশুটিকে বরকল স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। কিন্তু সেখানে মেডিকেল অফিসার না থাকায় দায়িত্বপ্রাপ্ত মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট শিশুটিকে রাঙ্গামাটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। শিশুটিকে রাঙ্গামাটিতে নিয়ে যাওয়া হলেও পরে অজ্ঞাত কারণে শিশুটির অভিভাবকরা ভুক্তভোগী শিশুকে গোপনে আবার বরকলে বাড়িতে নিয়ে যান বলে জানা যায়। এব্যাপারে মামলা হওয়ার খবর এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক করার খবর পাওয়া যায়নি।

রোয়াংছড়িতে বহিরাগত বাঙালি শ্রমিক কর্তৃক বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী এক খিয়াং কিশোরী ধর্ষিত

গত ১০ মার্চ ২০২৫ বান্দরবান জেলাধীন রোয়াংছড়ি উপজেলার সদর ইউনিয়নের খামতাম পাড়ার পার্শ্ববর্তী এলাকায় আদিবাসী খিয়াং সম্প্রদায়ের ১৬ বছর বয়সী এক মানসিক প্রতিবন্ধী কিশোরী বহিরাগত এক শ্রমিক মো: জামাল হোসেন কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হয়।

অভিযুক্ত মো: জামাল হোসেন (৩২) রোয়াংছড়ি-রুমা সড়ক নির্মাণের কাজে নিয়োজিত শ্রমিক বলে জানা গেছে। মো: জামাল হোসেন বরিশাল জেলার নজরুল ইসলামের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মানসিক ভারসাম্যহীন ওই কিশোরী সবসময় পাড়ার আশেপাশে ঘুরাঘুরি করে থাকত। ঐ দিন সন্ধ্যায় সড়ক সংস্কার কাজে নিয়োজিত শ্রমিক মো: জামাল হোসেন খামতাম পাড়ার পাশে কবরস্থান এলাকায় একা পেয়ে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। ওই কিশোরীর চিৎকার শুনে পাড়ার লোকজন গিয়ে ওই ভুক্তভোগী কিশোরীকে উদ্ধার করেন।

এ ঘটনা পাড়ায় জানাজানি হলে অভিযুক্ত জামাল হোসেনকে রাতভর খোঁজাখুঁজি করেও পাওয়া যায়নি। পরদিন ১১ মার্চ, সকালে রাস্তার কাজে নিয়োজিত অন্য শ্রমিকরা তাকে আটক করে পাড়াবাসীর কাছে তুলে দেন। পাড়াবাসী অভিযুক্ত জামাল হোসেনকে একটি স্কুলে আটকে রেখে রোয়াংছড়ি থানার পুলিশের কাছে সোপর্দ করেন বলে জানা যায়। রোয়াংছড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে অভিযুক্ত মো: জামাল হোসেনকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে ধর্ষণের বিষয়টি স্বীকার করে জামাল হোসেন।

ভুক্তভোগীর ভাই রেভেন খিয়াং বলেন, রাস্তার কাজে নিয়োজিত জামাল হোসেন ভুক্তভোগী কিশোরী তার বোনকে রাস্তা থেকে টেনেহিঁচড়ে জঙ্গলে নিয়ে ধর্ষণ করে পালিয়ে যায়। পরে তাকে পাড়াবাসী ও রাস্তার কাজে নিয়োজিত অন্য শ্রমিকরা মিলে জামালকে আটক করে পুলিশের কাছে সোর্পদ করেছেন।

রোয়াংছড়ি সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মেহ্লাঅং মারমা বলেন, ভুক্তভোগী মেয়েটি মানসিক ভারসাম্যহীন। ধর্ষণের ঘটনাটি শোনামাত্র পুলিশসহ ঘটনাস্থলে গিয়ে জামাল হোসেনকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

উখিয়ার পালংখালীতে রোহিঙ্গা শরণার্থী কর্তৃক এক আদিবাসী নারী ধর্ষণের চেষ্টার শিকার

গত ২০ এপ্রিল ২০২৫ কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলার পালংখালী ইউনিয়নে রোহিঙ্গা শরণার্থী কর্তৃক এক আদিবাসী চাকমা নারী (৩৫) ধর্ষণের চেষ্টার শিকার হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। ধর্ষণের চেষ্টাকারী রোহিঙ্গার নামঃ ছৈয়দুল ইসলাম, পিতা-সুলতান আহাম্মদ, ঠিকানা- ক্যাম্প নং-১১, ব্লক-উ-৪, উখিয়া উপজেলা, পালংখালী ইউনিয়ন।

ভুক্তভোগী নারী নিজ গ্রাম উখিয়া উপজেলার পালংখালী ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের ‘তেলখোলা চাকমা পাড়ায়’ সকালে কলাবাগানে কাজ করতে যাচ্ছিলেন। এমন সময় পথিমধ্যে আগে থেকে ওঁৎপেতে থাকা রোহিঙ্গা শরণার্থী ছৈয়দুল ইসলাম তাকে আটকায় এবং হাত দিয়ে তার (ভুক্তভোগীর) মুখ চেপে ধরে পাশের কলাবাগানে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করার চেষ্টা করে। পরেকিছুক্ষণ ধস্তাধস্তির একপর্যায়ে তার মুখ থেকে ধর্ষকের হাত সরাতে পারলে তিনি চিৎকার শুরু করেন এবং তৎক্ষণাৎ চিৎকার শুনে স্থানীয়রা এসে তাকে উদ্ধার করেন। সেইসাথে ধর্ষণের চেষ্টাকারী রোহিঙ্গা ছৈয়দুল ইসলামকেও তারা হাতেনাতে আটক করতে সক্ষম হয়।

মাটিরাঙ্গায় এক জুম্ম নারী শিশু ধর্ষণের চেষ্টার শিকার, অভিযুক্ত আটক

গত ২ মে ২০২৫ খাগড়াছড়ি জেলাধীন মাটিরাঙ্গা উপজেলার ব্যাঙমারা এলাকার সুধীর কুমার পাড়ায় এক বাঙালি ফেরিওয়ালা কর্তৃক এক ত্রিপুরা নারী শিশু (৯) ধর্ষণের চেষ্টার শিকার হয়েছে বলে জানা গেছে।

ধর্ষণের চেষ্টায় অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম মো: হারুন মিয়া (৩৫), পীং- মো: জানু মিয়া, স্থায়ী ঠিকানা-চাপরতলা, নাসিরনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। বর্তমানে সে মাটিরাঙ্গা উপজেলা সদরে অবস্থান করছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ঐ দিন দুপুর আনুমানিক ১২টার দিকে ফেরিওয়ালা মো: হারুন মিয়া বিক্রয়ের জন্য গৃহস্থালী সামগ্রীসহ বিভিন্ন মালামাল নিয়ে সুধীর কুমার পাড়ায় যায়। এক পর্যায়ে এলাকায় ঘুরতে ঘুরতে এক বাড়িতে নয় বছরের উক্ত ত্রিপুরা নারী শিশুকে মো: হারুন মিয়া ধর্ষণের চেষ্টা করে। এসময় শিশুটি ভয়ে চিৎকার দিতে থাকলে প্রতিবেশীরা দৌঁড়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। এলাকাবাসী তখন ধর্ষণের চেষ্টাকারী মো: হারুনকে হাতেনাতে ধরে ফেলে এবং সাথে সাথে মাটিরাঙ্গা থানা পুলিশকে অবহিত করে। এরপর পুলিশ ঘটনাস্থলে আসলে এলাকাবাসী ধৃত মো: হারুনকে পুলিশের নিকট সোপর্দ করে।

থানচিতে বাঙালি শ্রমিক কর্তৃক এক জুম্ম নারীকে গণধর্ষণের পর হত্যা

গত ৫ মে ২০২৫ বিকেলের দিকে বান্দরবান জেলাধীন থানচি উপজেলার তিন্দু ইউনিয়নে ৮নং ওয়ার্ড এলাকায় চিংমা খিয়াং (২৯) নামে এক আদিবাসী খিয়াং নারী বাঙালি শ্রমিক কর্তৃক গণধর্ষণের পর হত্যার শিকার হন। হত্যার শিকার চিংমা খিয়াং তিন্দু ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডের মংখয় পাড়া গ্রামের সুমন খিয়াং এর স্ত্রী এবং তিন সন্তানের জননী বলে জানা গেছে।

স্থানীয় একাধিক সূত্রে জানা যায়, প্রায় প্রতিদিনের ন্যায় ঐ দিন সকাল আনুমানিক ৭টার দিকে চিংমা খিয়াং নিজেদের গ্রামের পার্শ্ববর্তী জুমে কাজ করতে যান। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে থাকলেও বাড়িতে না ফেরায় পরিবারের লোকজন ও গ্রামবাসী উদ্বিগ্ন হয়ে চিংমা খিয়াংকে খুঁজতে বের হন। এসময় তারা জুমে কোনোকিছু টেনে হিচড়ে নিয়ে যাওয়ার চিহ্ন দেখতে পান। তা অনুসরণ করে খুঁজতে খুঁজতে বিকাল আনুমানিক ৩:০০ টার দিকে মংখয় পাড়া সংলগ্ন জঙ্গলে চিংমা খিয়াং এর লাশ পাওয়া যায়।

স্থানীয়দের ধারণা, চিংমা খিয়াংকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। মরদেহে আঘাতের চিহ্ন, চোখ উপড়ে ফেলানো এবং রক্তাক্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে বলে জানা গেছে।

পরিবারের লোকজনের সূত্রে জানা যায়, গত ৪ মে চিংমা খিয়াং নিজেদের জুমে কাজ করতে যান। সেসময় তিনি পথে তিনজন বাঙালি সড়ক নির্মাণ শ্রমিক দেখতে পান। শ্রমিকদের চাহনি এবং ভাবভঙ্গি দেখে ভয় পেয়ে সেদিন চিংমা খিয়াং তাড়াতাড়ি বাড়িতে ফিরে আসেন। বিষয়টি বাড়ির লোকজনকে জানান বলে খবর পাওয়া যায়। এলাকাবাসীর সন্দেহ, ওই বাঙালি শ্রমিকরাই উক্ত ঘটনা ঘটিয়েছে।

মিরসরাইয়ে এক মুসলিম বাঙালি কর্তৃক আদিবাসী ত্রিপুরা কিশোরীকে ধর্ষণের চেষ্টা

চট্টগ্রাম জেলার মিরসরাই উপজেলার জোরারগঞ্জ থানাধীন করেরহাট ইউনিয়নে কয়লা পাড়ায় আদিবাসী ত্রিপুরা এক নবম শ্রেণিতে পড়ুয়া কিশোরীকে (১৫) আবুল কাসেম কর্তৃক ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

গত ১২ মে ২০২৫ সোমবার সকালে ভুক্তভোগী কিশোরী একা বাড়িতে রান্না করছিলেন। এমন সময় অভিযুক্ত আবুল কাসেম বাড়িতে ঢুকে ধর্ষণের চেষ্টা করে। পরে মেয়েটি চিৎকার করায় পাড়ার লোকজন ঘটনাস্থলে আসলে অভিযুক্ত পালিয়ে যায়। ধর্ষণের চেষ্টার ঘটনায় ভিকটিমের মা বাদী হয়ে জোরারগঞ্জ থানায় মামলা দায়ের করেন বলে জানা যায়।

রাঙ্গামাটিতে এক সেটেলার বাঙালি কর্তৃক জুম্ম স্কুল ছাত্রী যৌন হয়রানির শিকার

গত ১২ মে ২০২৫ সন্ধ্যা আনুমানিক ৭:৩০ ঘটিকায় রাঙ্গামাটি সদরস্থ কে কে রায় সড়ক এলাকায় মো: রাশেদ (৩৬) নামের এক সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক চাকমা স্কুল ছাত্রী (১৫) যৌন হয়রানির শিকার হয় বলে জানা যায়।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, ভুক্তভোগী নারী কে.কে. রায় সড়ক এলাকা থেকে তবলছড়ি যাওয়ার উদ্দেশে অটোরিক্সাতে উঠলে উক্ত সেটেলার বাঙালিও তবলছড়ি যাবে বলে একই অটোরিক্সাতে ওঠে। অল্প কিছু সময় পর সেটেলার বাঙালি মো: রাশেদ উক্ত জুম্ম নারীর স্পর্শকাতর স্থানে হাত দেওয়ার চেষ্টা করে। ভুক্তভোগী নারী ভয়ে চলন্ত অটোরিক্সার ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বলে এবং অটোরিক্সা না থামালে এক পর্যায়ে লাফ দেয়, যার কারণে অটোরিক্সা ড্রাইভারও অটোরিক্সা থামিয়ে দিতে বাধ্য হয়। এক পর্যায়ে উক্ত ঘটনা আশে পাশে

থাকা লোকজন লক্ষ্য করলে অটোরিক্সাতে থাকা সেটেলার বাঙালি রাশেদকে অটোরিক্সা থেকে নামিয়ে গণধোলাই দেয়। পরবর্তীতে ঘটনাস্থলে পুলিশ ও আর্মি আসলে তারা উক্ত সেটেলার বাঙালিকে নিয়ে যায়।

অভিযুক্ত মো: রাশেদ এর পিতার নাম মৃত মো: আলী, মাতা- মৃত আছিয়া খাতুন এবং বাড়ি চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী থানার ২নং ওয়ার্ডের চৌকিদার বাড়ি, বোলছড়ি গ্রামে।

ঘটনার পরের দিন (১৩ মে) ভুক্তভোগী ছাত্রীর পিতা সুরঞ্জন দেওয়ান রাঙ্গামাটির কোতোয়ালী থানায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন। কোতোয়ালী থানায় উক্ত মামলার নম্বর-০৭, তারিখ-১৩-০৫-২০২৫, ধারা-নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর ১০।

ভুক্তভোগীর পিতা সুরঞ্জন দেওয়ানের দায়েরকৃত মামলার সূত্রে জানা যায়, ভুক্তভোগী ছাত্রী রাঙ্গামাটি লেকার্স পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের ১০ম শ্রেণির ছাত্রী। বাড়ি রাঙ্গামাটি পৌরসভার আসামবস্তীর নতুন পাড়া এলাকায়।

মহালছড়িতে এক সেটেলার বাঙালি কর্তৃক চাকমা গৃহবধূকে ধর্ষণের চেষ্টা

গত ২৯ মে ২০২৫ রাত আনুমানিক ৯ টার দিকে খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়ি উপজেলার মাইসছড়ি ইউনিয়নে জামতলীতে মো: আনিসুর রহমান ওরফে বুদ্ধি (৩০), পিতা- চাঁন মিঞা নামে এক সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক চাকমা গৃহবধূ (২৫) ধর্ষণ চেষ্টার শিকার হয়েছে বলে জানা যায়।

ভুক্তভোগীর সূত্রে জানা যায়, ঐ দিন রাত্রে ভুক্তভোগীর স্বামী বাড়িতে ছিলেন না। এই সময় ধর্ষণ চেষ্টাকারী আনিসুর রহমান জোরপূর্বক দরজা ভেঙ্গে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ে। এই সময় ভুক্তভোগী তার ১১ মাসের সন্তানকে নিয়ে ঘুমাচ্ছিলেন। এমন সময় ধর্ষণ চেষ্টাকারী ভুক্তভোগীকে ঝাপটে ধরে ধর্ষণ করার চেষ্টা করে। এমনকি ১১ মাসের শিশুকে ভুক্তভোগী নারীর কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে মাটিতে ছুঁড়ে মারে। ভিক্টিম গৃহবধূ নিজেকে রক্ষার চেষ্টা করলে মো: আনিসুর রহমান ভিক্টিমকে টেনে হিচঁড়ে ধানক্ষেতে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করার চেষ্টা করে। এই সময় ভুক্তভোগী চিৎকার করলে পাশে থাকা ভুক্তভোগীর স্বামীর ভাই এবং আত্মীয়-স্বজন সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসলে মো: আনিসুর রহমান পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে ঘটনাটি জানাজানি হলে রাতেই চিকিৎসার জন্য ভিক্টিমকে খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

গুইমারায় সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক জুম্ম গৃহবধূকে ধর্ষণের চেষ্টা

গত ৫ জুন ২০২৫, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার গুইমারা উপজেলায় ২নং হাফছড়ি ইউনিয়নে পূর্ব বড় পিলাক নামক স্থানে মো: সুলতান ভূঁইয়া (৬৩) নামের এক সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক জুম্ম গৃহবধূকে ধর্ষণ চেষ্টা করে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ঐ দিন বৃহস্পতিবার সকাল ১০ টার দিকে মো: সুলতান ভূঁইয়া (৬৩) নামক এক বাঙালি মদ্য পান করে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় জুম্ম গৃহবধূর ঘরে প্রবেশ করে এবং কুপ্রস্তাব দেয়। জুম্ম গৃহবধূ তার কুপ্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় এক পর্যায়ে দু'জনের মধ্যে তর্কাতর্কি হয় এবং গৃহবধূকে জোরপূর্বক ধর্ষণের চেষ্টা করে।

এসময় গৃহবধূর চিৎকার শুনে আশেপাশের লোকজন এসে জুম্ম গৃহবধূকে উদ্ধার করে এবং গুইমারা থানা পুলিশকে ফোন করে ধর্ষণ চেষ্টাকারী মো: সুলতান ভূঁইয়াকে পুলিশের কাছে সোপর্দ করে। ধর্ষণ চেষ্টাকারী সেটেলার মো: সুলতান ভূঁইয়া গুইমারা

থানার হাফছড়ি ইউনিয়নের পূর্ববড় পিলাক পাড়া গ্রামের মৃত নুর ইসলাম এর ছেলে।

বাঘাইছড়িতে সেটেলার যুবক কর্তৃক এক বাক-প্রতিবন্ধী জুম্ম নারী যৌন হয়রানির শিকার

গত ৯ জুন ২০২৫, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার ৩২ নং বাঘাইছড়ি ইউনিয়নের আর্য্যপুর-মাঝিপাড়া সীমান্ত সড়কের এ্যাতগাত্যে (মিলনপুর) নামক গ্রামে একদল উচ্ছৃঙ্খল সেটেলার মুসলিম বাঙালি যুবক কর্তৃক এক বাক-প্রতিবন্ধী জুম্ম কিশোরী (১৪) যৌন হয়রানির শিকার হয়েছে। যৌন হয়রানির শিকার ঐ কিশোরীর বাড়ি এ্যাতগাত্যে নামক গ্রামে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঐ দিন বিকাল আনুমানিক ৪:০০ ঘটিকায় সময়ে ভুক্তভোগী জুম্ম কিশোরী এ্যাতগাত্যে গ্রামের দোকান থেকে আর্য্যপুর-মাঝিপাড়া সীমান্ত সড়কের রাস্তা দিয়ে নিজের বাসায় ফিরছিল। ঠিক সেই সময়ে মাঝিপাড়া সীমান্ত সংযোগ সড়কে ঘুরতে যাওয়া বাঘাইছড়ির আমতলী ইউনিয়নের ৪ ও ৬ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা মো: সজীব (২৫), মো: আল-আমিন (২৩) ও মো: সাইদুল ইসলাম ওরফে শহিদুল্লাহ (২২) নামের এই তিন সেটেলার বাঙালি যুবক মোটরসাইকেল যোগে নিজেদের গন্তব্যে ফেরার পথে উক্ত বাক-প্রতিবন্ধী জুম্ম কিশোরীকে (১৪) একা একা দেখতে পায়। এতে তারা কুমতলব এঁটে তৎক্ষণাৎ মোটরসাইকেল থেকে নেমে জোরপূর্বকভাবে ভুক্তভোগী ঐ কিশোরীকে (১৪) জড়িয়ে ধরে এবং তার বিভিন্ন গোপনীয় অঙ্গে হাত দিয়ে যৌন হয়রানির চেষ্টা করতে থাকে।

এমন সময় সৌভাগ্যক্রমে এ্যাতগাত্যে গ্রামের কয়েকজন স্থানীয় যুবক সেখানে এসে উপস্থিত হন। তারা বিষয়টি টের পেয়ে তৎক্ষণাৎ চিৎকার চেঁচামেচি করে প্রতিবাদ জানানোর সাথে সাথে গ্রামের অন্যান্য স্থানীয় অধিবাসীরাও দৌঁড়ে এসে সেখানে উপস্থিত হন। এতে অবস্থা বেগতিক দেখে তড়িঘড়ি করে ঘটনাস্থল থেকে ঐ মুসলিম বাঙালি যুবকরা নিজেদের মোটরসাইকেল দিয়ে পালানোর চেষ্টা করলে পথিমধ্যে তাদের আটকানো হয়। পরে গ্রামবাসীরা মিলে তাদের কিছু শাস্তি দিয়ে আমতলী ইউনিয়নের স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও অভিভাবকদের জিম্মায় শর্তসাপেক্ষে ছেড়ে দেয় বলে জানা যায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সীমান্ত সংযোগ সড়ক দিয়ে মাঝিপাড়ায় ঘুড়তে বা বেড়াতে যাওয়ার উছিলায় সেখানে (মাঝিপাড়া গ্রামে) অবস্থান করে বিভিন্ন অসামাজিক, অনৈতিক ও হয়রানিমূলক কার্যকলাপের জন্য এবং স্থানীয়দের সামগ্রিক স্বার্থে দুই-আড়াই মাস আগে অস্থানীয় এবং ভ্রমণার্থীদের জন্য মাঝিপাড়া যাওয়া পুরোদমে নিষিদ্ধ করে সেখানকার স্থানীয় অধিবাসীরা। কিন্তু তারপরও কিছু উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি সেই নিষিদ্ধের ঘোষণা তোয়াক্কা না করে মাঝিপাড়া ভ্রমণের ফলে এমন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে চলেছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন সেখানকার স্থানীয় অধিবাসী ও জনপ্রতিনিধিরা।

চবির চলন্ত ট্রেনে এক বাঙালি কর্তৃক আদিবাসী ছাত্রী হয়রানির শিকার

গত ১৬ জুন ২০২৫ আনুমানিক সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া এক আদিবাসী ছাত্রী চট্টগ্রাম শহর থেকে শাটল ট্রেনে করে নিজ ক্যাম্পাসে ফেরার পথে এক বাঙালি কর্তৃক হয়রানির শিকার হন।

অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম: মো রফিকুল ইসলাম (৪২), পিতা: মো ইসমাইল হোসেন, মাতা: মোছা মেহেরজান খাতুন এবং তার বাড়ি ঠাকুরগাঁও জেলার রাণীশংকৈল উপজেলা ভান্ডারা গ্রামে। ঘটনাস্থলে অভিযুক্তের স্ত্রী উপস্থিত ছিলেন বলেও জানা যায়।

ভুক্তভোগী ছাত্রী বলেন, ‘গত ১৬ জুন আমি আর আমার ভাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেনে ক্যাম্পাসে যাচ্ছিলাম- যা শুধুমাত্র ছাত্রদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। এমন সময় একজন বহিরাগত বাঙালি ট্রেনের বগিতে উঠে পড়ে। সে আমার সম্মতি ছাড়াই

আমার ছবি তুলেছিল, তারপর অশ্লীল দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। সৌভাগ্যবশত আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন সিনিয়র ছাত্র ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছিল এবং তাৎক্ষণিকভাবে তার অন্যায় কাজের কথা আমাকে জানিয়েছিল। একজন আদিবাসী মহিলা হিসেবে আমি ভীত হয়ে পড়েছিলাম। ট্রেনের আশেপাশের লোকেরা যখন তাকে জিজ্ঞাসা করছিল, তখন উত্যক্তকারী বাঙালি ক্রমাগত নানা ধরনের বাজে অজুহাত দেখাচ্ছিল এবং পরে যখন সেখানে থাকা জনতা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে তখন লোকটি সত্য প্রকাশ করে বলে যে সে জীবনে কখনও কোনও আদিবাসী মহিলা দেখেনি। পরবর্তীতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অফিসে নিয়ে যাওয়া হয় এবং পুলিশকে জানানো হয়।'

উল্লেখ্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শাটল ট্রেন শুধুমাত্র শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যবহৃত হওয়ার কথা। কিন্তু সেটি বরাবরই বহিরাগতদের দ্বারা লঙ্ঘিত হয়ে আসছে। যার কারণে এইসব অনুপ্রবেশকারী অনুমতি ছাড়া চলাচল করে এবং মহিলা শিক্ষার্থীদের নানাভাবে হয়রানি, ছবি তোলা, এবং যৌন নির্যাতনের মতো ঘটনা ঘটে চলেছে।

বান্দরবানে সেনাবাহিনী কর্তৃক ৫ নারীকে নিপীড়ন

গত ২০ জুন ২০২৫ আলিকদম সেনা জোনের উপ-অধিনায়ক মেজর মো: মঞ্জুর মোর্শেদ, পিএসসি এর নেতৃত্বে সেনাবাহিনী কর্তৃক বান্দরবান সদর উপজেলার টংকাবতী ইউনিয়নে মুক্তাজন ত্রিপুরা পাড়া গ্রামে পরিচালিত এক সেনা অভিযানে ২ জুম্ম নারী যৌন নিপীড়ন এবং ৩ জন নারী নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। সেনা সদস্যরা জোরপূর্বক প্রথমোক্ত ২ নারীর স্তনসহ শরীরের বিভিন্ন অংশে হাত দেয়। অপরদিকে আরও তিন গর্ভবতী নারীকে বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে রেখে দীর্ঘ সময় ধরে বৃষ্টিতে ভিজতে বাধ্য করে।

খাগড়াছড়িতে নারীর সাথে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি, টমটম চালককে পুলিশে সোপর্দ

গত ২৬ জুন ২০২৫ সন্ধ্যার সময় খাগড়াছড়ি সদরের নারাঙহিয়া এলাকায় এক পাহাড়ি নারীর সাথে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করায় স্থানীয়রা ধরে মো: হাসান (২৭) নামের এক টমটম চালককে পুলিশের নিকট সোপর্দ করার খবর পাওয়া গেছে।

জানা যায়, গত ২৬ জুন সন্ধ্যা ৭টার সময় মো: হাসান তার টমটমটি নিয়ে নারাঙহিয়া রেডস্কয়ার এলাকা থেকে নারাঙহিয়া-উপালি পাড়া রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। যাবার পথে ওই রাস্তায় এক নারীকে একা দেখতে পেয়ে টমটম চালক মো: হাসান ওই নারীকে তার গোপনাঙ্গ দেখিয়ে অশ্লীল আচরণ করতে থাকে। পরে ওই নারীর ডাকে আশেপাশে থাকা লোকজন ছুটে গিয়ে টমটম চালক মো: হাসানকে আটক করে পুলিশের নিকট সোপর্দ করে।

অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করা মো: হাসান-এর বাড়ি রংপুর জেলায়। তবে সে বর্তমানে খাগড়াছড়ি হাসপাতাল গেট এলাকায় অবস্থান করে বলে জানা গেছে।

গুইমারায় বিধবা নারীর বাড়িতে সেনাবাহিনীর তল্লাশি

গত ২৭ জুন ২০২৫ খাগড়াছড়ির গুইমারা উপজেলার সাইংগুলি পাড়ায় এক বিধবা নারীর বাড়িতে সেনাবাহিনী হয়রানিমূলক তল্লাশির খবর পাওয়া গেছে। হয়রানি শিকার নারীর নাম চুসেই মারমা (৫৮), স্বামী- মৃত কংলা মারমা, গ্রাম- সাইংগুলি পাড়া। তিনি তার মেয়ে ও নাতিকে নিয়ে বসবাস করেন।

সংগঠন সংবাদ

সমঅধিকার ও সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য নারী আন্দোলন শক্তিশালী করে বিপ্লব ঘটাতে হবে: রাঙ্গামাটিতে নারী দিবসে সন্তু লারমা

গত ৮ মার্চ ২০২৫ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন, রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির উদ্যোগে রাঙ্গামাটির আশিকা কনভেনশন সেন্টারে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় মহিলা সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সভাপতি রিতা চাকমার সভাপতিত্বে ও সহ সাধারণ সম্পাদক আশিকা চাকমার সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্য নাইউ প্রু মারমা, বরকল উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও জেএসএস রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সদস্য বিধান চাকমা, সিএইচটি হেডম্যান নেটওয়ার্কের সহ-সভাপতি এডভোকেট ভবতোষ দেওয়ান ও এডভোকেট সুস্মিতা চাকমা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমাজ মূলত ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক সমাজ। এ সমাজে নারী-পুরুষ ভেদাভেদ, পুরুষের তুলনায় নারীদের অধিকার অবহেলিত-উপেক্ষিত। নারীর সমমর্যাদা, সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অনেক ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণে বাধা দেওয়া, নিরুৎসাহিত করার বিষয়গুলো বিদ্যমান। অপরদিকে বর্তমানে অধিকাংশ নারী প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত হলেও তারা স্বীয় অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয়। তারা উপলব্ধি করতে পারে না যে তারা কী ধরনের অধিকার বঞ্চিত।

তিনি আরও বলেন, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিকসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমঅধিকার ও সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য নারী আন্দোলন-সংগ্রাম আরো শক্তিশালী করে বিপ্লব ঘটাতে হবে। কারণ সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত নারীদের অধিকার অবহেলিত-উপেক্ষিত হতে থাকবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের নারীদের সমঅধিকার ও সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠাকল্পে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের বিকল্প থাকতে পারে না। তরুণ সমাজ যারা প্রগতিশীল, নীতি ও আদর্শবান এবং যারা অবহেলিত ও সংগ্রামের সাথে যুক্ত তারাই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিবে।

অ্যাড. সুস্মিতা বলেন, নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বপ্রথম যে বিষয়টি দরকার তা হলো রাজনৈতিক সচেতনতা। পার্বত্য চট্টগ্রামে শাসকগোষ্ঠীর শাসন-শোষণের বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে আদিবাসী নারীরা শাসন-শোষণ, ধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যা ইত্যাদি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার শিকার হয়। তাই আদিবাসী নারীদের নিজেদের অধিকার, দায়িত্ববোধ বিষয়ে সচেতন হয়ে এসবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে রিতা চাকমা জুম্ম নারীর সম অধিকার ও সমমর‍্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য নারী ও পুরুষ সম্মিলিতভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়ে আলোচনা সভা সমাপ্তি করেন।

ঢাবিতে নারী শিক্ষার্থীকে হেনস্তা-হুমকি ও সারাদেশে অব্যাহত নারীর উপর নিপীড়নের প্রতিবাদে সম্মিলিত বিক্ষোভ সমাবেশ

গত ৮ মার্চ, শনিবার আন্তর্জাতিক নারী দিবসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী শিক্ষার্থীকে হেনস্তা-হুমকি ও সারাদেশে অব্যাহত নারী নিপীড়ন, ধর্ষণ ও হত্যার প্রতিবাদে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, বাংলাদেশ জাসদের ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ-বিসিএল চার ছাত্র সংগঠন সম্মিলিত বিক্ষোভ সমাবেশ করে। বিকাল চার ঘটিকার সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যে চার ছাত্র সংগঠনের এই সম্মিলিত বিক্ষোভ সমাবেশটি অনুষ্ঠিত হয়।

সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক রায়হান উদ্দিনের সঞ্চালনায় এবং বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি মাহির শাহরিয়ার রেজার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক জগদীশ চাকমা, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সংসদের সাধারণ সম্পাদক বাহাউদ্দিন শুভ, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ-বিসিএলের সভাপতি গৌতম শীল, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের সভাপতি মুক্তা বাড়ৈ।

বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তারা, বাংলাদেশে চলমান নারীর উপর সহিংসতা ও নারী নিপীড়ন, প্রতিনিয়ত নারী ও শিশু ধর্ষণের মতো জঘন্য কাজ সংঘঠিত হওয়ার ফলে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে নারীদের সুরক্ষা প্রদানের ব্যর্থতার দায় শিকার করতে হবে বলে মত প্রকাশ করেন। সেই সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম নারীদের নিরাপত্তা তথা সমগ্র দেশের নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা জোরদার করার লক্ষ্যে বক্তারা জোর দাবি জানান।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রামে আদিবাসী মহিলা ফোরামের উদ্যোগে আলোচনা সভা

গত ৮ মার্চ ২০২৫ আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৫ উদযাপন উপলক্ষে 'নারী অধিকার নিশ্চিত করুন, পার্বত্য চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়ন করুন' এই শ্লোগানটি সামনে রেখে আদিবাসী মহিলা ফোরাম, চট্টগ্রাম মহানগর শাখার উদ্যোগে বিকাল ৫ ঘটিকার সময় ব্যারিস্টার কলেজ এলাকায় এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত আলোচনা সভায় আদিবাসী মহিলা ফোরামের সভাপতি চিজিপুদি চাকমার সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আদিবাসী মহিলা ফোরামের সাংগঠনিক সম্পাদক অর্শি চাকমা। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাহাড়ি শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের সভাপতি জগৎ জ্যোতি চাকমা।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, সমাজে প্রতিনিয়ত নারীর অধিকার হরণ করা হচ্ছে, নারী সমাজকে প্রতিনিয়ত বিভাজন করা হচ্ছে, তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। আজ পার্বত্য চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণে জুম্ম নারী সমাজ, যুব সমাজ শহরমুখী হতে বাধ্য হচ্ছে। এখানে প্রতিনিয়ত বৈষম্য, হেনস্তার শিকার হতে হচ্ছে, যা অত্যন্ত হতাশাজনক। সেই কারণে সকলকে সচেতন হতে হবে।

বক্তারা আরও বলেন, আমাদের চুপ করে বসে থাকলে হবে না, আমাদের নারীদের অধিকারের জন্য লড়াই করতে হবে এবং পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়েই জুম্ম নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা পাবে।

পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা অনস্বীকার্য: আন্তর্জাতিক নারী দিবসে কে এস মং

গত ৮ মার্চ ২০২৫ 'নারী সমাজের অধিকার, মর্যাদা ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করি, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে অধিকতর ভূমিকা রাখি' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে সকাল

১০ ঘটিকার সময় বান্দরবান রয়েল হোটেল হলরুমে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন কমিটির উদ্যোগে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কে এস মং মারমা, সদস্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুমন মারমা, সদস্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী অংচমং মারমা, বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী লেলুং খুমী, নারী হেডম্যান সানুচিং মারমা, নারী প্রতিনিধি রেং এ ময় বম প্রমুখ।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব উলিসিং মারমার সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক মেঞোচিং মারমা। আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন নারী দিবস উদযাপন কমিটির সদস্য মেসাইনু মারমা। আলোচনা সভার শুরুতে উত্তরীয় পরিয়ে অতিথিদের বরণ করে নেয়া হয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে কেএসমং মারমা বলেন, পাহাড়িদের জন্য এই দিবসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমাদের সমাজ ব্যবস্থা সামন্ত সমাজ ব্যবস্থা, সামন্তীয় উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল আর এই সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের এবং পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আমাদের সমাজে পশ্চাৎপদ ও সামন্তীয় চিন্তা, ধ্যান ধারণার কারণে নারী নেতৃত্ব এখনো সেভাবে গড়ে উঠেনি। তিনি বলেন, আজকে পার্বত্য জেলা পরিষদ থেকে শুরু করে পার্বত্য মন্ত্রণালয় সবকিছুই চুক্তির ফসল। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের আন্দোলনেও নারীদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই পরিবর্তনের পরেও শাসকগোষ্ঠী নারীদের উপর বেশি আঘাত করেছে।

তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশে জনবান্ধব ও আদর্শভিত্তিক রাজনৈতিক দল না থাকায় সারাদেশে অস্থিরতা বিরাজমান। অধিকারের কথা বললে অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বললেই রাষ্ট্রদ্রোহিতার ট্যাগ দেওয়া হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের যে সমস্ত জাতিগোষ্ঠী আছে তাদের অস্তিত্বের প্রয়োজনে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং আন্দোলন জোরদার করতে হবে।

আলোচনা সভায় সুমন মারমা বলেন, সমাজকে পরিবর্তন করতে গেলে নারী এবং পুরুষ উভয়কেই আমাদের প্রয়োজন। এখানে পুরুষ এবং নারীকে আলাদা করে দেখার কোনো সুযোগ নাই। পার্বত্য চট্টগ্রামে সত্তর দশক এমনকি পাকিস্তান পিরিয়ডে যেমন এই অঞ্চলের মানুষের উপর নিপীড়ন নির্যাতন করেছিলো, স্বাধীনতার পরও সেই অত্যাচার চালিয়েছে।

তিনি আরো, বলেন শেখ মুজিবুর রহমান আমল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সব সরকার আমাদের অধিকারের পক্ষে ছিল না এবং নেই। সামন্তীয় সমাজ ব্যবস্থায় নারীদেরকে অবমূল্যায়ন করা হয়, উপেক্ষা করা হয়, কিন্তু সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। অস্তিত্ব রক্ষার আন্দোলনে নারী-পুরুষের সমান ভূমিকা থাকা বাঞ্ছনীয়।

লেলুং খুমী বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী রয়েছে, তাদের মধ্যে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে অংশগ্রহণের সুযোগ রাখা দরকার। যারা অধিকতর পিছিয়ে রয়েছে তাদেরকে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর ছাড় দেওয়ার মানসিকতা রাখতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনে আমাদের সবাইকে যে যার অবস্থান থেকে আন্দোলন করে যেতে হবে এবং সবাইকে এগিয়ে আসা উচিত।

আদিবাসী নারী ও কন্যাশিশুর মর্যাদা ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে হবে: ঢাকায় নারী দিবসে আলোচনা সভায় বক্তারা

গত ৯ মার্চ ২০২৫ আন্তর্জাতিক নারী দিবস এবং হিল উইমেন্স ফেডারেশনের ৩৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে ঢাকায় উইমেন ভলানটারি এসোসিয়েশন (ডব্লিউভিএ) অডিটোরিয়ামে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ আদিবাসী যুব ফোরামের সদস্য অনন্যা দ্রং এর সঞ্চালনায় ও রাখি ম্রংয়ের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন হিল উইমেন ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরের

সদস্য কলি চাকমা। তিনি বলেন, বাংলাদেশের আদিবাসী নারীরা আজও সকল ক্ষেত্রে শোষণ, বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। তিনি আদিবাসী নারীসহ সমগ্র নারীদের সংগ্রামের ইতিহাস ও ৮ মার্চ বিশ্ব নারী দিবসের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন।

কবি ও সাংবাদিক সোহরাব হাসান জুলাই অভ্যুত্থানের ইতিহাস তুলে ধরে বলেন, বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ার উদ্দেশ্য নিয়ে আন্দোলন হয়েছিল, অথচ আমরা সেই বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়তে পারিনি। বরং জুলাই অভ্যুত্থানের পর থেকে আদিবাসীদের উপর আরও বৈষম্য, শোষণ নিপীড়ন বেড়েছে। তিনি আরও বলেন, বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য কেবল নারীদের আন্দোলন নয়, নারীদের পাশাপাশি পুরুষদেরও জোরালো ভূমিকা পালন করতে হবে।

তিনি এনসিটিবি কর্তৃক আদিবাসী সংবলিত গ্রাফিতি বাতিলের প্রতিবাদ মিছিলে আদিবাসী শিক্ষার্থীদের উপর আক্রমণের ঘটনার প্রসঙ্গ তুলে ধরে বলেন, দেশে আদিবাসীরা আজও কোথাও নিরাপদ নয়। তারা প্রতিনিয়ত নিরাপত্তার হুমকির মধ্য রয়েছে।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের যুগ্ম সম্পাদক সীমা মোসলেম বলেন, আমরা এমন একটা সময়ে নারী দিবস পালন করছি যে, দেশের ক্রান্তিলগ্নে আজ সারাদেশে নারীদের উপর সহিংসতা তীব্র আকার ধারণ করেছে। শিশু থেকে বৃদ্ধা মহিলা কেউই রেহাই পাচ্ছে না। নিউজ দেখলে প্রতিনয়ত ধর্ষণের সংবাদ দেখতে পাই। অথচ, বাংলাদেশের সকল ক্ষেত্রে নারীদের অবদান ব্যাপক থাকলেও নানা ক্ষেত্রে বৈষম্যর শিকার হতে হয়।

বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘের পরিচালক শাহনাজ সুমি বলেন, নারী কিভাবে চলবে, কী পড়বে, কোথায় যাবে সকল কিছু ঠিক করে দিচ্ছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যাবস্থা। অথচ এই সমাজ ব্যাবস্থায় নারীরাও অর্ধেক অংশ। আজকে নারীদের উপর ধর্ষণ, নিপীড়ন, বাল্য বিবাহ এখনও চলমান রয়েছে। আদিবাসী নারীদের উপর সহিংসতার ঘটনা মারাত্মক আকার ধারণ করেছে, বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী নারীদের উপর প্রতিনিয়ত সহিংসতা হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক স্নিগ্ধা রেজওয়ানা করিম বলেন, দেশে মৌলবাদের উত্থানের ফলে নারীরা আজ সকল ক্ষেত্রে অনিরাপদ অবস্থায় আছে। ধর্মের নামে নারীদেরকে তাদের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাবেক সদস্য ও বর্তমান জাতীয় নারী সংস্কার কমিশনের সদস্য নিরুপা দেওয়ান তার বক্তব্যে বলেন, আদিবাসীরা যুগের পর যুগ ধরে নির্যাতনের শিকার হয়ে আসছে। আমাদের আদিবাসী নারীরা পদে পদে সকল ক্ষেত্রে বৈষম্য ও নিপীড়নের শিকার হয়।

এছাড়াও আরও বক্তব্য রাখেন লুনা নুর, সদস্য, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি এবং উজ্জ্বল আজিম, সদস্য, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম।

উল্লেখ্য, আলোচনা সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ আদিবাসী নারী নেটওয়ার্ক এর সাধারণ সম্পাদক ফাল্গুনী ত্রিপুরা। তিনি আলোচনা সভায় নিম্নোক্ত ১২টি সুপারিশমালা উপস্থাপন করেন: ১. আদিবাসী নারীর সকল মানবাধিকার নিশ্চিত করতে হবে; ২. আদিবাসী নারী ও শিশুর উপর সহিংসতা বন্ধে দ্রুত ও কার্যকর হস্তক্ষেপ ব্যাবস্থা গ্রহণ ও নিরাপত্তা জোরদার করা; ৩. আদিবাসী নারী ও শিশুর উপর সহিংসতার সাথে জড়িত ব্যাক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রধান করা; ৪. সহিংসতার শিকার আদিবাসী ও শিশুদের উপর উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ, চিকিৎসা ও আইনি সহায়তা প্রদান করা; ৫. নারী উন্নয়নের নীতিমালা আদিবাসী নারীদের জন্য আলাদা একটা অধ্যায় রাখা এবং সকল ধরনের নীতিমালা গ্রহণের পূর্বে আদিবাসী নারী নেতৃবৃন্দের পরামর্শ গ্রহণ করা; ৬. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন করা এবং সময়সূচি ভিত্তিক রোডম্যাপ ঘোষণা করা; ৭. আদিবাসী নারীদের জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা; ৮. ভূমি ও সম্পত্তির উপর আদিবাসী নারীদের অধিকার নিশ্চিত করা এবং বন, প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আদিবাসী নারীদের ভূমিকা স্বীকার করা; ৯. আদিবাসী মাতৃ মৃত্যু ও শিশু মৃত্যু কমানোর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা; ১০. শিক্ষা কর্মসংস্থান থেকে শুরু করে সকল ক্ষেত্রে আদিবাসী নারীদের জন্য কোটা নিশ্চিত করা এবং বিধবা ও বয়স্ক ভাতা নিশ্চিত করা; ১১. জাতীয় সংসদে অঞ্চল ভিত্তিক এবং স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় আদিবাসী নারী প্রতিনিধি নিশ্চিত করা; এবং ১২. সমতলে আদিবাসীদের জন্য পৃথক ভূমি কমিশন ও মন্ত্রণালয় গঠন করা।

ধর্ষণবিরোধী আন্দোলনে সংহতি এবং সারাদেশে নারী ও শিশু ধর্ষণ, হত্যা ও নিপীড়নের প্রতিবাদে পিসিপি ও এইচডাব্লিউএফের যৌথ বিবৃতি

সাম্প্রতিক সময়ে চলমান ধর্ষণবিরোধী আন্দোলনে সংহতি এবং সারাদেশে অব্যাহত নারী ও শিশু ধর্ষণ, হত্যা ও নিপীড়নের প্রতিবাদে পিসিপি ও এইচডাব্লিউএফ যৌথ বিবৃতির মাধ্যমে গভীর উদ্বেগ ও প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং এসব ঘটনা বন্ধের জন্যে সরকারকে অতিদ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য দাবি জানিয়েছে। গত ৯ মার্চ ২০২৫ পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, কেন্দ্রীয় কমিটির তথ্য, প্রচার ও

প্রকাশনা সম্পাদক অন্বেষ চাকমার স্বাক্ষরিত এক বিবৃতির মাধ্যমে এই প্রতিবাদ জানানো হয়।

বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়, 'সাম্প্রতিককালে দেশের বিভিন্ন জায়গায় নারী ও শিশুর ওপর যৌন নিপীড়ন, ধর্ষণ, হত্যা ইত্যাদি ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন স্থানে শিক্ষার্থী, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, প্রগতিশীল রাজনৈতিক সংগঠনসহ সাধারণ জনতার নারী নিপীড়ন ও ধর্ষণ বিরোধী আন্দোলন চলছে।

দেশের বিভিন্ন জায়গায় চলমান নারী নিপীড়ন ও ধর্ষণ বিরোধী আন্দোলনের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন (এইচডাব্লিউএফ) সংহতি জ্ঞাপন করছে এবং একই সাথে সারা দেশে অব্যাহত নারী ও শিশু ধর্ষণ, হত্যা ও নিপীড়নের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ ও প্রতিবাদ জানাচ্ছে।'

বিবৃতিতে আরও উল্লেখ করা হয় 'গত ৫ মার্চ ২০২৫ খ্রি: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এক নারী শিক্ষার্থীকে পথে গতিরোধ করে বিশ্ববিদ্যালয়েরই এক কর্মচারী হেনস্তা-হুমকি ও নানা কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করে। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার পরে আসামীকে থানার সোপর্দ করা হলেও আদালত অপরাধীকে জামিন দেয়। এছাড়াও সারাদেশে ক্রমবর্ধমান নারী ও শিশুর ওপর সহিংসতা, নিপীড়ন ও ধর্ষণ-হত্যার ঘটনায় প্রশাসনের নির্লিপ্ততা ও সরকারের উদাসীনতায় পিসিপি ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন তীব্র নিন্দা প্রকাশ করছে।

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের হিসেবে ২০২৫ সালের প্রথম মাস জানুয়ারিতে অন্তত ৩৯টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে, যার মধ্যে ১০টি ঘটনায় কোনো মামলাই হয়নি। হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটির (এইচআরএসএস) প্রতিবেদন অনুসারে, ২০২০-২০২৪ সাল পর্যন্ত গত পাঁচ বছরে, বাংলাদেশে কমপক্ষে ১১ হাজার ৭৫৮ জন নারী ও মেয়ে শিশু নির্যাতন ও সহিংসতার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এছাড়াও সাম্প্রতিককালের ঘটনাসমূহ পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, নারীর ওপর শ্লীলতাহানি ও অনলাইন হুমকি, নারীর ওপর সহিংসতা, মোরাল পুলিশিং ও মব সন্ত্রাস ইস্যুগুলো ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে যা এক জন-উদ্বেগে পরিণত হয়েছে। এসব ঘটনাবলী বাংলাদেশে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার পরিসংখ্যানের উর্ধ্বগতি ও কঠিন বাস্তবতাকেই প্রতিফলিত বলে।'

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে চবিতে পিসিপি'র উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

গত ৯ মার্চ ২০২৫ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) 'জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জুম্ম নারীর ভূমিকা ও প্রাসঙ্গিকতা' শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভাটি আয়োজন করে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ২ নং গেইট শাখা। উল্লেখ্য, গত ৮ মার্চ, আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে এই আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জাদুঘর প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত সভাটি বিকেল ৪ ঘটিকায় শুরু হয়। এতে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি অন্বেষ চাকমা, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, চবি সংসদের সাংস্কৃতিক সম্পাদক জাল্লাং এনরিকো মারাক, পিসিপি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক সুমন চাকমা, ত্রিপুরা স্টুডেন্টস ফোরাম, চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সভাপতি ধন রঞ্জন ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সিং য়ই প্রু মারমা প্রমুখ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, চবি ২ নং গেইট শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক প্রেনন্ডি ম্রো'র সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন পিসিপি, চবি ২ নং গেইট শাখার সভাপতি অপূর্ব চাকমা। উক্ত সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিসিপি, চবি ২ নং গেইট শাখার অর্থ সম্পাদক রিশন চাকমা।

অন্বেষ চাকমা বলেন, বর্তমান সময়ে বাংলাদেশ যে অরাজক পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে তাতে নারীদের নিরাপত্তা দিনদিন সংকটময় হয়ে পড়ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে সেটেলার ও সেনাবাহিনী কর্তৃক সংঘটিত ধর্ষণ ও নিপীড়নের অন্যতম ভুক্তভোগী জুম্ম নারীরা। এর থেকে মুক্তির জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠা খুবই জরুরি। যার জন্য নারী ও পুরুষ উভয়কে আন্দোলনে সমানতালে সামিল হওয়া জরুরি।

জাল্লাং এনরিকো কুবি বলেন, পাহাড় ও সমতলে আদিবাসী নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা আগের চাইতে কম। শাসকগোষ্ঠী

আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকারকে কৌশলে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। আমাদের অধিকার বিষয়ে সচেতন থেকে ঐক্যবদ্ধভাবে অধিকারের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

সুমন চাকমা বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে নারীদের প্রতি সহিংসতা বেড়েই চলেছে। সেই সাথে পাহাড় ও সমতলের আদিবাসী নারীদের বাস্তবতা আরও কঠিন। জুম্ম সমাজে নারীরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অন্যতম নিয়ামক ভূমিকা পালন করলেও সামাজিকভাবে জুম্ম নারীরা অনেক পিছিয়ে রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্মদের দীর্ঘ লড়াই সংগ্রামের ইতিহাসে জুম্ম নারীরা আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভূমিকা রেখে যাচ্ছে।

ধন রঞ্জন ত্রিপুরা বলেন, সমাজ বিকাশে নারীদের যে অবদান ছিল পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তা স্বীকার করতে চায় না। অথচ সমাজ বিকাশে পুরুষদের যেভাবে সংগ্রাম করতে হয়েছে নারীরা তার চেয়ে বহুগুণে সংগ্রাম করেছে। বর্তমান সমাজে নারীরা সাংসারিক কাজ থেকে শুরু করে কর্মজীবনে সক্রিয় ভূমিকা রাখছে। কিন্তু আধুনিকতার বাজারে নারীদের সৌন্দর্যকে পণ্যায়ন হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। যেটি নারীদের প্রতি বৈষম্য আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

সিং য়ই প্রু মারমা বলেন, নারীরা ঐতিহাসিকভাবে বঞ্চিত হয়ে আসছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে নারীরা পুরুষ আধিপত্য ও রাষ্ট্রের শাসকশ্রেণি দ্বারা প্রতিনিয়ত নিপীড়িত হচ্ছে। আমাদের সমাজব্যাবস্থায় নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এগিয়ে আসতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে অপূর্ব চাকমা বলেন, সমাজ গঠনে নারীদের ভূমিকা ইতিহাসে আমরা যেমন দেখতে পাই, ঠিক একইভাবে অধিকার আদায়ের লড়াই সংগ্রামেও নারীদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য। এম এন লারমারা পার্বত্য চট্টগ্রামে সামন্তীয় ঘুণেধরা সমাজে শিক্ষা বিস্তার থেকে শুরু করে জুম্ম জাতীয় জাগরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করার পাশাপাশি তারা নারীদের জাগরণে অবদান রাখেন। জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নারীদের অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়বোধ থেকেই আমাদের শিক্ষিত তরুণ প্রজন্মকে নারী অধিকার নিয়ে সোচ্চার হতে হবে। তিনি জুম্মদের অধিকার আদায়ের সনদ পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের বৃহত্তর আন্দোলনে পুরুষের পাশাপাশি জুম্ম নারীদেরও এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

বাঘাইছড়িতে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

গত ৮ই মার্চ ২০২৫ সকাল ১০:০০ ঘটিকায় সময়ে রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার বাঘাইছড়ি গ্রামের কমিউনিটি সেন্টারে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন কমিটির উদ্যোগে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন বাঘাইছড়ি থানার পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির সভাপতি লক্ষীমালা চাকমা, সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ এর বাঘাইছড়ি থানার সভাপতি চিবরন চাকমা এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব সমাপ্তি দেওয়ান।

'নারী সমাজের অধিকার, মর্যাদা ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করি, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে অধিকতর ভূমিকা রাখি' এই শ্লোগানে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বাঘাইছড়ি থানা কমিটির সভাপতি পুলক জ্যোতি চাকমা এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক বাঘাইছড়ি উপজেলার মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেত্রী সুমিতা চাকমা, ৩২ নং বাঘাইছড়ি ইউনিয়নের মেম্বার প্রতিনিধি রাশিকা চাকমা, অধিকারকর্মী প্রহর চাকমা, বাঘাইছড়ি থানা পিসিপির প্রতিনিধি সুদর্শন চাকমা এবং বাঘাইছড়ি থানা যুব সমিতির সভাপতি পিয়েল চাকমা প্রমূখ।

বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন না হওয়াতে দিনকে দিন পাহাড়ে বিশেষত জুম্ম নারীরা অধিক নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্রের নির্মম শিকারের তালিকার প্রথম সারিতে জুম্ম নারীদের রাখা হয়েছে, যেটা খুবই ভয়াবহ।

বক্তারা আরও বলেন, বর্তমানে দেশে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার চলছে এবং ৫ আগস্ট বাংলাদেশের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর সরকার কয়েকটি সংস্কার কমিশন গঠন করে দেশকে ঢেলে সাজানোর প্রক্রিয়া অব্যহত রেখেছেন। সেটা ভালো কথা। যুগোপযোগী উদ্যোগ বটে। কিন্তু অতি দুঃখের সাথে বলতে হয়, পাহাড়ে দীর্ঘ দুই যুগের অধিক যে সমস্যা পড়ে রয়েছে এবং সেই সমস্যা সমাধানের প্রধান ও একমাত্র যে উপায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন, সে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার

গতিকে জোরদার করার জন্য ইতিবাচক বা চোখে পড়ার মত কোনো পদক্ষেপ সরকার গ্রহণ করেছেন বলে এখনো পর্যন্ত আমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না।

প্রধান সামাজিক উৎসবের সময় সরকারি ছুটিসহ চার দফা দাবিতে ১২ আদিবাসী ছাত্র সংগঠনের স্মারকলিপি

পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সমতল আদিবাসী জাতিসমূহের প্রধান সামাজিক উৎসব চাংক্রান, সাংগ্রাই, সাংক্রাই, বৈসু, বিষু, বিহু, সাংগ্রাইং, থাংগ্রেন, বিঝু উপলক্ষে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সরকারি ছুটিসহ চার দফা দাবিতে প্রধান উপদেষ্টা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (অন্তর্বর্তীকালীন) এর নিকট স্মারকলিপি প্রদান করেছে ১২টি আদিবাসী ছাত্র সংগঠন। গত ১০ মার্চ ২০২৫, সোমবার, সকাল ১১:০০ ঘটিকায় মধুর ক্যান্টিন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্মারকলিপি প্রদানের পূর্বে ১২টি আদিবাসী ছাত্র সংগঠন এক সংবাদ সম্মেলন করে।

১২টি আদিবাসী ছাত্র সংগঠন হলো– বাংলাদেশ আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, হিল উইমেন্স ফেডারেশন, বাংলাদেশ মারমা স্টুডেন্টস কাউন্সিল, ত্রিপুরা স্টুডেন্টস ফোরাম, বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার ফোরাম, বাংলাদেশ রাখাইন স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ খুমি স্টুডেন্টস কাউন্সিল, বাংলাদেশ চাক স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন, দি পাংখোয়া স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ, ঢাকাস্থ ম্রো শিক্ষার্থী পরিবার, সাধারণ বম ছাত্র সমাজ।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়– 'আবহমান কাল ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাংখোয়া, চাক, খুমি, লুসাই, ম্রো, বম, খিয়াং, তঞ্চঙ্গ্যা, ত্রিপুরা, মারমা, চাকমা, অহমিয়া, গুর্খা, সান্তাল ১৪টি ভিন্ন ভাষাভাষি আদিবাসী জাতিসমূহের বসবাস। আমাদের আছে নিজস্ব ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, প্রথা ও রীতি যা বাঙ্গালি জাতি হতে পৃথক ও স্বতন্ত্র। বাঙ্গালির যেমন নববর্ষ উৎসব রয়েছে তেমনি চৈত্র সংক্রান্তি এবং নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর জন্য স্মরণাতীতকাল থেকে পাহাড়ের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষ বর্ণাঢ্য আয়োজনে ঐতিহ্যগতভাবে বিভিন্ন নামে প্রধান সামাজিক উৎসবটি উদযাপন করে আসছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রধান সামাজিক উৎসবটিকে ম্রো'রা চাংক্রান, চাক'রা সাংগ্রাইং, মারমা'রা সাংগ্রাই, ত্রিপুরা'রা বৈসু, তঞ্চঙ্গ্যা'রা বিষু, অহমিয়া'রা বিহু, খুমি'রা সাংক্রাই, চাকমা'রা বিঝু এবং সমতলের আদিবাসী জনগোষ্ঠী রাখাইন'রা থাংগ্রেন নামে এই উৎসবটি স্বকীয় ও ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক আয়োজনে উদযাপন করে থাকেন। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ৫৩ বছরের পথচলায় এটি একটি বৃহৎ সামাজিক উৎসব হওয়া স্বত্ত্বেও উৎসবটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালনের জন্য সরকারিভাবে এবং দেশের সরকারি-বেসরকারি কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক ক্যালেন্ডারে ছুটির ব্যবস্থা করা হয়নি।'

এতে আরও উল্লেখ করা হয়, '২০১৫ সালের ১৩ এপ্রিল জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত প্রজ্ঞাপনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য বাংলা বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী ২৯ শে চৈত্র ও দোসরা বৈশাখ এই দুই দিন ঐচ্ছিক ছুটি মঞ্জুর করা হয় এবং সেই একই তারিখে ছুটি ঘোষণাপূর্বক অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় গত বছরের ২১ অক্টোবর ২০২৪ তারিখ বাৎসরিক সরকারি ছুটির তালিকা প্রকাশ করে। শুধুমাত্র ঐচ্ছিক ছুটি হওয়ায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিল্প কারখানা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ এই প্রজ্ঞাপনের নির্দেশনা মানতে বাধ্যবাধকতা নেই বলে এইসব প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত আদিবাসী শিক্ষার্থী এবং প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং শ্রমজীবী মানুষেরা প্রধান সামাজিক উৎসব উদযাপনে বঞ্চিত হচ্ছেন।'

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (অন্তর্বর্তীকালীন) এর প্রধান উপদেষ্টার নিকট নিম্নোক্ত দাবি জানানো হয়– (১) দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে (১২- ১৬) এপ্রিল পর্যন্ত মোট পাঁচ দিন সরকারি ছুটি প্রদান করা; (২) উৎসবের সময় এসএসসি ও এইচএসসিসহ কোন পাবলিক পরীক্ষা না রাখা; (৩) উৎসবের সময় দেশের সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্বশাসিত, আধা-স্বায়ত্বশাসিতসহ সকল প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আদিবাসী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ছুটি প্রদান করা; এবং (৪) উৎসবের সময় দেশের বিভিন্ন শিল্প কারখানায় কর্মরত আদিবাসী শ্রমজীবীদের ছুটি প্রদান করা।

সারাদেশে নারী নির্যাতন, ধর্ষণ এর প্রতিবাদ এবং পাহাড়ে জুম্ম নারীর নিরাপত্তা ও পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে চট্টগ্রামে পিসিপি'র মিছিল ও সমাবেশ

গত ১১ মার্চ ২০২৫ বিকেল ৩ ঘটিকায় সারাদেশে নারী নির্যাতন, নিপীড়ন, ধর্ষণের প্রতিবাদে এবং পাহাড়ে জুম্ম নারী নিরাপত্তা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের দাবিতে চট্টগ্রামে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি), চট্টগ্রাম মহানগর ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশটিতে সঞ্চালনা করেন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক আদর্শ চাকমা এবং সভাপতিত্ব করেন সহ-সভাপতি সৌরভ চাকমা। সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন পিসিপি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার স্কুল ও পাঠাগার বিষয়ক সম্পাদক অপূর্ব চাকমা। এছাড়া বক্তব্য রাখেন পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সভাপতি ডিসান তঞ্চঙ্গ্যা, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, চট্টগ্রাম জেলা সংসদের সভাপতি টিকলু দে, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক সুমন চাকমা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মাছেন হ্লা রাখাইন প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে গঠিত অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে নারী ধর্ষণ নিপীড়নের মতো ঘটনা অপ্রত্যাশিত। বিগত সময়ে পাহাড়ে একের পর এক ধর্ষণগুলোর অধিকাংশের যথাযথ বিচার হয়নি। নারীসহ সাধারণ জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিতে প্রশাসন সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ। অপরাধ করার পর অপরাধী দিনে দুপুরে ঘুরছে। ঢাকাস্থ আদিবাসী শিক্ষার্থীদের উপর হামলার ঘটনায় প্রশাসনের নিরব দর্শকের ভূমিকা রাষ্ট্রের বিচারহীনতার সংস্কৃতির প্রতিফলন।

বক্তারা আরও বলেন, বাংলাদেশের প্রতিটি স্তরে মেয়েরা নিরাপদ নয়। ধর্ষণকারীদের বিরুদ্ধে বিচারহীনতার যে সংস্কৃতি ফ্যাসিবাদী হাসিনার আমলে দেখেছি তা বর্তমানে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময়েও দেখতে পাচ্ছি। এভাবে চলতে থাকলে দেশের অবস্থার আরও অবনতি ঘটবে। স্বাধীনতার ৫৪ বছর পেরিয়ে গেলেও নারীদের নিরাপত্তা এখনো নিশ্চিত হয়নি। বর্তমানে আমরা চরম নিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে বসবাস করছি। কল্পনা চাকমা পাহাড়ের মানুষের নির্যাতন নিপীড়নের কথা বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমরা দেখতে পাই সেই কল্পনা চাকমাকে নিজ বাড়ি থেকে অপহরণ করে সেনাবাহিনী।

বক্তারা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে প্রত্যেকটি নারী নিপীড়ন ও ধর্ষণ ঘটনার সুষ্ঠু বিচার নিশ্চিত করার দাবি জানান।

সভাপতির বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে আয়োজিত সমাবেশটির সমাপ্তি ঘটে। সমাবেশ পরবর্তীতে একটি মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি চেরাগী মোড় থেকে শুরু হয়ে প্রেস ক্লাব হয়ে আবার চেরাগীতে এসে শেষ হয়।

পিসিপি'র রাঙ্গামাটি শহর শাখার উদ্যোগে 'অশুভ শক্তি প্রতিরোধ দিবস ২০২৫' উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

গত ১৫ মার্চ ২০২৫ পিসিপি'র রাঙ্গামাটি শহর শাখার উদ্যোগে ১৯৯৫ সালের ১৫ মার্চ স্মরণে অশুভ শক্তি প্রতিরোধ দিবস-২০২৫ উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আলোচনার সভার শুরুতে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের আন্দোলনে আজ পর্যন্ত যারা শহীদ, আহত ও পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন তাদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

এতে প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলন পিসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক জগদীশ চাকমা, বিশেষ আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক সুপ্রিয় তঞ্চঙ্গা, হিল উইমেন্স ফেডারেশন, রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সহ-সভাপতি কবিতা চাকমা এবং পিসিপি, রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ম্যাগলিন চাকমা প্রমুখ।

পিসিপির রাঙ্গামাটি শহর শাখার সহ-সাধারণ সম্পাদক সনেট চাকমার সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন পিসিপির রাঙ্গামাটি শহর শাখার সভাপতি সুরেশ চাকমা। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিসিপি, রাঙ্গামাটি শহর শাখার অর্থ সম্পাদক সুব্রত তঞ্চঙ্গা। এছাড়াও উক্ত সভায় সংহতি জানিয়ে উপস্থিত ছিলেন পিসিপি, কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক রুমেন চাকমা।

বক্তারা বলেন, ১৯৯৫ সালের ১৫ মার্চ বান্দরবানে, সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর নেতৃত্বে পূর্ব নির্ধারিত পিসিপির জেলা কমিটির সম্মেলন বানচাল করতে নানা ষড়যন্ত্র চালানো

হয়েছিল। এসময় প্রশাসনের সহায়তায় ১৪৪ ধারা জারি থাকা সত্ত্বেও, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের বিরুদ্ধে নানা অশোভন ও সাম্প্রদায়িক ভাষায় বক্তব্য দিয়ে সাম্প্রদায়িক উস্কানি দেওয়া হয়। একপর্যায়ে, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের নেতা-কর্মীরা প্রতিবাদ হিসেবে মিছিল বের করলে, পুলিশসহ বিএনপি-জামায়াতের সেটেলার ও ভাড়াটে সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়ে পিসিপির ৭ জন নেতা কর্মী ও আরো অনেককে আহত হন। এছাড়াও পাশের গ্রামের ২০০টিরও বেশি ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

বক্তারা আরও বলেন, ১৯৯৫ সালের ১৫ মার্চ তারিখে সেটেলার ও প্রশাসনের যৌথ সাম্প্রদায়িক হামলাকে প্রতিরোধ করতে তৎকালীন ছাত্র সমাজ যেভাবে রূখে দাঁড়িয়েছিল, ঠিক সেভাবেই বর্তমানেও জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ছাত্র-যুব সমাজকে সংগ্রামী চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে অশুভ শক্তির যেকোন ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত ও প্রতিরোধ করতে হবে। এজন্য পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের কোন বিকল্প নেই।

বক্তারা বলেন, সম্প্রতি ১৫ জানুয়ারি এনসিটিবির ঘটনাও প্রশাসনের নীরব ভূমিকাকে স্পষ্ট করেছে। সেনাবাহিনি ও সেটেলারদের দমননীতির ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব আজ হুমকির মুখে।

রোয়াংছড়িসহ সারাদেশে নারীর উপর সহিংসতার প্রতিবাদ ও দোষীদের শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ

গত ১৭ মার্চ ২০২৫ সারাদেশে অব্যাহত নারী নিপীড়ন, সহিংসতা, ধর্ষণ ও রোয়াংছড়ি খামতাং পাড়ায় আদিবাসী নারী ধর্ষণের প্রতিবাদে এবং ধর্ষকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে রোয়াংছড়িতে প্রতিবাদ সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। উল্লেখ্য, গত ১০ মার্চ ২০২৫ খামতাং পাড়ায় রোয়াংছড়ি হতে রুমা সড়ক নির্মাণের শ্রমিক জামাল হোসেন কর্তৃক এক আদিবাসী মানসিক ভারসাম্যহীন কিশোরী ধর্ষণের শিকার হয়।

রোয়াংছড়ি উপজেলা আদিবাসী ছাত্র সমাজের উদ্যোগে আয়োজিত প্রতিবাদ সমাবেশে বান্দরবান সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী চসিংথোয়াই মারমার সঞ্চালনায় এবং বান্দরবান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী অংশৈসাই মারমার সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বান্দরবান সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী অংমেপ্রু মারমা, চট্টগ্রাম ন্যাশনাল পলিটেকনিক কলেজের শিক্ষার্থী মনিলাল তঞ্চঙ্গ্যা, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী জসিংথুই মারমা, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী নুম্যাশৈ মারমা, সরকারি তিতুমীর কলেজের শিক্ষার্থী হ্লামংচিং মারমা, বাংলাদেশ মারমা স্টুডেন্স কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী অংশৈসিং মারমা।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, সম্প্রতি সারাদেশে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম নারীদের উপর অব্যাহত যৌন নিপীড়ন, নির্যাতন, ধর্ষণের ঘটনা উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বস্তুত একের পর এক নারীর উপর সহিংসতা, ধর্ষণের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের দ্রুত গ্রেপ্তার এবং ঘটনার যথাযথ বিচার ও অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত না করার কারণে এবং বিচারহীনতার সংস্কৃতি এখনো বিদ্যমান থাকায় বারবার এধরনের ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে।

বক্তারা আরও বলেন, আমরা একটা ভয়ের সংস্কৃতির মধ্যে বেড়ে উঠছি, যেখানে প্রতিনিয়ত আমাদের ভয় দেখিয়ে অন্যায় অনিয়মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে বাধা দেওয়া হয়। আমরা যাতে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে ভয় পাই সেই ব্যবস্থা তৈরি করে রাখা হয়েছে।

বক্তারা রোয়াংছড়ির প্রশাসন এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে দাবি জানিয়ে বলেন, খামতাং পাড়ায় মানসিক ভারসাম্যহীন কিশোরীকে ধর্ষণকারীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে, সকল আদিবাসী নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে এবং সারাদেশে অব্যাহত নারী নির্যাতন, নারীর প্রতি সহিংসতা, যৌন নিপীড়ন, ধর্ষণ, হত্যার ঘটনার সাথে জড়িত সকল অপরাধীদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক।

হিল উইমেন্স ফেডারেশনের উদ্যোগে কলমপতি গণহত্যা উপলক্ষে স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত

গত ২৫ মার্চ ২০২৫ হিল উইমেন্স ফেডারেশন, রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির উদ্যোগে ১৯৮০ সালের ২৫ মার্চ সেনা ও সেটেলার কর্তৃক সংঘটিত বর্বরোচিত কাউখালির কলমপতি গণহত্যার ৪৫ বছর উপলক্ষে শহীদদের স্মরণে স্মরণসভা ও মোমবাতি প্রজ্জ্বলন অনুষ্ঠিত হয়।

স্মরণ সভায় প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ এর কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক জিকো চাকমা। বিশেষ আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি রাঙ্গামাটি সদর থানার সভাপতি রিতেশ চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সদস্য আবৃত্তি দেওয়ান ও পিসিপির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ম্যাগলিন চাকমা।

স্মরণ সভায় গণহত্যায় শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। হিল উইমেন্স ফেডারেশন, রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক উওয়াইনু মারমার সঞ্চালনায় স্মরণ সভায় সভাপতিত্ব করেন হিল উইমেন্স ফেডারেশন, রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সহ-সভাপতি কবিতা চাকমা। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন হিল উইমেন্স ফেডারেশন, রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সদস্য সূচনা চাকমা।

প্রধান আলোচক ছাত্রনেতা জিকো চাকমা বলেন, আজ থেকে ৪৫ বছর আগে জুম্ম জনগণকে জাতিগতভাবে নির্মূলীকরণের জন্য পরিকল্পিতভাবে গণহত্যা ঘটানো হয়েছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের রাজনীতি, সামাজিক রীতিনীতি, অস্তিত্ব নস্যাৎ করে দেওয়ার জন্য শাসকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রের শেষ নেই। সরকার বদল হয়েছে অনেকবার, কিন্তু পাহাড় নিয়ে রাষ্ট্রের যে দৃষ্টি তা বদল হয়নি। তিনি আরো বলেন, আমরা যে অধিকার পাওয়ার স্বপ্ন দেখছি সেখানে তরুণ সমাজের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের বৃহত্তর আন্দোলনে অধিকতর সামিল হওয়ার আহ্বান জানান।

যুবনেতা রিতেশ চাকমা বলেন, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগেও জুম্মরা বিভিন্ন শাসকগোষ্ঠী দ্বারা নিপীড়িত নির্যাতিত ছিল, কিন্তু কখনো সুবিচার পায়নি। বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠী চায় ১৪টি জাতিগোষ্ঠীকে মিউজিয়ামে সীমাবদ্ধ রাখতে। একদিকে উগ্র মৌলবাদী মুসলিম ধর্মান্ধ এবং উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদী আগ্রাসন পার্বত্য চট্টগ্রামে বিস্তার লাভ করেই চলেছে, অন্যদিকে সামরিকায়ন জিইয়ে রাখা হয়েছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন বিনা কোন পথ নেই। তার জন্য বর্তমান তরুণ ছাত্র ও যুব সমাজকে তাদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব কাঁধে নিতে হবে।

আবৃত্তি দেওয়ান বলেন, শুধু কলমপতি গণহত্যা নয়, পাহাড়ের যতগুলো সাম্প্রদায়িক হামলা, গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে তার একটারও সুষ্ঠু তদন্ত হয়নি। বরং বিভিন্নভাবে এই রাষ্ট্র গণহত্যা হোতাদের পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছে। নিজের অধিকার পাওয়ার জন্য তরুণ সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে।

পিসিপির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ম্যাগলিন চাকমা বলেন, শুধু কাউখালিতে গণহত্যা হয়নি, অধুনা বাংলাদেশে আমরা দেখেছি লোগাং গণহত্যা থেকে শুরু করে ডজন খানেক গণহত্যা চালিয়েছিল শাসকগোষ্ঠী। আজ ৪৫ বছর হয়ে গেছে কলমপতি গণহত্যার ন্যায় বিচার মেলেনি।

সভাপতির বক্তব্যে কবিতা চাকমা বলেন, রক্তে রাঙানো এ ইতিহাস জুম্ম জাতি কখনো ভুলে নাই, ভুলবে না। পার্বত্য চট্টগ্রামে নির্যাতন ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে ও পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনে সকলকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান তিনি। আয়োজিত স্মরণসভার পর মোমবাতি প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

কলমপতি গণহত্যার স্মরণে পিসিপির চট্টগ্রাম পলিটেকনিক শাখার উদ্যোগে মোমবাতি প্রজ্জ্বলন ও স্মরণসভা

গত ২৫ মার্চ ২০২৫ কাউখালীর কলমপতি গণহত্যার স্মরণে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি), চট্টগ্রাম পলিটেকনিক শাখার উদ্যোগে মোমবাতি প্রজ্জ্বলন ও স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

স্মরণসভায় উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সহ-সাধারণ সম্পাদক থোয়াই প্রু মারমা, পিসিপির চট্টগ্রাম পলিটেকনিক শাখার

সভাপতি সুমান চাকমা প্রমুখ। চট্টগ্রাম পলিটেকনিক শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক চশৈশিং মারমার সঞ্চালনায় সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম পলিটেকনিক শাখার রত্নপ্রিয় চাকমা।

মোমবাতি প্রজ্জ্বলন ও স্মরণসভায় শুরুতে সকল শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। উক্ত স্মরণসভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম পলিটেকনিক শাখার সাধারণ সম্পাদক পূর্ণ জ্যোতি চাকমা।

স্বাগত বক্তব্যে পুর্ণজ্যোতি চাকমা বলেন, ১৯৮০ সালে ২৫ মার্চ রাঙ্গামাটির জেলার কাউখালি উপজেলার কলমপতি ইউনিয়নে রাষ্ট্রীয় মদদে সেনাবাহিনীর সদস্যরা গ্রামবাসীকে বিহার সংস্কারের নামে ডেকে সারিবদ্ধভাবে লাইনে দাঁড় করিয়ে নির্মমভাবে ব্রাশফায়ার করে ৩০০ জন নিরীহ জুম্মকে হত্যা করে। পরবর্তীতে সেনাবাহিনীর পৃষ্ঠপোষকতায় সেটেলার বাঙালিদেরকে লেলিয়ে দিয়ে নিরীহ জুম্ম জনগণকে হত্যা করা হয়। আজ দীর্ঘ ৪৫ বছর পেরিয়ে গেলেও এখনো বিচার হয়নি।

থোয়াই প্রু মারমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে শুধু কলমপতি নয়, এভাবে অনেক গণহত্যা হয়েছিল, যার কোনটাই বিচার হয়নাই। পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি হয়েছিল। কিন্তু চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন না হওয়ায় আজ জুম্মরা অনিরাপদ। তাই প্রত্যেক কর্মীকে আহ্বান জানাই, '৯৭ এর চুক্তি বাস্তবায়নের বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হওয়ার জন্য।

সুমান চাকমা বলেন, কাউখালী কলমপতি আর্মি জোনের প্রধান এক ধর্মীয় সভার নামে কলমপতি ইউনিয়নের পাহাড়িদের জড়ো করান। সাধারণ পাহাড়িরা উপস্থিত হয় এবং তাদের এক লাইনে দাঁড়াতে বলা হয়। লাইনে দাঁড়ামাত্র আর্মি সদস্যরা তাদের উপর গুলিবর্ষণ করে। এতে সঙ্গে সঙ্গে মারা যায় বাজার চৌধুরী কুমুদ বিকাশ তালুকদার, স্থানীয় স্কুল কমিটির সাধারণ সম্পাদকসহ প্রায় শত ব্যক্তি। একই দিন পোয়াপাড়া হত্যাকাণ্ড শেষে প্রায় ৩০ জন পাহাড়ি নারীকে জোরপূর্বক আর্মি ছাউনিতে নিয়ে যাওয়া হয়। সন্ধ্যায় শিশু ও বৃদ্ধাদের ছেড়ে দেয়া হলেও তরুণীদের ছেড়ে দেয়া হয়নি, যাদের হদিস আর পাওয়া যায় না।

আলোচনা সভা শেষে শহীদদের স্মরণে মোমবাতি প্রজ্জ্বলন করে সভাপতির বক্তব্যর মাধ্যমে স্মরণ সভা সমাপ্তি করা হয়।

জুরাছড়িতে পিসিপির কাউন্সিলে সেনাবাহিনীর বাধা, আটক, মারধর, পিসিপি ও এইচডাব্লিউএফের নিন্দা ও সেনাক্যাম্প প্রত্যাহারের দাবি

গত ৩ এপ্রিল ২০২৫ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার জুরাছড়ি উপজেলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি), জুরাছড়ি থানা শাখার পূর্বনির্ধারিত ২২তম বার্ষিক সম্মেলন ও কাউন্সিলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক বাধা প্রদান করে অনুষ্ঠান পন্ড করে দেওয়া হয়। একই সাথে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ-সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য ঊষাতন তালুকদারসহ সফর টিমকে ভিজা কিচিং আর্মি ক্যাম্পে আটকে রেখে সম্মেলনে যোগদান করতে বাধা প্রদান ও হয়রানি করা হয় এবং পিসিপির জুরাছড়ি থানা শাখার ৪ নেতাকর্মীকে আটক ও অন্তত ৬ গ্রামবাসীকে মারধর করা হয়। এছাড়া এলাকায় সেনাবাহিনী কর্তৃক ব্যাপক চেকপোস্ট বসিয়ে ছাত্র-জনতাকে অনুষ্ঠানস্থলে আসতে বাধা প্রদান করা হয়।

পিসিপির এই গণতান্ত্রিক কর্মসূচি পালনে সেনাবাহিনী কর্তৃক এভাবে বাধাগ্রস্ত করার ঘটনায় পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটি এবং হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটি একটি যৌথ প্রেস বিবৃতির মাধ্যমে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায়। বিবৃতিতে সেনাবাহিনীর বাধায় পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের সম্মেলন পণ্ড বলে অভিযোগ করে 'অপারেশন উত্তরণসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুযায়ী সকল অস্থায়ী সেনাক্যাম্প প্রত্যাহারপূর্বক অতিদ্রুত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নিকট জোর দাবি জানায় পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন।

পিসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির তথ্য, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক অন্বেষ চাকমা স্বাক্ষরিত এক প্রেস বার্তায় উল্লেখ করা হয়, 'পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, জুরাছড়ি থানা শাখার ২২তম বার্ষিক সম্মেলন ও কাউন্সিল পূর্ব নির্ধারিত ছিল। জুরাছড়ি সদরে পার্বত্য জেলা পরিষদ বিশ্রামাগারের মিলনায়তনে অনুষ্ঠানটি সফলভাবে সম্পাদন করা ও সহযোগিতা পাওয়ার লক্ষ্যে পিসিপির পক্ষ থেকে গত ২৮ মার্চ ২০২৫ তারিখে জুরাছড়ি উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর অবগতি পত্র প্রদান করা হয়। পিসিপির প্রতিনিধি টিমকে ইউএনও অফিস থেকে সম্মেলন আয়োজনের অনুমতি দেয়া যাবে না বলে জানানো হয়। সম্মেলনকে বাধাগ্রস্ত করতে গতকাল থেকেই জুরাছড়ি যক্ষ্মা বাজার আর্মিক্যাম্প থেকে জুরাছড়ি সদরে সেনাবাহিনীর টহল অভিযান জোরদার ও জুরাছড়ি সদরে প্রবেশ মুখে অন্তত ৭টি স্থানে অস্থায়ী তল্লাশি চৌকি বসানো হয়। তল্লাশি চৌকিসমূহ হলো: ১. রাস্তা মাথা, ৩নং ওয়ার্ড, ২নং বনযোগীছড়া ইউনিয়ন; ২. বরইতুলি, ৩নং ওয়ার্ড, বনযোগীছড়া ইউনিয়ন; ৩. ধামাই পাড়া, ২নং ওয়ার্ড, বনযোগীছড়া ইউনিয়ন; ৪. জুরাছড়ি সদর লঞ্চঘাট; ৫. আনন্দ

পাড়া, ২নং ওয়ার্ড, ২নং বনযোগী ছড়া ইউনিয়ন; ৬. জুরাছড়ি থানার সামনে এবং ৭. লুলাংছড়ি, ৭নং ওয়ার্ড, ১নং জুরাছড়ি ইউনিয়ন। এসব তল্লাশি চৌকিতে গতকাল থেকেই সাধারণ জনগণকে নাম জিজ্ঞেস করা, জাতীয় পরিচয় পত্র চেক করা, বাজার ব্যাগ চেক করাসহ নানাভাবে হয়রানি করা হচ্ছে।

শুধু তাই নয়, গতকাল ২নং বনযোগীছড়া ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের আনন্দ পাড়ায় তল্লাশি চালানোর সময় ৬ জন গ্রামবাসীকে হয়রানি ও মারধর করেছে সেনাসদস্যরা। মারধরের শিকার হওয়া ছয় গ্রামবাসী হলেন– (১) নাম- রন্তু চাকমা (২৫) পিতা-বুদ্ধ চাকমা, (২) নাম- অমর বিকাশ চাকমা (২৮) পিতা-সাগর চাকমা, (৩) নাম- সঞ্জীব চাকমা (৩০) পিতা-কালামরত চাকমা, (৪) নাম- মেন্ত চাকমা (৩০), পিতা- রাবনা চাকমা (৫) নাম- নান্টু চাকমা (৩২) পিতা-রাবনা চাকমা, (৬) নাম- চিকন্নে চাকমা (৪২) পিতা-অনুদাশ চাকমা।

সম্মেলনের দিনে সকালে অনুষ্ঠানের জুরাছড়ি সদর ও পূর্বনির্ধারিত স্থান জেলা পরিষদ বিশ্রামাগারের মিলনায়তনের চারদিকে সেনাবাহিনীর ব্যাপক উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। এসময় সেনাসদস্যরা মিলনায়তনটি সিলগালা করে দেয় এবং হল রুমের বারান্দায় পিসিপির ৪ জন কর্মী ও সমর্থককে আটকে রাখে। উক্ত ৪ জন হলেন– (১) স্বরেশ চাকমা, সহ-সভাপতি, পিসিপি জুরাছড়ি থানা শাখা, (২) মনিষ চাকমা, সহ-সভাপতি, পিসিপি জুরাছড়ি থানা শাখা, (৩) ইমন চাকমা, স্কুল ও পাঠাগার সম্পাদক, পিসিপি, জুরাছড়ি থানা শাখা এবং (৪) লিটন চাকমা, সাধারণ স্কুল ছাত্র।

বিবৃতিতে আরো বলা হয়, 'এইদিকে ৩ এপ্রিল ২০২৫ খ্রি: সকালে সম্মেলন ও কাউন্সিলের প্রধান অতিথি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ-সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য ঊষাতন তালুকদারসহ একটি সফর টিম রাঙ্গামাটি সদর থেকে বোটযোগে রওনা হলে পথিমধ্যে ভিজা কিচিং সেনাক্যাম্প চেকপোস্টে আটকানো হয় এবং সফর টিমের উপর ইউপিডিএফের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের হামলার আশংকার অজুহাতে জুরাছড়িতে না যাওয়ার জন্য সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে বলা হয়। সফর টিমের পক্ষ থেকে এরকম হামলার কোনো সম্ভাবনা নেই বলা হলেও সেনাবাহিনীর সদস্যরা জুরাছড়িতে যেতে বাধা দেয় এবং প্রায় ৪০ মিনিটের অধিক সময়ের পরও সেনাবাহিনীর অবস্থানের কোনো পরিবর্তনের না হলে সফর টিম রাঙ্গামাটিতে ফেরত যায়।'

বিবৃতিতে বলা হয়, 'রাঙ্গামাটির জুরাছড়িতে সেনাবাহিনী ও উপজেলা প্রশাসনের এমন অগণতান্ত্রিক, অপেশাদারি ও অসহযোগিতামূলক ভূমিকা নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক। বিগত স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনসমূহের গণতান্ত্রিক অধিকার ক্ষুণ্ন করা ও নেতাকর্মীদের ওপর ব্যাপক হামলা, মামলা, ধরপাকড় সংঘটিত করে পার্টির হাজারো নেতাকর্মীকে ঘরবাড়ি ছাড়া করা হয়েছে; যা বর্তমানে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময়ও চলামান রয়েছে। যার ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামকে এখনও পর্যন্ত একটি টর্চার সেলের মতো রাখা হয়েছে।'

সর্বশেষ বিকাল ২:৩০ টার দিকে আটককৃত পিসিপির নেতাকর্মীদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

ইতিহাসকে যারা অধ্যয়ন করে না, তারা ভবিষ্যতের পদযাত্রায় হোঁচট খায়- লোগাং গণহত্যার স্মরণসভায় পিসিপি নেতা অন্তর চাকমা

গত ১০ এপ্রিল ২০২৫ রাঙ্গামাটি জেলা শাখার উদ্যোগে ১৯৯২ সালের ১০ এপ্রিল নিরাপত্তা বাহিনী ও সেটেলার বাঙালি কর্তৃক সংঘটিত লোগাং গণহত্যার ৩৩তম বার্ষিকীতে স্মরণসভা ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত স্মরণসভায় প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি), কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক অন্তর চাকমা, বিশেষ আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হিল উইমেন্স ফেডারেশন রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক এলি চাকমা, পিসিপির রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ শাখার সভাপতি সজল চাকমা ও পিসিপি রাঙ্গামাটি শহর শাখার সভাপতি সুরেশ চাকমা।

পিসিপি, রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সভাপতি সুমন চাকমা সভাপতিত্বে এবং সহ-সাধারণ সম্পাদক মিলন চাকমার সঞ্চালনায় স্মরণসভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন পিসিপির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক সুনীতি বিকাশ

চাকমা। স্মরণসভার শুরুতে লোগাং গণহত্যায় নিহত ও এযাবৎকালে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের আন্দোলনে শহীদদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

স্মরণসভায় অন্তর চাকমা বলেন, 'আমরা বর্তমান প্রজন্ম কেউই লোগাং গণহত্যা নিজ চোখে না দেখলেও ইতিহাসের দিকে তাকালে ৩৩ বছর আগে সেনা-সেটেলার যোগসাজশে সংঘটিত লোগাং গণহত্যার বিভৎসতা, নৃশংসতা আমরা অনুভব করতে পারি। ভয়াল সেই দিনের ঘটনার স্মৃতি বারবার আমাদের শোকার্ত করে তোলে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বুকে সংঘটিত সকল গণহত্যা, সাম্প্রদায়িক হামলা, জুম্ম নারী ধর্ষণ ও হত্যা, ভূমি বেদখল, উচ্ছেদ- এসব মানবতাবিরোধী কার্যক্রমের কোনোটিরই সুষ্ঠু তদন্ত হয়নি। জুম্মরা ন্যায়বিচার পাবে সেটা কল্পনাও করা যায় না। আমরা দেখেছি তৎকালীন সময়ের দেশের সংবাদমাধ্যম গুলো লোগাং গণহত্যার বিভৎসতা প্রচার করেনি। উপরন্তু সঠিক তথ্যকে আড়াল করে মিথ্যা অপপ্রচার চালানো হয়েছিল। এটা নিপীড়ক রাষ্ট্রেরই এজেন্ডা।'

তিনি আরো বলেন, 'আমাদের অতীত ইতিহাসকে গভীরভাবে অনুধাবন করা উচিত। ইতিহাসকে যারা অধ্যয়ন করে না, যারা শিক্ষা নিতে পারে না তারা ভবিষ্যতের পদযাত্রায় হোঁচট খায়। লোগাং গণহত্যা আমাদের সংগ্রাম করে টিকে থাকার শিক্ষা দেয়। অদূর ভবিষ্যতে শাসকগোষ্ঠী যতই নিপীড়ন চালাক তার বিপরীতে আমাদের সংগ্রাম জারি রাখতেই হবে। সুসংগঠিত সংগ্রাম করা ছাড়া আমাদের কোনো বিকল্প পথ নেই।'

পিসিপির রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ শাখার সভাপতি সজল চাকমা বলেন, 'আমরা নিপীড়িত, শোষিত জাতি সেটা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। পার্বত্য চট্টগ্রামের বৃহত্তর সামাজিক উৎসবগুলো দরজায় কড়া নেড়ে আনন্দের বার্তা দিচ্ছে। কিন্তু তার আগে পার্বত্য জনপদ ভয়াল লোগাং গণহত্যার ইতিহাসকে স্মরণে শোকে ম্রিয়মাণ হচ্ছে। শোকের আবেশে উৎসবের আমেজ অনেকটা মলিন হয়েছে।'

পিসিপি রাঙ্গামাটি শহর শাখার সভাপতি সুরেশ চাকমা বলেন, 'পার্বত্য চট্টগ্রামের মানচিত্র থেকে জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব চিরতরে মুছে দেওয়ার জন্য ডজনের অধিক গণহত্যা, সাম্প্রদায়িক হামলা, জুম্ম নারী ধর্ষণ, উচ্ছেদ, ভূমি বেদখল হতে দেখেছি। এসব মানবতাবিরোধী কার্যক্রমের নীলনকশা তৈরি করে বিজাতীয় শাসকগোষ্ঠী আর জুম্ম বিধ্বংসী কার্যক্রম বাস্তবরূপ দেয় সেনাবাহিনী ও তাদের দোসর সেটেলার বাঙালিরা। অতীত হতে বর্তমান অব্দি সেটাই চলমান রয়েছে। শাসকগোষ্ঠীর সমস্ত নিপীড়ন ছিন্ন করতে না পারা অবধি পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম নিধনযজ্ঞ চলমান থাকবে। তাই রক্তাক্ত ইতিহাসের পাতা উল্টিয়ে তরুণ সমাজকে ঐতিহাসিক দায়িত্ব কাঁধে নিতে হবে।'

হিল উইমেন্স ফেডারেশন, রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক এলি চাকমা বলেন, 'সেনা-সেটেলার কর্তৃক সংঘটিত লোগাং গণহত্যার মতো ডজনখানেক গণহত্যার রক্তে লাল হয়েছে পাহাড় বহুবার। জুম্মদের নিজভূমি থেকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার নীলনকশার বীজ বহু আগে বপন করা হয়েছিল পাহাড়ের বুকে। ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যায় জুম্মরা কেবল হারিয়েছে। কখনো ভূমি, কখনো বা জীবন। আজো তারা কেবল হারাচ্ছে, লুঠ করা হচ্ছে তাদের অধিকার। পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বেকার অবস্থা আর বর্তমান অবস্থার মধ্য কোনো পার্থক্য নেই। পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়িত হয়নি সেটা অন্য বাস্তবতা। তবে জাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে অবশ্যই সংগ্রাম জারি রাখতে হবে।'

স্মরণসভার সভাপতির বক্তব্যের মাধ্যমে আলোচনা সভা সমাপ্ত হয় এবং লোগাং গণহত্যায় শহীদের স্মরণে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করা হয়। এছাড়াও বিভীষিকাময় লোগাং গণহত্যার ৩৩তম বার্ষিকীতে শহীদদের স্মরণে পিসিপির উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম মহানগর. বাঘাইছড়িতে স্মরণসভা ও মোমবাতি প্রজ্জ্বলন অনুষ্ঠিত হয়েছে বলেও জানা যায়।

ইউপিডিএফ (প্রসিত) এর সশস্ত্র গ্রুপ কর্তৃক চবির ৫ ছাত্র অপহরণ ঘটনায় পিসিপির নিন্দা

গত ১৬ এপ্রিল ২০২৫ পার্বত্য চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ (প্রসিত) এর সশস্ত্র গ্রুপ কর্তৃক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) পাঁচজন শিক্ষার্থীকে অপহরণের ঘটনায় পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা তীব্র নিন্দা ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং অপহৃত শিক্ষার্থীদের অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানিয়েছে। পিসিপির চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার তথ্য, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক রিবেক চাকমা প্রেরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই অপহরণ ঘটনা জানানো হয় এবং উক্ত নিন্দা ও দাবি জানানো হয়।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, 'আজ সকাল আনুমানিক ৬:৩০ ঘটিকায় খাগড়াছড়ি সদরস্থ গিরিফুল এলাকা থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ (পাঁচ) জন শিক্ষার্থীকে অস্ত্রের মুখে অপহরণ করেছে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী সংগঠন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ-প্রসিত) এর সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা। অপহৃত শিক্ষার্থীরা হলেন– চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী অলড্রিন ত্রিপুরা, একই বিভাগ ও একই শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী মৈত্রীময় চাকমা, নাট্যকলা বিভাগের ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী দিব্যি চাকমা, আন্তর্জাতিক

সম্পর্ক বিভাগের ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী রিশন চাকমা এবং প্রাণীবিদ্যা বিভাগের ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী লংঙি ম্রো।'

এতে আরও বলা হয়, 'অপহৃত শিক্ষার্থীরা বিঝু উৎসব উপলক্ষে বন্ধুদের সাথে রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়িতে বেড়াতে যায়। বিঝু শেষে গতকাল ১৫ এপ্রিল ২০২৫ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ফেরার উদ্দেশ্যে বাঘাইছড়ি থেকে দিঘীনালা হয়ে খাগড়াছড়ি সদরে চলে আসে। ঐদিন চট্টগ্রামগামী বাসের টিকিট না পাওয়ার কারণে তারা পাঁচজন খাগড়াছড়ি শহর থেকে কিছু দূরে কুকিছড়া নামক জায়গায় এক আত্মীয়ের বাড়িতে রাত্রি যাপন করে। আজ ১৬ এপ্রিল ২০২৫ সকাল আনুমানিক ৬:৩০ ঘটিকায় খাগড়াছড়ি সদরস্থ কুকিছড়া থেকে টমটম গাড়ি যোগে খাগড়াছড়ি সদরে আসার পথে গিরিফুল এলাকায় একদল অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী তাদের গাড়ি আটকায় এবং টমটম গাড়ির ড্রাইভারসহ ৫ (পাঁচ) জন শিক্ষার্থীকে সেখান থেকে অজ্ঞাত স্থানে অপহরণ করে যায়। অপহৃত পাঁচজন শিক্ষার্থীর মধ্যে রিশন চাকমা পিসিপির চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার একজন সদস্য।'

লংগদুতে শহীদ দেববিকাশ চাকমা (সুবির ওস্তাদ) স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০২৫ ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সম্পন্ন

গত ১৪ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) লংগুদু থানা শাখার যৌথ উদ্যোগে লংগুদুতে 'শহীদ দেববিকাশ চাকমা (সুবীর ওস্তাদ) স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৫' এর সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান চিবেরেগা ফুটবল মাঠে সম্পন্ন হয়েছে।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির (পিসিজেএসএস) লংগদু থানা কমিটির ভূমি ও কৃষিবিষয়ক সম্পাদক বিনয় প্রসাদ কার্বারী। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন চিবেরেগা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জীবন চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির লংগদু থানা কমিটির সভাপতি দয়াল কান্তি চাকমা, লংগদুর বড়াদম গ্রামের কার্বারী ও শহীদ সুবির ওস্তাদ-এর ছোট ভাই স্বপন বিকাশ চাকমা (কার্বারী)।

পিসিপি লংগদু থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক স্বাগত চাকমার সঞ্চালনায় এবং পিসিপি লংগদু থানা শাখার সভাপতির রিন্টু মনি চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিসিপি লংগদু থানা শাখার দপ্তর সম্পাদক জিকো চাকমা। অনুষ্ঠানের শুরুতে শহীদ দেববিকাশ চাকমা (সুবির ওস্তাদ)সহ জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে আত্মবলিদানকারী শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

প্রধান অতিথি বিনয় প্রসাদ কার্বারী বলেন, 'শহিদ দেব বিকাশ চাকমা পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে উজ্জ্বল একক নাম। নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করে তিনি শাসকগোষ্ঠীর নিপীড়ক বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন শুধুমাত্র নিপীড়ন থেকে মুক্তির জন্য। সুবির ওস্তাদদের মতো শত শত বীর যোদ্ধার অপরিসীম ত্যাগের বিনিময়ে ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর আমরা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পেয়েছি। চুক্তির পরবর্তীতে সুবির ওস্তাদদের মতো গেরিলারা অস্ত্র জমা দিয়েছে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসলে রাষ্ট্র তাদের জীবনকে নিরাপত্তাহীন অবস্থায় রেখেছে। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ইউপিডিএফ নামক সশস্ত্র সন্ত্রাসী দল সৃষ্টি করে দিয়ে একের পর এক প্রাক্তন শান্তিবাহিনীর গেরিলাদের হত্যার নীলনকশার পরিকল্পনা করে। শাসকগোষ্ঠীর সেই পরিকল্পনারই অংশ হিসেবে ইউপিডিএফের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা শান্তিবাহিনীর দুর্ধর্ষ গেরিলা যোদ্ধা সুবির ওস্তাদকে হত্যা করে। রাষ্ট্রীয় মদদে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা সুবির ওস্তাদদের মতো গেরিলা যোদ্ধাদের হত্যা করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলন তথা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের আন্দোলন ধ্বংস করে দেওয়ার অপচেষ্টা করলেও জুম্ম তরুণ ছাত্র সমাজ সেটি হতে দেয়নি এবং ভবিষ্যতেও দিবে না। জনসংহতি সমিতি ও পিসিপির নেতৃত্বে পাহাড়ের জুম্ম ছাত্র-জনতা আবারও ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে এবং লড়াই সংগ্রামের প্রস্তুতি নিচ্ছে। আর এই সংগ্রামে সুবির ওস্তাদদের আত্মবলিদান অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবে।'

'ফাইনাল খেলায় চিবেরেগা (এ) টিম বড় মাহিলা টিমের সাথে মুখোমুখি হয় এবং খেলায় বড় মাহিল্যা টিম চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। মোট ১৩টি দলের অংশগ্রহণে টুর্নামেন্টটি গত ১ এপ্রিল ২০২৫ তারিখ থেকে শুরু হয়ে গত ১৪ এপ্রিল ২০২৫ সমাপ্ত হয়।

আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য স্নেহ কুমার চাকমা এবং পিসিপি'র কেন্দ্রীয় সদস্য সৌরভ চাকমার পিতার মৃত্যুতে পিসিপি'র শোক ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলা হয়, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সম্মানিত সদস্য ও সাবেক গেরিলা নেতা স্নেহ কুমার চাকমা গত ১৭ এপ্রিল ২০২৫ রাত আনুমানিক ১১:২০ ঘটিকায় রাঙ্গামাটি জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সৌরভ চাকমার পিতা আজ সকাল আনুমানিক ৭ ঘটিকায় নিজ বাসায় মৃত্যুবরণ করেন। তাদের মৃত্যুতে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ গভীর শোক ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে।

স্নেহ কুমার চাকমা পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই-সংগ্রামী আজীবন নিবেদিত ছিলেন। তার সংগ্রামী আদর্শ অধিকারকামী জুম্ম জনগণ আজীবন স্মরণে রাখবে। তিনি তরুণ সমাজের অনুপ্রেরণা হয়ে লড়াই-সংগ্রামের প্রতীক হিসেবে জুম্ম ছাত্র সমাজের চেতনায় বেঁচে থাকবেন।'

কাউখালীতে সেটেলার কর্তৃক মারমা তরুণী গণধর্ষণের ঘটনায় পিসিপি ও এইচডব্লিউএফের তীব্র নিন্দা

গত ১৬ এপ্রিল ২০২৫, সোমবার রাঙ্গামাটির কাউখালীতে এক দল সেটেলার বাঙালি কর্তৃক দিবাগত রাতে এক আদিবাসী মারমা তরুণীকে (২০) পিতা-মাতার সামনে থেকে অস্ত্রের মুখে তুলে নিয়ে গিয়ে রাতভর গণধর্ষণের ঘটনায় তীব্র নিন্দা এবং ধর্ষণকারীদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করে সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি জানিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন (এইচডাব্লিউএফ) যৌথ বিবৃতি প্রদান করেছে। মোঃ ফাহিম নামে এক যুবকের নেতৃত্বে এই গণধর্ষণ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বলে জানা গেছে।

বিবৃতির মাধ্যমে জানা যায়, গত ১৬ এপ্রিল ২০২৫, সোমবার মধ্যরাত আনুমানিক ১২ ঘটিকার দিকে মোটরসাইকেল যোগে দুই জন সেটেলার যুবক এসে তরুণীটিকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে নিজ বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায়। পরবর্তীতে কোন এক অজ্ঞাত জায়গায় এক দল সেটেলার যুবক কর্তৃক রাতভর সংঘবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয় তরুণীটি। গত ১৭ এপ্রিল ২০২৫, বৃহস্পতিবার সকালে ভুক্তভোগী তরুণী ঐ জায়গা থেকে পালিয়ে প্রায় মুমূর্ষু অবস্থায় কাউখালি থানায় গিয়ে পুলিশের শরণাপন্ন হয়। পুলিশ ভুক্তভোগী তরুণীর অভিযোগ পেয়ে তার (তরুণী) পিতাকে থানায় ডেকে আনে।

থানায় ভুক্তভোগী তরুণীকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর মেডিক্যাল চেক-আপ ও চিকিৎসার জন্য তাকে রাঙ্গামাটি জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেদিন রাত আনুমানিক ৯ ঘটিকার দিকে সেনাবাহিনী ও পুলিশ দুইটি জিপ গাড়িতে করে এলাকায় ভুক্তভোগীর বাড়ি এসে মা-বাবা ও প্রতিবেশীদের আশ্বাস দেয়, অভিযুক্ত আসামিকে যত দ্রুত সম্ভব গ্রেপ্তারপূর্বক আইনের আওতায় এনে শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু ঘটনার দুই দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও এখনো পর্যন্ত চিহ্নিত ধর্ষকদের গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়নি পুলিশ প্রশাসন। জানা যায় যে, ধর্ষণ ঘটনাটি ধামাচাপা দিতে ফেসবুকে পোস্ট দিতে পুলিশের পক্ষ থেকে বারণ করা হয় ভুক্তভোগী পরিবারকে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম আদিবাসী নারী ও শিশুদের ওপর নিপীড়ন, লাঞ্ছনা, অত্যাচার, ধর্ষণ ও হত্যা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন মনে করে, নারী ও শিশুর ওপর যে হারে নির্যাতন বৃদ্ধি পাচ্ছে তা প্রশাসনের উদাসীনতা ও বিচারহীনতা সংস্কৃতিরই প্রতিফলন। কাউখালীতে মারমা তরুণীকে গণধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্ত মোঃ ফাহিম ও তার গংদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে যথাযথ শাস্তি নিশ্চিতকরণের জন্য পিসিপি ও এইচডাব্লিউএফ প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছে।

রাঙ্গামাটিতে ধর্ষণের প্রতিবাদ সমাবেশে প্রশাসন কর্তৃক বাধা প্রদানে পিসিপি ও এইচডাব্লিউএফ'র নিন্দা

গত ১৯ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিঃ রাঙ্গামাটির কাউখালী উপজেলার বড়ডলু পাড়ায় মারমা তরুণীকে ধর্ষণের প্রতিবাদে বাংলাদেশ মারমা স্টুডেন্টস কাউন্সিল, রাঙ্গামাটি জেলা শাখার বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ কর্মসূচিতে প্রশাসন কর্তৃক বাধা প্রদান করা হয়। এ ঘটনায় পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন (এইচডাব্লিউএফ) তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে যৌথভাবে একটি বার্তা প্রদান করেছে।

বার্তায় বলা হয়, গত ১৭ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিঃ রাঙ্গামাটি জেলাধীন কাউখালী উপজেলার বড়ডলু পাড়ায় আনুমানিক রাত ১:৩০ ঘটিকায় সেটেলার বাঙালি মোঃ ফাহিম কর্তৃক দেশীয় অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে এক আদিবাসী মারমা তরুণীকে তুলে নিয়ে রাতভর ধর্ষণ ও নিপীড়ন করা হয়। ঘটনার পরবর্তী দুইদিন অতিবাহিত হলেও ধর্ষককে এখনো গ্রেফতার করা হয়নি। এ ঘটনার প্রতিবাদে ১৯ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিঃ সকাল ১০:০০

ঘটিকায় বাংলাদেশ মারমা স্টুডেন্টস কাউন্সিল, রাঙ্গামাটি জেলা শাখার উদ্যোগে কুমার সমিত রায় প্রাঙ্গণে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ কর্মসূচি আরম্ভের প্রাক্কালে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বাঁধা প্রদান করা হয়। একই দিন রাঙ্গামাটির মারী স্টেডিয়ামে আয়োজিত সাংগ্রাই জল উৎসব ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পার্বত্য উপদেষ্টা সহ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত উপস্থিত থাকবেন এবং তাদের সম্মুখে উক্ত কর্মসূচি দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হবে অজুহাতে প্রশাসন বিক্ষোভ সমাবেশে বাঁধা প্রদান করে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী নারীর উপর নিপীড়ন, লাঞ্ছনা, ধর্ষণ ও হত্যা ক্রমবর্ধমানভাবে ঘটে চলেছে। প্রশাসনের নির্লিপ্ততা ও উদাসীনতা এবং অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানে ব্যর্থতার কারণে এসব ঘটনা প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে। ধর্ষণের বিরুদ্ধে আয়োজিত গণতান্ত্রিক কর্মসূচিকে প্রশাসন কর্তৃক বানচাল করে দেয়া অপরাধীকে বিচারের আওতামুক্ত রাখার প্রচেষ্টা ছাড়া বৈ কিছুই হতে পারে না। প্রশাসনের এহেন কর্মকাণ্ডে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন (এইচডাব্লিউএফ) গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে এবং অবিলম্বে ধর্ষক মো: ফাহিমকে গ্রেফতারপূর্বক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের জোর দাবি জানিয়েছেন তারা।

চবি'র অপহৃত পাঁচ শিক্ষার্থীকে মুক্তি ও অপহরণকারীদের শাস্তির দাবিতে চবি আদিবাসী শিক্ষার্থীদের সংবাদ সম্মেলন

গত ১৬ এপ্রিল ২০২৫ সকাল আনুমানিক ৬:৩০ ঘটিকায় খাগড়াছড়ি সদরস্থ গিরিফুল এলাকা থেকে অপহৃত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ জন শিক্ষার্থীকে অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি ও অপহরণকারীদের শাস্তির দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত আদিবাসী শিক্ষার্থীরা। গত ১৯ এপ্রিল ২০২৫ বিকাল ৪ ঘটিকায় চাকসু, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সংবাদ সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়– 'গত বুধবার (১৬ এপ্রিল) সকাল আনুমানিক ৬:৩০ ঘটিকায় খাগড়াছড়ি সদরস্থ গিরিফুল এলাকা থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ জন শিক্ষার্থী অপহরণের শিকার হয়। অপহৃত শিক্ষার্থীরা হলেন- চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী মৈত্রীময় চাকমা ও একই বিভাগ ও একই শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী অলড্রিন ত্রিপুরা, নাট্যকলা বিভাগের ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী দিব্যি চাকমা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী রিশন চাকমা, প্রাণীবিদ্যা বিভাগের ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী লংঙি ম্রো।'

বিবৃতিতে আরো বলা হয় যে, 'ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) এ অপহরণ ঘটনার সাথে জড়িত। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ জন শিক্ষার্থীর অপহরণের ঘটনায় আমরা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আদিবাসী শিক্ষার্থীরা অপহৃতদের নিঃশর্ত দ্রুত মুক্তির দাবি জানাচ্ছি এবং একই সাথে অপহরণকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি। দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা, প্রগতিশীল ব্যক্তি ও ছাত্র সংগঠনসমূহ তীব্র নিন্দা এবং অপহৃতদের নিঃশর্ত দ্রুত মুক্তির দাবি জানাচ্ছে।'

এই সময় ছাত্রদের পক্ষ থেকে প্রশাসনের কাছে নিম্নোক্ত দাবি জানানো হয়– ১। অবিলম্বে অপহৃত ৫ শিক্ষার্থীকে নিঃশর্তে ও সুস্থ শরীরে মুক্তি দিতে হবে; ২। শিক্ষার্থীদের উদ্ধারে প্রয়োজনীয় ও যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে; এবং ৩। অপহরণের সাথে যুক্ত সবাইকে গ্রেফতারপূর্বক শাস্তির আওতায় আনতে হবে।

চবির অপহৃত ৫ শিক্ষার্থীকে মুক্তি ও আদিবাসী ছাত্রীকে ধর্ষণের সুষ্ঠু বিচারের দাবিতে রাঙ্গামাটিতে বিক্ষোভ

গত ২০ এপ্রিল ২০২৫ খ্রি: খাগড়াছড়ির গিরিফুল এলাকা থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) অপহৃত ৫ শিক্ষার্থীকে অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি ও কাউখালীর এক আদিবাসী ছাত্রীকে ধর্ষণের সুষ্ঠু বিচারের দাবিতে রাঙ্গামাটিস্থ আদিবাসী ছাত্র সমাজের উদ্যোগে

বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমাবেশের আগে কুমার সুমিত রায় জিমনেসিয়ামের প্রাঙ্গণ থেকে একটি মিছিল বের হয়ে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ গেইট ঘুরে এসে কুমার সুমিত রায় জিমনেসিয়াম প্রাঙ্গণে এসে সমাপ্ত হয়।

সমাবেশে সুকেশ খীসার সঞ্চালনায় সংহতি বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সাধারণ সম্পাদক ইন্টু মনি তালুকদার, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রুমেন চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশন এর রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সহসভাপতি কবিতা চাকমা, মেরিন ত্রিপুরা, প্রম্লুহ্লাঅং মারমা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজের সাধারণ শিক্ষার্থী হিমেল চাকমা এবং সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজের সাধারণ শিক্ষার্থী সুজন চাকমা।

সংহতি বক্তব্যে ইন্টুমনি চাকমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের বৃহত্তর সামাজিক উৎসবগুলো উপলক্ষে আমরা প্রশাসনের নিকট নিরাপত্তা চেয়েছিলাম। কিন্তু উৎসবের রেশ কাটতে না কাটতে খাগড়াছড়িতে ৫ জন বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া শিক্ষার্থীকে অপহরণ করা হলো। এর পরপর কাউখালিতে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক মারমা মেয়ে ধর্ষণের শিকার হলো। তাহলে আমরা নিরাপত্তা পেলাম কোথায়? আমরা বারবার দাবি জানাচ্ছি, পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে আদিবাসীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করুক সরকার। কিন্তু আমাদের বারবার উপেক্ষা করা হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসন নিরপেক্ষ হতে পারছে না। তারা আমাদের সাথে পক্ষপাতমূলক আচরণ করছে। যার দরুণ কোনো ঘটনার সুষ্ঠু বিচার আমরা পাচ্ছি না।

পিসিপির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রুমেন চাকমা বলেন, খাগড়াছড়িতে ৫ জন শিক্ষার্থী অপহরণের পর প্রশাসন উদ্ধার নাটক মঞ্চস্থ করে চলেছে। নিরাপত্তা বাহিনী উদ্ধার অভিযানের নামে নিরপরাধ সাধারণ জনগণকে হয়রানি করছে। অথচ কারা অপহরণ করেছে সেটা স্পষ্ট। পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নকে বাধাগ্রস্ত করতে এবং পাহাড়ে সেনাশাসনকে বৈধতা দিতে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন দল-উপদলের জন্ম দেওয়া হয়েছে। তারাই আজ পার্বত্য চট্টগ্রামকে অস্থিতিশীল করছে। একদিকে আদিবাসীদের প্রতি রাষ্ট্রের বিমাতাসুলভ আচরণ, আরেকদিকে বিভিন্ন প্রক্সি সংগঠনের দৌরাত্ম্য- সবমিলিয়ে পার্বত্য জনপদ অস্থিতিশীল এটি রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্রের অংশ। রাষ্ট্রীয় মদদে সৃষ্ট সেই সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে বিভিন্ন অপরাধ সৃষ্টি করে পাহাড়ে সেনাশাসনকে বৈধতা দেওয়া হচ্ছে। অথচ আদিবাসীদের প্রতি সংঘটিত সহিংসতার কোনো বিচার হচ্ছে না। পার্বত্য চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়নসহ চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রামে বেসামরিকায়ন করা না হলে ভবিষ্যতে আরো নানাধরণের সমস্যার জন্ম হবে।

হিল উইমেন্স ফেডারেশন এর রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সহসভাপতি কবিতা চাকমা বলেন, ইউপিডিএফের অপহরণ বাণিজ্য নতুন কিছু নয়, এর আগেও গত বছরের ৬ আগস্ট ইউপিডিএফ হিল উইমেন্স ফেডারেশনের ২ কর্মীকে অপহরণ করেছিল। চাপে পড়ে তাদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

তিনি আরও বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে নারীর প্রতি সহিংসতা নিত্য দিনের বিষয়। কাউখালীতে মারমা শিক্ষার্থী ধর্ষণের ঘটনা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এযাবৎ পাহাড়ে যত ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে তার একটিরও বিচার হয়নি। তার জন্যই অপরাধীরা বেপরোয়া হয়ে উঠছে। তিনি দ্রুততম সময়ের মধ্যে ধর্ষণকারীর গ্রেফতার ও শাস্তির দাবি জানান।

মেরিন ত্রিপুরা বলেন, কাউখালিতে মারমা শিক্ষার্থী ধর্ষণের ঘটনায় এখনো প্রশাসন কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। খাগড়াছড়িতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ জন শিক্ষার্থী অপহরণের ৪ দিন পার হয়ে গেলেও প্রশাসন তাদের উদ্ধারের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। প্রশাসনের ভূমিকা বারবার প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। আমরা অপহরণের রাজনীতি চাই না। অচিরেই এসব বন্ধ করতে হবে।

সমাবেশের সভাপতি সুজন চাকমার সভাপতির বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ সমাপ্ত করা হয় এবং সমাবেশ শেষে রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধান উপদেষ্টা সমীপে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

চবির অপহৃত ৫ শিক্ষার্থীকে মুক্তি ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে চবিতে আদিবাসী শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন

গত ২০ এপ্রিল ২০২৫ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) আদিবাসী শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে চবির অপহৃত পাঁচ শিক্ষার্থীর অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে

ক্যাম্পাসের শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে এক প্রতিবাদী মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

চবির ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের বাংলাদেশ স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থী অপূর্ব চাকমার সঞ্চালনায় ও ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার্থী ভূবন চাকমার সভাপতিত্বে উক্ত প্রতিবাদী মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন চবির বিভিন্ন শিক্ষাবর্ষের আদিবাসী শিক্ষার্থীবৃন্দ।

চবি শিক্ষার্থী ও ত্রিপুরা স্টুডেন্টস ফোরাম বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সভাপতি ধনরঞ্জন ত্রিপুরা বলেন, আমাদের ক্যাম্পাসের পাঁচ আদিবাসী শিক্ষার্থীর অপহরণের ঘটনা আমাদের জন্য অতি উদ্বেগের এবং ন্যাক্কারজনক। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর এই আদিবাসী শিক্ষার্থীরা সমাজের তথা সমগ্র জাতিগোষ্ঠীর সম্পদ। সেই সম্পদকে বেড়ে উঠতে দিতে হবে। তিনি অতিদ্রুত অপহৃত শিক্ষার্থীদের মুক্তি দেয়ার আহ্বান জানান এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

সমতলের আদিবাসী শিক্ষার্থী জাল্লাঙ এনরিকো কুবি বলেন, স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে আমাদের সকলের সকল ধরনের রাজনৈতিক মত প্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে। সেই স্বাধীনতা ভোগ করতে গিয়ে রিশনকে কেন অপহৃত হতে হবে, বাকি চার শিক্ষার্থীকে কেন অপহরণ করা হলো?

অপহৃত শিক্ষার্থীদের সহপাঠী অরিয়ন চাকমা বলেন, টিকেট না পাওয়ায় আমার বন্ধুরা ক্যাম্পাসে ফিরতে পারেনি এবং খাগড়াছড়িতে আত্মীয়ের বাসায় অবস্থান করে। সকালে আমি ক্যাম্পাসে ফিরলেও আমার বন্ধুরা ফিরে আসেনি। তাদের ফিরতে দেয়া হয়নি। আমরা অতিদ্রুত আমাদের অপহৃত বন্ধুদের মুক্তি দেয়ার দাবি জানাচ্ছি, সেই সাথে এই ন্যাক্কারজনক ঘটনার সাথে জড়িতদের যথাযথ শাস্তির আওতায় আনার আহ্বান জানাচ্ছি।

চবির শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী হয়সাঙ খুমী বলেন, অপহৃতরা আমার সহপাঠী। তাদের বন্ধু হিসেবে আমি তাদের অতিদ্রুত ও নিঃশর্ত মুক্তি চাই। আমরা অপহরণের মতো এই ন্যাক্কারজনক ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই।

সাইনুমং মারমা বলেন, এ ধরনের ন্যাক্কারজনক ঘটনা কোনো বিবেকবান সংগঠনের কাজ হতে পারে না। একজন সাধারণ শিক্ষার্থী হিসেবে আমি আমার বন্ধুদের মুক্তি চাই।

স্বাগত বক্তব্যে পালি বিভাগের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী প্রেংঙি ম্রো বলেন, পাহাড়ের এমন অপহরণের রাজনীতি, ভূঁইফোড় রাজনীতি আমাদেরকে দুঃখিত করে। অপহরণকারীদের আমরা বলতে চাই, দ্রুত আমাদের বন্ধুদের মুক্তি দেন। নাহয় প্রতিবাদ-প্রতিরোধ করতে চবির সাধারণ শিক্ষার্থীরা প্রস্তুত।

সভাপতির বক্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদী মানববন্ধনটি শেষ হয়। মানববন্ধন শেষে চবির আদিবাসী শিক্ষার্থীরা একটি মিছিল বের করে। মিছিলটি চবি প্রশাসনিক ভবন ঘুরে শহীদ মিনারে এসে শেষ হয়।

চবির ৫ শিক্ষার্থী অপহরণ ও কাউখালীর মারমা তরুণী ধর্ষণের প্রতিবাদে বান্দরবানে বিক্ষোভ

খাগড়াছড়ির গিরিফূল এলাকা থেকে চুক্তিবিরোধী ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের কর্তৃক অপহৃত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) ৫ শিক্ষার্থী ও তাদের গাড়ির চালককে অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি এবং রাঙ্গামাটির কাউখালীতে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক মারমা তরুণী ধর্ষণ ঘটনার সুষ্ঠু বিচারের দাবিতে বান্দরবানেও বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২০ এপ্রিল ২০২৫, বিকাল ৩টায়, বান্দরবান জেলা সদরের ট্রাফিক মোড় এলাকায় 'বান্দরবান আদিবাসী ছাত্র সমাজ' এর উদ্যোগে এই বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাধারণ শিক্ষার্থী বিটন তঞ্চঙ্গ্যা, চবি শিক্ষার্থী ম্যালকম ম্রো, শিক্ষার্থী উলিচিং মারমা, তনয়া ম্রো, উসিংম্যা মারমা, অংশৈসিং মারমা, ত্রিপুরা যুব কল্যাণ সংসদের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি জন ত্রিপুরা প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তারা অপহৃত শিক্ষার্থীদের পরিবার ও সহপাঠীরা চরম উৎকণ্ঠায় দিন পার করছেন বলে উল্লেখ করেন এবং রাজনীতির নামে সাধারণ শিক্ষার্থীদের অপহরণ ও দীর্ঘ সময় আটকে রাখার মতো ঘৃণ্য কর্মকান্ডের তীব্র নিন্দা জানান। পাশাপাশি তারা রাঙ্গামাটির ধর্ষণের ঘটনার অভিযুক্ত মো: ফাহিমকে অবিলম্বে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক দাবি জানান।

সমাবেশ থেকে আয়োজকদের পক্ষ থেকে নিম্নোক্ত পাঁচটি দাবি উত্থাপন করা হয়– ১. খাগড়াছড়িতে অপহৃত পাঁচ চবির শিক্ষার্থীকে অবিলম্বে ও সুস্থ অবস্থায় নিঃশর্ত মুক্তি প্রদান; ২. অপহৃতদের উদ্ধারে দ্রুত ও যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ; ৩.

অপহরণের সাথে জড়িত সকলকে গ্রেফতার করে শাস্তির আওতায় আনা; ৪. ধর্ষক মো: ফাহিম ও তার সহযোগীদের দ্রুত গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা; এবং ৫. পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারাদেশে নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

অপহৃত ৫ শিক্ষার্থীর মুক্তি ও মারমা তরুণী ধর্ষণকারীর শাস্তির দাবিতে খাগড়াছড়িতে বিক্ষোভ, ইউপিডিএফ কর্তৃক বাধা

গত ১৬ এপ্রিল ২০২৫ সকাল আনুমানিক ৬:৩০ ঘটিকায় খাগড়াছড়ি সদরস্থ গিরিফুল এলাকা থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) ৫ জন শিক্ষার্থীকে অপহরণ ও রাঙ্গামাটির কাউখালীতে এক দল সেটেলার বাঙালি কর্তৃক দিবাগত রাতে এক আদিবাসী মারমা তরুণীকে (২০) অস্ত্রের মুখে তুলে নিয়ে গিয়ে রাতভর গণধর্ষণের ঘটনায় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে খাগড়াছড়িতে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করেছে খাগড়াছড়িস্থ আদিবাসী ছাত্র সমাজ।

তবে একাধিক সূত্রে অভিযোগ পাওয়া গেছে, চবির ৫ শিক্ষার্থীকে অপহরণকারী ইউপিডিএফের সন্ত্রাসীরা বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারী অনেক ছাত্র-ছাত্রী ও গ্রামবাসীকে উক্ত বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে নানাভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে এবং হুমকি প্রদান করেছে। তবে, শেষ পর্যন্ত প্রতিবাদী ছাত্র-জনতা সেসব হুমকি-ধমকি উপেক্ষা করে বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করেছে বলে জানা গেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, গত ২০ এপ্রিল সকাল ১০ টার সময়ে খাগড়াছড়ি শহরের মহাজনপাড়াস্থ সূর্যশিখা ক্লাব প্রাঙ্গণ থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়ে শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা কোর্ট ফটকে সমাবেশে মিলিত হয়। এতে খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজেলা থেকে শত শত শিক্ষার্থী ও গ্রামবাসী অংশগ্রহণ করেন।

সমাবেশে জনোত্তম চাকমা সঞ্চালনায় এবং খাগড়াছড়ি কলেজের শিক্ষার্থী তুষন চাকমার সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন খাগড়াছড়ি কলেজের শিক্ষার্থী সুমতি বিকাশ চাকমা, মহিলা কলেজের শিক্ষার্থী মায়া চৌধুরী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী রহেল চাকমা। সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন টিএসএফ'র সদর থানা কমিটির সভাপতি আকাশ ত্রিপুরা, বিএমএসসি খাগড়াছড়ি জেলার সাধারণ সম্পাদক উক্যনু মারমা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি সুজন চাকমা।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ যখনই কিছুটা স্বস্তিতে থাকতে শুরু করেন তখনই একটি বিশেষ স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর এজেন্ডা বাস্তবায়নে তৎপর হয়ে উঠে চুক্তি বিরোধী সংগঠন ইউপিডিএফ। চুক্তি পরবর্তী সময়ে যখন চুক্তি মোতাবেক সেনাক্যাম্প প্রত্যাহার করা শুরু হয় তখনই তিন বিদেশী অপহরণের মাধ্যমে 'অপারেশন উত্তরণ'র নামে সেনাশাসন জারি রাখার বৈধতা প্রদান করেছে ইউপিডিএফ। বিভিন্ন মিছিল সমাবেশে সেনাশাসনের বিরোধী কথা বললেও কাজেকর্মে সেনা শাসনকেই বৈধতা দিয়ে চলেছে এই সংগঠনটি। যার আরেকটি বড় প্রমাণ এই শিক্ষার্থীদেরকে অপহরণসহ এক সপ্তাহের মধ্যে তিনটি অপহরণের ঘটনা।

সমাবেশ থেকে অনতিবিলম্বে নিঃশর্তে অপহৃতদের মুক্তি প্রদান এবং ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্ত মো: ফাহিমকে গ্রেফতারপূর্বক দৃষ্টামূলক শাস্তির দাবি জানানো হয়, অন্যথায় পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী শিক্ষার্থীরা আন্দোলনের মাধ্যমে অধিকার প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

ইউপিডিএফ (প্রসিত) কর্তৃক অপহৃত চবির পাঁচ শিক্ষার্থীর মুক্তির দাবিতে রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজে বিক্ষোভ

গত ২২ এপ্রিল, ২০২৫, খাগড়াছড়ির গিরিফুল এলাকা থেকে ইউপিডিএফ (প্রসিত) কর্তৃক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচজন শিক্ষার্থী অপহরণের ঘটনায় পিসিপি, রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ শাখার উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

বিক্ষোভ মিছিল পরবর্তী সমাবেশে পিসিপি রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ শাখার সভাপতি সজল চাকমার সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক জ্ঞান চাকমার সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ শাখা পিসিপির সাংগঠনিক সম্পাদক করুন জ্যোতি চাকমা। এছাড়াও সংহতি বক্তব্য প্রদান করেন রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ শাখা পিসিপির সহ-সভাপতি সচিব চাকমা এবং হিল উইমেন্স ফেডারেশন রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক সূচনা চাকমা।

বক্তারা বলেন, জাতির মেধাবী প্রজন্মকে এভাবে অপরাজনীতির বলির পাঠা বানিয়ে জাতি কয়েকশত বছর পিছিয়ে যাবে। এর জন্য ইউপিডিএফকে জনগণের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। এ ঘটনায় পুরো জুম্ম জাতি লজ্জিত। বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া শিক্ষার্থী অপহরণ করে ইউপিডিএফ পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনীতিতে কলঙ্কময় অধ্যায় রচনা করলো। এ ধরনের ঘৃণ্য রাজনীতির চর্চা আপামর মানুষ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করবে।

বক্তারা আরও বলেন, আজকে পার্বত্য চট্টগ্রামে কারোই নিরাপত্তা নেই। একদিকে 'অপারেশন উত্তরণ' এর নামে সেনাশাসন, আরেকদিকে চুক্তি বিরোধী বিভিন্ন তাঁবেদার গোষ্ঠীর অপতৎপরতায় পার্বত্য চট্টগ্রামের কার্যত কারাবন্দী। এসব তাঁবেদার গোষ্ঠীসমূহ শাসকগোষ্ঠীর এজেন্ডাকে বাস্তবায়ন করছে। বক্তারা অনতিবিলম্বে অপহৃত শিক্ষার্থীদের সুস্থ শরীরে ও বিনাশর্তে মুক্তি দেয়ার দাবি জানান অন্যথায় কঠোর কর্মসূচি দেওয়ার হুশিয়ারি দেন।

অপহৃত পিসিপি সদস্য রিশন চাকমাসহ চবির অপহৃত পাঁচ শিক্ষার্থীর মুক্তি: সংশ্লিষ্ট সবাইকে পিসিপির ধন্যবাদ জ্ঞাপন

গত ১৬ এপ্রিল ২০২৫ তারিখ সকাল আনুমানিক ৬:৩০ ঘটিকায় বাঘাইছড়িতে বিঝু উৎসবে গিয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ফেরার পথে খাগড়াছড়ি সদরস্থ গিরিফুল এলাকা থেকে অপহৃত পিসিপি সদস্য রিশন চাকমাসহ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ শিক্ষার্থীকে ব্যাপক জনরোষের মুখে পড়ে অপহরণকারীরা কয়েক দফায় মুক্তি দিয়েছে বলে জানা যায়। গত ২৪ এপ্রিল ২০২৫ এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি) শাখা।

পিসিপির চবি শাখার তথ্য, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক রিবেক চাকমা স্বাক্ষরিত এক প্রেস বার্তায় বলা হয়, 'অপহরণের দিনে (১৬ এপ্রিল) টমটম ড্রাইভারকে ছেড়ে দেওয়া হলেও পাঁচ শিক্ষার্থীকে অপহরণকারীরা ছেড়ে দেয়নি। এরপর অপহৃত পাঁচ শিক্ষার্থীর মুক্তির দাবিতে আপামর সাধারণ শিক্ষার্থী, প্রগতিশীল ব্যক্তি ও ছাত্র সংগঠনসমূহ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের সাধারণ শিক্ষার্থীরা আন্দোলন গড়ে তোলে।

অবশেষে ব্যাপক জনরোষের মুখে পড়ে অপহরণকারীরা কয়েক দফায় মুক্তি দিয়েছে। অপহৃত পাঁচ শিক্ষার্থীর মুক্তির দাবিতে যারা সোচ্চার ছিলেন বিশেষ করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে।'

প্রেস বার্তায় আরো বলা হয়, 'বাঘাইছড়িতে বিঝু উৎসবে গিয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ফেরার পথে গত ১৬ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে টমটম ড্রাইভার ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ শিক্ষার্থীকে অপহরণ করা হয়। বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য মতে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, এ অপহরণ ঘটনার সাথে প্রসিত বিকাশ খীসার নেতৃত্বাধীন পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী সংগঠন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) জড়িত।

১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পরবর্তী সময়ে আলোচিত সব অপহরণকাণ্ডের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রসিত বিকাশ খীসার নেতৃত্বাধীন ইউপিডিএফ'কে দায়ী করা হয়। যেমন- ২০০১ সালে ১৬ ফেব্রুয়ারি রাঙ্গামাটি জেলার নান্যাচরে তিন বিদেশী নাগরিক অপহরণ, ২০১৩ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি লংগদু জেলার কাট্টলী বিল থেকে জেএসএসের ৭০ নেতা-কর্মী ও সমর্থককে অপহরণ, ২০১৩ সালের ৮ জুলাই রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়ি থেকে টেলিটকের পাঁচ কর্মী অপহরণ ঘটনা উল্লেখ্যযোগ্য।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পরবর্তীতে শাসকগোষ্ঠীর পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ মদদে সৃষ্ট সংগঠনগুলোর বেপরোয়া সন্ত্রাসী কার্যক্রম বন্ধ এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের কোন বিকল্প পথ নেই। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সময়সূচিভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক চুক্তির দ্রুত ও যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নিকট পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে।'

চট্টগ্রামে পাহাড়ী শ্রমিক ফোরামের উদ্যোগে 'মে দিবস' পালিত, উৎপল তঞ্চঙ্গ্যার মৃত্যুর বিচার দাবি

গত ১ মে ২০২৫ মহান 'মে দিবস' উপলক্ষে বন্দরনগরী

চট্টগ্রামে পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের উদ্যোগে এক মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে। 'শ্রমিক শোষণ বন্ধ করে অধিকার নিশ্চিত করুন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়ন করুন'-এই প্রতিপাদ্য নিয়ে চট্টগ্রামের ব্যারিস্টার কলেজ মেইন রোড সংলগ্ন এলাকায় এই মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

জ্যোতিময় তঞ্চঙ্গ্যার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শ্রমিক সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাহাড়ী শ্রমিক ফোরামের নেতা জগৎ জ্যোতি চাকমা এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা অনিল বিকাশ চাকমা ও সোনাবি চাকমা। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন শ্রমিক নেতা ডিসান তঞ্চঙ্গ্যা। এছাড়া এতে সংহতি জানিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন হৃদয় তঞ্চঙ্গ্যা।

সমাবেশে জগৎ জ্যোতি চাকমা বলেন, যুগ যুগ ধরে শ্রমিক সমাজ প্রতিনিয়ত নির্যাতিত নিপীড়িত হয়ে আসছে। ১৮৮৬ সালে তৎকালীন সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের হে-মার্কেটের সামনে শ্রমিকরা নিজেদের অধিকারের জন্য সমাবেশে উপস্থিত হলে পুলিশ নির্বিচারে তাদের উপর গুলি বর্ষণ করে এবং ১১ জন শ্রমিক শহীদ হন। শ্রমিকদের আন্দোলনের সেই ঘটনার স্মৃতি থেকে মহান মে দিবসের উৎপত্তি। এই দিনটি সারা পৃথিবীব্যাপী যথাযথ মর্যাদায় পালন করা হয়।

তিনি আরও বলেন, গত ২৮ এপ্রিল চট্টগ্রামের সিইপিজেড এলসিবি নামক গার্মেন্টস এর কর্মী উৎপল তঞ্চঙ্গ্যাকে অসুস্থ অবস্থায় কাজ করতে দেওয়া হয়। এতে উৎপল তঞ্চঙ্গ্যা অসুস্থ হয়ে মারা যান। পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরাম মনে করে, তাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। তিনি সেসময় সেখানে দায়িত্বে থাকা সুপারভাইজার মো: আনোয়ার হোসেনকে যথাযথ শাস্তি প্রদানের দাবি জানান এবং ঘটনার সুষ্ঠু বিচার না পেলে পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরাম আবারোও সকল আদিবাসী শ্রমিকদের নিয়ে কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করবে বলে জানান।

অনিল বিকাশ চাকমা বলেন, আজকের এই দিনটি বিশেষ একটি দিন। এই দিনটি শ্রমিকের অধিকার আদায়ের দিন। তিনি আরও বলেন, গত ২৮ এপ্রিল সিইপিজেড এলসিবি নামক গার্মেন্টস কর্মী উৎপল তঞ্চঙ্গ্যাকে অসুখের সময় ছুটি না দিয়ে কাজ করানো হয় এবং শেষে উৎপল তঞ্চঙ্গ্যা চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তিনি এটাকে কর্তৃপক্ষের অমানবিক ও বর্বর হত্যাকান্ড বলে অভিহিত করে ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান।

সোনাবি চাকমা বলেন, আমরা শ্রমিক, আমাদের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে এবং পার্বত্য সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের জন্য পার্বত্য চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে।

হৃদয় তঞ্চঙ্গ্যা চট্টগ্রামে উৎপল তঞ্চঙ্গ্যার মৃত্যুকে হত্যাকাণ্ড বলে অভিহিত করেন এবং তার মৃত্যুর জন্য কর্তৃপক্ষ দায়ী বলে উল্লেখ করে ঘটনার সুষ্ঠু বিচার দাবি করেন।

চুক্তি বাস্তবায়নের বৃহত্তর আন্দোলনে ছাত্র সমাজকে অধিকতর সামিল হতে হবে: পিসিপি'র সম্মেলনে উইন মং জলি

গত ২ মে ২০২৫ রোজ শুক্রবার বান্দরবান সদরের রয়েল হোটেলের সম্মেলন কক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি), বান্দরবান জেলা শাখার ২১তম বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়।

'সকল প্রকার ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে বৃহত্তর আন্দোলনে ছাত্র সমাজ অধিকতর সামিল হউন' স্লোগানে সম্মেলনে পিসিপি'র বান্দরবান জেলা শাখার সহ সভাপতি উশৈহ্লা মারমার সভাপতিত্বে দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত সম্মেলন ও কাউন্সিলের সকালের অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সাধারণ সম্পাদক উইন মং জলি, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিসিজেএসএস বান্দরবান জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক উবাসিং মারমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি বান্দরবান জেলা কমিটির মহিলা বিষয়ক সম্পাদক রেম এং ময় বম এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক সুপ্রিয় তঞ্চঙ্গ্যা।

পিসিপি'র বান্দরবান জেলা শাখার সদস্য সিংওয়াই মারমার সঞ্চালনায় এযাবৎ কালে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে আত্মবলিদানকারী সকল বীর শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিসিপি'র বান্দরবান জেলা শাখার সদস্য উবাথোয়াই মারমা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উইন মং জলি বলেন, মহান পার্টি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয়েছিলো ১৯৭২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি। কিন্তু মহান নেতা এম এন লারমার আর্দশে গড়া এই পার্টি গঠন করার পরিকল্পনা ছিলো অনেক দীর্ঘ দিন থেকেই। এই মহান নেতার আর্দশ, লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নিয়ে গড়া মহান পার্টি যুগ যুগ ধরে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাঅধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে আজ ৫৩ বছর অতিবাহিত করেছে। সকল ষড়যন্ত্র, দমন-পীড়নের চালিয়ে শাসকগোষ্ঠী জনসংহতি সমিতিকে নির্মূল করতে পারেনি, ভবিষ্যতেও পারবে না।

তিনি আরও বলেন, ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসকেরা ব্রিটিশ আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামের নিপীড়িত মানুষের উপর শোষণের যে বীজ বপন করে গিয়েছিল একই প্রক্রিয়া পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্র ধারাবাহিকভাবে চলমান রেখেছে। চুক্তি পূর্ববর্তী সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে যে বাস্তবতা বিরাজমান ছিল, বর্তমানেও একি বাস্তবতা পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজ করছে। বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগনকে নানা ভাগে বিভাজন করে 'ভাগ করো শাসন করো' নীতির ভিত্তিতে জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব শেষ করে দেওয়ার সব ষড়যন্ত্র কায়েম করে চলেছে। এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে জুম্ম তরুণ সমাজকে রুখে দাঁড়াতে হবে। তিনি আরো বলেন, গত বছরের ৫ আগস্ট আওয়ামী শাসনামলের অবসানের পর পুরো দেশে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। বরঞ্চ নিপীড়ন, নির্যাতন, হামলা বেড়েছে। আজ যদি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত হত তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রামে এরকম নিপীড়ন-নির্যাতন, হামলার ঘটত না। সুতরাং সমস্ত নিপীড়ন- নির্যাতন, শোষণ-বঞ্চনা অবসানের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম ছাত্র-যুব সমাজকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে বৃহত্তর আন্দোলনে অধিকতর সামিল হতে হবে।

জনসংহতি সমিতি বান্দরবান জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক উবাসিং মারমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের অতীত ইতিহাস থেকে বর্তমান বাস্তবতা পর্যন্ত জুম্ম জনগণ যেভাবে শোষণ-শাষণের শিকার হয়ে আসছে বর্তমান যুব তরুণ ও ছাত্র সমাজকে তা গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে ও বুঝতে হবে। অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সামিল হতে হবে।

পিসিপির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক সুপ্রিয় তঞ্চঙ্গ্যা বলেন, বর্তমান জুম্ম ছাত্র যুব সমাজের দায়িত্ব-কর্তব্য হচ্ছে মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নির্দেশিত প্রগতিশীল আদর্শে দীক্ষিত হয়ে সকল প্রকার ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হওয়া।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ জনগণ ও যুব ছাত্র সমাজের মধ্যে ভয়ের সংস্কৃতি তৈরি করে দিয়েছে। এই ভয়ের সংস্কৃতি থেকে আমাদের তরুণ ছাত্র যুব সমাজকে অবশ্যই বেরিয়ে আসতে হবে এবং লড়াই সংগ্রামে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে নিয়োজিত করতে হবে।

বিকেলে কাউন্সিল অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি কেন্দ্রীয় সদস্য কে এস মং মারমা, জনসংহতি সমিতির বান্দরবান জেলা কমিটির সভাপতি সুমন মারমা, সাংগঠনিক সম্পাদক মংনু মারমা, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সহ সাধারণ সম্পাদক জিকো চাকমা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের বান্দরবান জেলা কমিটির সভাপতি উলি সিং মারমা।

কাউন্সিল অধিবেশনে বান্দরবান জেলার শাখার আওতাধীন বিভিন্ন থানা ও কলেজ শাখার প্রতিনিধিরা সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক কার্যক্রম ও বর্তমান পরিস্থিতির আলোকে করণীয় বিষয়ে বক্তব্য তুলে ধরেন।

সম্মেলন শেষে উশৈহ্লা মারমাকে সভাপতি, জামাধন তঞ্চঙ্গ্যাকে সাধারণ সম্পাদক ও হ্লাপ্রুসিং মারমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ২৭ সদস্য বিশিষ্ট পিসিপি, বান্দরবান জেলা শাখার ২১তম কমিটি গঠিত হয়। নবগঠিত কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান পিসিপির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক সুপ্রিয় তঞ্চঙ্গ্যা।

থানচিতে খিয়াং নারীকে গণধর্ষণের পর হত্যা: পিসিপি ও এইচডব্লিউএফের নিন্দা ও দোষীদের শাস্তি দাবি

গত ৫ মে ২০২৫, সোমবার বান্দরবানের থানচি উপজেলার ২নং তিন্দু ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডের মংখয় পাড়ায় (খিয়াং পাড়া) তিন সন্তানের জননী চিংমা খিয়াং (২৯) নামের একজন জুম্ম নারীকে তিনজন বাঙালি শ্রমিক কর্তৃক জোরপূর্বক তুলে নিয়ে গিয়ে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন (এইচডাব্লিউএফ) তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ এবং অবিলম্বে ধর্ষণকারীদের গ্রেফতারপূর্বক যথাযথ শাস্তির দাবি জানিয়ে এক যৌথ বিবৃতি প্রদান করে।

বিবৃতিতে বলা হয়, চিংমা খিয়াং প্রতিদিনের মতো আনুমানিক সকাল ৭:০০ ঘটিকায় নিজেদের জুমে একা কাজ করতে যান। দুপুরে কাজ শেষে বাড়ি ফেরার সময় হলে তিনি না ফিরলে পরিবারের লোকজন ও গ্রামবাসী খোঁজাখুজি শুরু করেন। এসময় তারা জুমে টেনে হিচড়ে নিয়ে যাওয়ার চিহ্ন দেখতে পান। তা অনুসরণ করে খুঁজতে খুঁজতে আনুমানিক বিকাল ৩:০০ ঘটিকার সময় চিংমা খিয়াং এর লাশ পাওয়া যায়।

চিমাং খিয়াং গত ৪ মে ২০২৫ তারিখে জুমে যাওয়ার পথে রাস্তা নির্মাণে কাজে নিয়োজিত তিনজন বাঙালি শ্রমিককে দেখতে পেয়ে ভয়ে বাড়িতে পালিয়ে আসেন। পরিবার ও গ্রামবাসীর ধারণা, চিংমা খিয়াং জুমে যাওয়ার পথে ঔৎপেতে থাকা তিনজন বাঙালি শ্রমিক জোরপূর্বক তুলে নিয়ে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের পর হত্যা করেছে।

বিবৃতিতে আরো বলা হয়, পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম আদিবাসী নারীর উপর নিপীড়ন, শ্লীলতাহানি, ধর্ষণ, হত্যাসহ মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটেই চলেছে। প্রায়শই এসব ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন (এইচডাব্লিউএফ) গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে এযাবৎ সংঘটিত জুম্ম নারীর উপর নিপীড়ন, ধর্ষণ, হত্যাকাণ্ডের ঘটনার বিচার ও অপরাধীদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করতে প্রশাসন ব্যর্থ হওয়ার কারণে এসব ঘটনা ক্রমশ সংঘটিত হচ্ছে।

আদিবাসী খিয়াং নারীকে সংঘবদ্ধভাবে ধর্ষণ ও হত্যার প্রতিবাদে ঢাকায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

বান্দরবানের থানচি উপজেলায় এক খিয়াং আদিবাসী নারীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ ও নৃশংসভাবে হত্যার প্রতিবাদে এবং খুনীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে ঢাকায় শাহবাগের জাতীয় জাদুঘরের সামনে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ঢাকা মহানগর শাখা, বাংলাদেশ মারমা স্টুডেন্টস কাউন্সিল, বাংলাদেশ আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, ত্রিপুরা স্টুডেন্টস ফোরাম, ঢাকা মহানগর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জুম্ম শিক্ষার্থী পরিবার এবং সমাবেশে সংহতি প্রকাশ করেন হিল উইমেন্স ফেডারেশন, ঢাকা কমিটি।

উক্ত সমাবেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য দীপায়ন খীসা সংহতি বক্তব্যে বলেন, বান্দরবানের পুলিশ, জেলা প্রশাসক একটি সংবাদ সম্মেলন করেছে। তারা নাকি ঠিক বুঝতে পারছে না কি হয়েছে জায়গাটি দুর্গম হওয়ার কারণে। আপনারা জায়গাকে দুর্গম বলে আইনকে অন্যদিকে মোড় ঘুরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন। ওখানে কি রকেট ছিলো যে ধর্ষকরা রকেটে করে পালিয়ে গেলো? তা না হলে ২৪ ঘন্টা পার হওয়ার পরও কেন তাদের গ্রেপ্তার করা হলো না? যারা পাহাড়ে যায় তাদের দফায় দফায় ক্যাম্পগুলোতে আইডি কার্ড শো করতে হয়। তাহলে তাদেরকে শনাক্ত করা এত কঠিন কেন? আপনারা নববর্ষে নানান জাতিগোষ্ঠীকে সাজিয়ে গুজিয়ে এনে অন্তর্ভুক্তি দেখান, কিন্তু যখন একজন খিয়াং নারী ধর্ষণের শিকার হয় সেই ধর্ষকদের ধরে কেন জেলে অন্তর্ভুক্ত করছেন না? তখন আপনার অন্তর্ভুক্তি আইন কোথায় যায়? অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মধুচন্দ্রিমার ৮ মাস পূর্ণ হয়ে গেছে। আপনারা এবার রাষ্ট্রের নাগরিকদের নিরাপত্তা দিতে জেগে উঠুন।

পিসিপির ঢাকা মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক সৈসানু মারমা বলেন, আমাদের কষ্ট একটাই, গতকালের পাহাড়ী নারীকে ধর্ষণের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাত জাগবে না। সারা বাংলাদেশ রাত জাগবে না। আমাদের প্রশ্ন থাকবে এত এত সেনা ক্যাম্প থাকতেও কেন তারা আমার পাহাড়ি নারীকে নিরাপত্তা দিতে পারে না?

বাংলাদেশ মারমা স্টুডেন্টস কাউন্সিল, কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক অংশৈসিং মারমা বলেন, পাহাড়ের ধর্ষণে ঘটনাগুলোকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ধামাচাপা দেয় এই অজুহাতে যে, সেখানে সাম্প্রদায়িক ঘটনা হতে পারে। আমরা জানি পাহাড়ের প্রত্যেক ধর্ষণ ঘটনায় এক অদৃশ্য শক্তি কাজ করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের ৫০০টির উপর ক্যাম্প থাকার পরও আপনারা আমার আদিবাসী মা বোনদের রক্ষা করতে পারেন না। আপনারা আরো কতগুলো ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করলে আমাদের নিরাপত্তা দিতে পারবেন?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জুম্ম শিক্ষার্থী পরিবারের সদস্য সুর্মী চাকমা বলেন, পাহাড়ের ধর্ষণ ঘটনায় কখনোই সমতলের বাঙালি বন্ধুদের আওয়াজ তুলতে দেখি নাই। পাহাড়ের প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়েও ধর্ষণের মতো ঘটনা বন্ধ থাকে নাই। কিন্তু

আপনারা চুপ থাকেন। কারণ আমরা আপনাদের ধর্মের নই। আপনাদের আমি ধিক্কার জানাই।

ত্রিপুরা স্টুডেন্টস ফোরাম, ঢাকা মহানগর শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক সুমন্ত ত্রিপুরা বলেন, পাশবিক নির্যাতনের মাধ্যমে চিংমা খিয়াংকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। আমি জানিনা কোন দেশে জন্মগ্রহণ করলে এমন অত্যাচার নির্যাতনের শিকার হতে হয়। ৩টি সন্তানকে মা হারা করা হয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি এই রাষ্ট্রে ধর্ষকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা না থাকার কারণে এর মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা চাই এই ধর্ষকদের সরকার কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করুক।

বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের নেত্রী রুপাইয়া শ্রেষ্ঠা তঞ্চঙ্গ্যা তার সংহতি বক্তব্যে বলেন, আমাদের পাহাড়ের ধর্ষণের ঘটনাগুলো কখনোই মূল ধারার সংবাদ মাধ্যমে আসে না। এর কারণ বাঙালি জনগোষ্ঠীর মানসিকতা। আমরা চাই এসব মানসিকতার পরিবর্তন হোক।

সংহতি বক্তব্যে শিক্ষার্থী জনি খিয়াং বলেন, আমরা কখনোই ট্যুরিস্টদের বিরুদ্ধে ছিলাম না। কিন্তু তাদের দ্বারা যদি এরকম অপকর্ম ঘটতে থাকে, তাহলে সেটা পাহাড়ি জনগোষ্ঠী কখনোই মেনে নেবে না। আমরা ধর্ষকদের উল্লেখযোগ্য শাস্তির দাবি জানাচ্ছি এই প্রতিবাদী সমাবেশ থেকে।

উক্ত সমাবেশে আরো সংহতি বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক শুভ্রময় মাহাতো, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী অংক্রাথুই খিয়াং এবং ঢাকাস্থ ম্রো ছাত্র সমাজ। পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক শান্তিময় চাকমার সঞ্চালনায় উক্ত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি অনন্ত তঞ্চঙ্গ্যা।

খিয়াং নারীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের পর হত্যার প্রতিবাদে বান্দরবানে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ

গত ৬ মে ২০২৫ বান্দরবানের থানচি উপজেলায় এক আদিবাসী খিয়াং নারীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ ও ধর্ষণের পর নির্মমভাবে হত্যার প্রতিবাদে এবং ধর্ষণকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বান্দরবানে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন, ফিলিপ খিয়াং, সহ সাধারণ সম্পাদক পিসিপির বান্দরবান জেলা শাখা, বিতনময় তঞ্চঙ্গ্যা, কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা স্টুডেন্ট ওয়েলফেয়ার ফোরাম, সাহ্লাউ খিয়াং, সাধারণ সম্পাদক,

খিয়াং স্টুডেন্ট ইউনিয়ন, জেমস বম, বম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, উমংসিং মারমা, বিএমএসসি'র বান্দরবান জেলা শাখা, উলিসিং মারমা, এইচডব্লিউএফ'র সভাপতি, বান্দরবান জেলা শাখা, জন ত্রিপুরা, অধিকার কর্মী, লেলুং খুমী, মানবাধিকার কর্মী, অংচ মং মারমা, মানবাধিকার কর্মী এবং ডনাই প্রু নেলী, বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী ও নারী নেত্রীসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

পিসিপির বান্দরবান জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক জামাধন তঞ্চঙ্গ্যার সঞ্চালনায় সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন উশৈ হ্লা মারমা, সভাপতি, বান্দরবান জেলা শাখা, পিসিপি।

সমাবেশে জন ত্রিপুরা বলেন, আমরা বেশিদিন হয়নি অন্যায় ও ধর্ষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে এখানে দাঁড়িয়েছিলাম। আজকে আবার এখানে এসে দাঁড়াতে হলো। আমরা ভেবেছিলাম ৫ আগস্টের পরে নতুন রাষ্ট্র আমাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারবে, কিন্তু এখন দেখছি আগের তুলনায় ধর্ষণ, হত্যা আরো দ্বিগুণ বেড়েছে। তিনি একটি নারী বান্ধব রাষ্ট্র এবং সকল ধর্মের, সকল জাতির সমান অধিকার ও একটি সুরক্ষিত দেশ দাবি চেয়ে তার বক্তব্য সমাপ্ত করেন।

উলিসিং মারমা বলেন, ধর্ষকেরা ধর্ষণের পরে জঘন্যভাবে হত্যা করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের এই ধর্ষণ, হত্যা ও বিচারহীনতার সংস্কৃতি দীর্ঘ দিনের। আমরা অতীতেও দেখেছি, আমাদের অনেক মা-বোনদের ধর্ষণ পরবর্তী হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু এত বছর পরেও আমরা এখনো এই রাষ্ট্রে সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে অপরাধী বা ধর্ষকদের বিচার হতে দেখিনি। এই রাষ্ট্রে যদি সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে ধর্ষকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হতো তাহলে ধর্ষকেরা ধর্ষণ করার সাহস পেতো না এবং আজকে আমাদের বোন চিংম্রা খিয়াংকে ও হারাতে হতো না।

লেলুং খুমী বলেন, আমরা যতদূর জানি দীর্ঘদিন ধরে বান্দরবানের থানচির মতো আরো কিছু কিছু জায়গায় পর্যটক নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও সমতল থেকে

বহিরাগত বাঙালি পর্যটকরা কীভাবে সেখানে প্রবেশ করে। সুতরাং, আমি মনে করি, এখানে প্রশাসনের দুর্বলতা ও বেখেয়ালিপনা রয়েছে। আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি, উক্ত এলাকায় সমতল থেকে বহিরাগত বাঙালি শ্রমিকেরাও সড়ক মেরামত কাজে নিযুক্ত আছে। তারপরও প্রশাসনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ থাকবে সুষ্ঠুভাবে যেন তদন্ত করা হয়।

অংচমং মারমা বলেন, এই যাবত পাহাড়ে যত জনকে ধর্ষণের পরে হত্যা করা হয়েছে এবং ধর্ষণ ও হত্যার শিকার হওয়া প্রত্যেকের ন্যায় বিচারের লক্ষ্যে যে মামলা দেওয়া হয়েছে সে মামলাগুলো যদি দ্রুততার সাথে তদন্ত করা না হয় এবং খুনি ও ধর্ষকদের যদি সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করা না যায় তাহলে এই ধরণের হত্যা ও ধর্ষণের ঘটনা আরো ঘটতে থাকবে।

খিয়াং নারীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ ও ধর্ষণের পর হত্যার প্রতিবাদে রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজে বিক্ষোভ

গত ৫ মে ২০২৫ বান্দরবানের থানচি উপজেলার ২নং তিন্দু ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডের মংখয় পাড়ায় তিন সন্তানের জননী চিংমা খিয়াং নামের একজন জুম্ম নারীকে তিনজন বাঙালি শ্রমিক কর্তৃক জোরপূর্বক তুলে নিয়ে গিয়ে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ ও হত্যা ঘটনার প্রতিবাদে এবং ধর্ষণকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ প্রাঙ্গণে গত ৬ মে ২০২৫ বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

বিক্ষোভ মিছিল শেষে পিসিপির রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ শাখার সভাপতি সজল চাকমার সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক জ্ঞান চাকমার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য রাখেন রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ শাখা পিসিপির সদস্য দিগন্ত তঞ্চঙ্গ্যা। এছাড়াও সংহতি বক্তব্য প্রদান করেন রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ শাখা পিসিপির সহ-সভাপতি পলক চাকমা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ শাখার সভাপতি এলি চাকমা।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, ধর্ষণ, গুম, হত্যা ইত্যাদি মানবাধিকার লংঘনের মতো ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটেই চলেছে। প্রতিটি অন্যায় ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ করি এবং যথাযথ শাস্তির দাবি জানাই। কিন্তু আমরা তার বিচার পাই না। এ দেশের জুম্ম জনগণের নিরাপত্তা নেই। জুম্ম নারী প্রতিনিয়ত বিভিন্ন হেনস্তা ও ধর্ষণের শিকার হয়। আমাদের আরো কঠিন প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

খিয়াং নারীকে ধর্ষণ ও ধর্ষণের পর হত্যার প্রতিবাদে রাঙ্গামাটিতে পিসিপি ও এইচডাব্লিউএফ এর বিক্ষোভ

গত ৫ মে ২০২৫, বান্দরবানের থানচি উপজেলার এক খিয়াং আদিবাসী নারীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের পর হত্যার প্রতিবাদ এবং অবিলম্বে হত্যাকারীদের গ্রেফতারপূর্বক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন (এইচডাব্লিউএফ), রাঙ্গামাটি জেলা শাখার উদ্যোগে রাঙ্গামাটি শহরে গত ৭ মে ২০২৫ বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি, রাঙামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুমিত্র চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক রুমেন চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশন, কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক ম্রানুচিং মারমা, বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা স্টুডেন্ট ওয়েলফেয়ার ফোরাম, রাঙ্গামাটি অঞ্চলের সভাপতি অলনা তঞ্চঙ্গ্যা ও রাঙামাটি সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী লিলা চাকমা। শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, রাঙামাটি জেলা শাখার সহ-সাধারণ সম্পাদক মিলন চাকমা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, রাঙামাটি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ম্যাগলিন চাকমার সঞ্চালনায় সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন হিল উইমেন্স ফেডারেশন, রাঙামাটি জেলা কমিটির সদস্য সূচনা চাকমা।

সমাবেশে রুমেন চাকমা বলেন, 'পার্বত্য চট্টগ্রামে আমার মা-বোনেরা সবেচেয়ে বেশি নিরাপদ বোধ করে তাদের জুমে।

সেই জুমে কাজ করতে গিয়েই চিংমা খিয়াংকে ধর্ষণের পর নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। নৃশংস এই ঘটনার তিনদিন অতিবাহিত হতে চললেও চিংমা খিয়াংয়ের ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডে জড়িত কেউই গ্রেফতার হয়নি। চিংমার স্বামী সুমন খিয়াং তার বক্তব্যে স্পষ্টভাবে এই ঘটনার জন্য তিনজন পর্যটককে দায়ী করেছেন। থানচি থানায় ধর্ষণ ও হত্যা মামলা করলেও বান্দরবান জেলা পুলিশ ও বান্দরবান জেলা প্রশাসনের প্রদত্ত বিবৃতিতে ধর্ষণ নিয়ে কোন কথা নেই। ধর্ষণ ঘটনাকে ধামাচাপা দেওয়া এবং প্রকৃত অপরাধীদের বাঁচানোর লক্ষ্যে বান্দরবান পুলিশ ও জেলা প্রশাসনের উদ্দেশ্যমূলক বিবৃতির আমরা তীব্র নিন্দা জানাই এবং এই প্রতিবেদন আমরা প্রত্যাখান করছি।'

তিনি বলেন, 'থানচিতে পর্যটকের প্রবেশ বন্ধ থাকা সত্ত্বেও সেনাবাহিনীর চেকপোস্ট অতিক্রম করে সেখানে 'জুম ওয়াইল্ড' নামে একদল পর্যটক কীভাবে যায়? ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় যেহেতু পর্যটকের দিকে অভিযোগ উঠেছে সেখানে থানচিতে ঘুরতে যাওয়া প্রত্যেক পর্যটককে জিজ্ঞাসাবাদ করলেই তো ঘটনার রহস্য উন্মোচন করা যায় এবং অপরাধীদের শনাক্ত করা যায়। তাহলে সেটি কেন করা হচ্ছে না?'

সুমিত্র চাকমা বলেন, 'আজকে রাজস্থলীতে ধর্ষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সমাবেশ আয়োজনে প্রশাসন কেন বাধা প্রদান করছে তা আমাদের বোধগম্য নয়। গত মাসেও সেটেলার বাঙালি দ্বারা কাউখালী এক আদিবাসী মারমা নারীর ধর্ষণের পর ছাত্ররা যখন প্রতিবাদ করতে যায় তখন আইনশৃঙ্খলা বাহিনী বাধা প্রদান করেছে। পাহাড়ে পূর্বে সংঘটিত ধর্ষণের ঘটনার বিচার ও অপরাধীদর শাস্তি না হওয়ার এধরনের ঘটনা বারবার ঘটছে।'

ম্রানুচিং মারমা বলেন, 'স্বাধীনতার ৫৪ বছর পরেও বাংলাদেশে নারীরা তথা আদিবাসী নারীদের কোথাও নিরাপত্তা নেই। বরং নারীদের প্রতিনিয়ত ধর্ষণ, হত্যা, যৌন নিপীড়নসহ বিভিন্ন নারী সহিংসতার শিকার হতে হচ্ছে।'

অলনা তঞ্চঙ্গ্যা বলেন, 'পাহাড়ে যখন ধর্ষণের ঘটনা ঘটে তখন এই রাষ্ট্র নিরব ভূমিকা পালন করে। এই রাষ্ট্র নারীদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ যার জন্য আমাদের রাস্তায় প্রতিনিয়ত বিক্ষোভ মিছিল করতে হচ্ছে।'

লীলা চাকমা বলেন, 'জুম্ম নারীরা দীর্ঘকাল ধরে সমাজে নিরাপদভাবে জীবন যাপন করত। কিন্তু ৮০ দশকে বহিরাগতদের অনুপ্রবেশের পর থেকে তারা নিরাপত্তাহীনতায় দিনযাপন করছে। তাদেরকে প্রতিনিয়ত ধর্ষণ, হত্যা, যৌন নিপীড়নসহ বিভিন্ন নারী সহিংসতার শিকার হচ্ছে। রাষ্ট্র ও প্রশাসন এর বিরুদ্ধে কোন কার্যকরী পদক্ষেপ নিচ্ছে না।'

পিসিপির রাজশাহী মহানগর শাখা কর্তৃক রাবির জনসংযোগ দপ্তরে স্মারকলিপি প্রদান

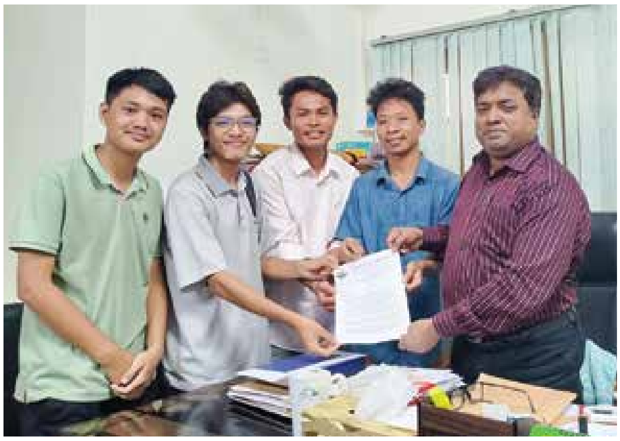

গত ১৫ মে ২০২৫ পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি)-এর রাজশাহী মহানগর শাখা কর্তৃক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) এর জনসংযোগ দপ্তরের প্রশাসক অধ্যাপক ড. আখতার হোসেন মজুমদার বরাবর এক স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

উক্ত স্মারকলিপিতে প্রতিবছর ভর্তি পরীক্ষায় আদিবাসী কোটা সম্বলিত বিভিন্ন সমস্যা ও সংকটের কথা অবহিত করা হয় এবং কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সেগুলো দ্রুত সমাধানের জন্য 'ছয় দফা' দাবিনামা সম্বলিত স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

ছয় দফা দাবিসমূহ নিম্নরূপ: ১. আদিবাসী কোটার আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা; ২. পাহাড়ি আদিবাসী শিক্ষার্থীদের প্রথমবর্ষ হতে হলে আবাসন ব্যবস্থা প্রদান করা এবং প্রতিটি হলে আলাদা রুম বরাদ্দ দিয়ে সেগুলোতে নিয়োগ প্রদান নিশ্চিত করা; ৩. আদিবাসী শিক্ষার্থীদের জন্য আরবি, ফার্সি, উর্দু, সংস্কৃত ও ইসলামিক স্টাডিজ বিষয় সমূহ চূড়ান্তভাবে অন্তর্ভুক্ত না করার দাবি বলবৎ রাখা; ৪. সংরক্ষিত কোটা আসনে জাতি ভিত্তিক সীট বরাদ্দ প্রদান করার ক্ষেত্রে লিখিতভাবে সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রদান করা; ৫. বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি আলাদা বুকশেলফ চালু করা; এবং ৬. কোটায় জাতিগত বাছাইয়ের ক্ষেত্রে 'খীসা'-কে আলাদা হিসেবে চিহ্নিত না করা।

কারাগারে এক বম এর মৃত্যুর বিচার ও নির্দোষ বম নারী-শিশুসহ সকলের মুক্তি এবং চিংমা খিয়াংকে ধর্ষণের পর হত্যার বিচারের দাবি

রাষ্ট্রীয় হেফাজতে কারাগারে লালত্নেং কিম বম এর মৃত্যুর বিচার, নির্দোষ বম নারী ও শিশুসহ সকলকে মুক্তি ও চিংমা খিয়াংয়ের গণধর্ষণের পর হত্যার বিচারের দাবিতে চট্টগ্রামে

পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, চট্টগ্রাম মহানগর ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা এবং পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের উদ্যোগে গত ১৭ মে ২০২৫ বিকাল ৩:০০ ঘটিকায় চেরাগী পাহাড় মোড়ে এক বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের সাবেক সভাপতি দিশান তঞ্চঙ্গ্যা ও সাধারণ সম্পাদক সন্তোষ চাকমা, পিসিপির চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি অন্বেষ চাকমা, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, চট্টগ্রাম জেলা সংসদের সহ-সভাপতি অয়ন সেনগুপ্ত, শিক্ষার্থী সোহেল খিয়াং, বম সুশীল সমাজের প্রতিনিধি প্রিন্স লালরিন বম ও শিক্ষার্থী নাথান সাইলুক বম প্রমুখ।

সমাবেশে দিশান তঞ্চঙ্গ্যা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকার আন্দোলনের শক্তিকে ধ্বংস করতে রাষ্ট্রের মদদে নানা দল-উপদল সৃষ্টি করা হচ্ছে। সেই সাথে যারা অধিকারের কথা তুলেন তাদের নানাভাবে হয়রানি করে তাদের বাকরুদ্ধ করা হচ্ছে।

সন্তোষ চাকমা বলেন, স্বাধীনতার পর থেকে পাহাড়ে সেটেলার ও সেনাবাহিনী কর্তৃক বহু ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা ঘটেছে যার সুষ্ঠু বিচার এখনো নিশ্চিত হয়নি। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত সকল আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে সংঘবদ্ধ হয়ে আন্দোলন করার আহ্বান জানান।

অন্বেষ চাকমা বলেন, লালত্নেং কিম বমের মৃত্যু নিঃসন্দেহে রাষ্ট্রের শোষণ-নিপীড়নের একটি উদাহরণ। পাহাড়ে সেনাশাসন যতদিন থাকবে ততদিন পাহাড়ে শান্তি ফিরবে না, সরকারকে তাই পার্বত্য চুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করে পাহাড়ে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নিতে হবে। তিনি বিগত বছরে রাষ্ট্রীয় বাহিনী কর্তৃক অভিযানের নামে নিরপরাধ বম জনগোষ্ঠীর অনেক নারী, শিশু ও সাধারণ ছাত্রকে কারাগারে বন্দী করা হয়েছে তাদের মুক্তির জোর দাবি জানান।

অয়ন সেনগুপ্ত বলেন, বাংলাদেশের সরকার জনগণের সরকার নয়। পুঁজিপতি ও সাম্রাজ্যবাদীদের সরকার। বাংলাদেশের সংবিধানে পাহাড়িদের উপজাতি, ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী হিসেবে রাষ্ট্র পরিচিত করছে। প্রকৃতপক্ষে তারা বাংলাদেশের আদিবাসী। পাহাড়ের সব সমস্যা সমাধানের উপায় হলো পার্বত্য চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন করা। দেশের ৫০টির অধিক আদিবাসী জনগোষ্ঠী রয়েছে তাদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে হবে এবং তাদের নিজস্ব ভাষায় শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দিতে হবে সরকারকে।

প্রিন্স লালরিন বম বলেন, জুলাই অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের দ্বিতীয় স্বাধীনতা এসেছে তবুও কেনো পাহাড়ে রাষ্ট্রীয় বৈষম্য জারি রয়েছে? বান্দরবানের থানচিতে ধর্ষণ ও ধর্ষণের পর হত্যা এবং কারাগারে লালত্নেং কিম বমের হত্যার সুষ্ঠু বিচার চাই। লালত্নেং কিম খুব সাধাসিধা এক যুবক ছিলেন তার মৃত্যুর দায় কে নিবে! সমতলের নাগরিকরা যে স্বাধীনতা ভোগ করেছে পাহাড়েও সেই স্বাধীনতা ভোগ করতে চাই আমরা।

সোহেল খিয়াং বলেন, ১৩ দিন অতিক্রান্ত হলেও চিংমা খিয়াং এর মৃত্যুর ঘটনায় প্রশাসন বিচার দিতে পারেনি। সরকারের কাছে অনুরোধ পাহাড়ের যত খুন, ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনা ঘটেছে তার দ্রুত বিচার দিতে হবে।

নাথান সাইলুক বম বলেন, সরকারের মিথ্যা মামলার কারণে আমাদের কমবেশি সবার আত্মীয় হয়রানির শিকার হয়েছে। সরকারের কাছে অনুরোধ পাহাড়ে আদিবাসীদের উপর চলমান জাতিগত নিপীড়ন যেন বন্ধ করে।

পিসিপি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক সুমন চাকমা সঞ্চালনায় সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সভাপতি হ্লামিউ মারমা। সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিসিপি, চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট শাখার সভাপতি সুমান চাকমা। সমাবেশ শেষে এক বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি চেরাগী মোড় থেকে শুরু হয়ে প্রেসক্লাব ভবন হয়ে আবার চেরাগী মোড়ে এসে শেষ হয়।

লালত্নেং কিম বম-এর মৃত্যুর বিচার, নির্দোষ বম নারী ও শিশুসহ সকলকে মুক্তি এবং চিংমা খিয়াং-এর ধর্ষণের পর হত্যার বিচারের দাবিতে ঢাকায় বিক্ষোভ

গত ১৮ মে ২০২৫ বিকাল ৩:৩০ ঘটিকার সময় চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে লালত্নেং কিম বম-এর মৃত্যুর বিচার, নির্দোষ বম নারী ও শিশুসহ সকলকে মুক্তি এবং চিংমা

খিয়াং-এর ধর্ষণের পর হত্যার বিচারের দাবিতে রাজু ভাস্কর্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ন প্রাঙ্গণে এক বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ করে সম্মিলিত আদিবাসী ছাত্র সমাজ।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য দীপায়ন খীসা, লেখক ও গবেষক পাভেল পার্থ, সাংবাদিক ও কথাসাহিত্যিক এহসান মাহমুদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, ঢাকা মহানগর শাখার সভাপতি জগদীশ চাকমা, বাংলাদেশ আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি অনন্ত তঞ্চঙ্গ্যা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং ঢাকাস্থ ম্রো শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধি পাতলাই ম্রো, বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক আরমানুল হক, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের ঢাকা মহানগর কমিটির সাধারণ সম্পাদক রিয়া চাকমা, বাংলাদেশ খিয়াং স্টুডেন্টস ইউনিয়ন এর সাবেক সভাপতি জনি খিয়াং এবং বম স্টুডেন্টস এসোসিয়েশনের রুমা উপজেলার আহ্বায়ক রিচার্ড বমসহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

লেখক ও গবেষক পাভেল পার্থ বলেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পরে এটি হওয়ার কথা ছিলো না। পাহাড়ের আদিবাসী নারীদের ধর্ষণ করে হত্যা করা হয়েছে এবং তার বিচার রাজু ভাস্কর্যে চাইতে হচ্ছে। এটি হওয়ার কথা ছিলো না। পাহাড়ে সাধারণ বমদের সন্ত্রাসী বানিয়ে গ্রেপ্তার, হত্যা করা হচ্ছে, আর আমাদের ঢাকায় এসে বিচার চাইতে হচ্ছে। এটি হওয়ার কথা ছিলো না। আমি আজকে এখানে দাড়িয়ে প্রধান উপদেষ্টাকে জানাতে চাই, আমি আজকে এখানে দাঁড়িয়েছি বান্দরবানের মুনলাই পাড়ার জন্য। যে পাড়া দেশের সবচেয়ে পরিষ্কার গ্রাম, যে গ্রামের মানুষরা প্রকৃতির মতো সরল তাদের আজ সন্ত্রাসী বানিয়ে পুরো গ্রামবাসীদের গ্রামছাড়া করেছে। যাদের অনেককে আজ বনে জঙ্গলে পালিয়ে থাকতে হচ্ছে। তাই প্রধান উপদেষ্টা আপনাকে সাজানো সমস্যার সমাধান করতে হবে। কেননা এইসব ঘটনা জুলাই গণহত্যার পরিপন্থি। আজ যে শিশুটি জেলে বন্দি আছে সে তখনো মায়ের পেটে যখন বান্দরবানের ব্যাংক লুটের ঘটনা ঘটে।

দীপায়ন খীসা বলেন, কারাগার কারা চালায়? এই কারাগার চালায় রাষ্ট্রীয় বাহিনী, রাষ্ট্রের সরকার। তাহলে জেল হেফাজতে অবস্থানরত সকল ব্যক্তিদের খাওয়া, চিকিসা, নিরাপত্তা দেওয়ার সকল দায়িত্ব এই রাষ্ট্রের, সরকারের। নিরীহ বমদের বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেপ্তারের দায় যেমন শেখ হাসিনা সরকারের, ঠিক তেমনি কারাগারের ভিতরে চিকিসার অভাবে মৃত্যুর দায়ও এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে নিতেই হবে। এই দেশের আইন যদি নিরপেক্ষভাবে চলে তাহলে প্রশ্ন থাকবে দেশের শীর্ষ সন্ত্রাসীরা জেল থেকে বের হয়ে যায়, কিন্তু নিরীহ বমদের বিনা ওয়ারেন্টে, বিনা অপরাধে কেমনে গ্রেপ্তার করে দীর্ঘদীন জেলে আটকে রাখে।

এহসান মাহমুদ তার বক্তব্যে বলেন, যে জনগোষ্ঠীরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে শুরু করে দেশের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ পদযাত্রায় সবসময় বাঙালি জনগোষ্ঠীর সাথে সঙ্গ দিয়েছে তাদের সাথে এই রাষ্ট্র বারংবার বিমাতাসুলভ আচরণ করেছে। '৭২ এর সংবিধানে এম এন লারমা নিজের জাতিকে সাংবিধানিকভাবে সুরক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এই রাষ্ট্র তা হতে দেয় নাই। দেশের সরকার পরিবর্তন হয়। কিন্তু আদিবাসীদের সাথে এই রাষ্ট্রের বিমাতাসুলভ আচরণ পরিবর্তন হয় নাই।

পিসিপির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক শান্তিময় চাকমার সঞ্চালনায় এবং বাংলাদেশ মারমা স্টুডেন্টস কাউন্সিল, ঢাকা মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক নুংমংপ্রু মারমার সভাপতিত্বে উক্ত সমাবেশে সংহতি জানিয়েছেন ত্রিপুরা স্টুডেন্টস ফোরাম, বাংলাদেশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জুম্ম শিক্ষার্থী পরিবার।

ছাত্র সমাজকে গ্রামে ফিরতে হবে, শেকড়ের কাছে যেতে হবে– পিসিপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে ঊষাতন তালুকদার

গত ২০ মে ২০২৫ পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের (পিসিপি) ৩৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও ২৯তম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল উপলক্ষে রাঙ্গামাটির জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ-সভাপতি ঊষাতন তালুকদার, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম পার্বত্য চট্টগ্রাম 'ক' অঞ্চলের সভাপতি প্রকৃতি রঞ্জন চাকমা, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শিশির চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুমিত্র চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ম্রানুসিং মারমা প্রমুখ। সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের সদস্য সৈসানু মারমা।

সকাল ১০:০০ ঘটিকায় জেলা শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি ঊষাতন তালুকদার। এসময় জাতীয় সংগীত ও সংগঠনের দলীয় সংগীত পরিবেশন করেন গিরিসুর শিল্পীগোষ্ঠীর শিল্পীবৃন্দ। আলোচনা সভার শুরুতে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে যারা নিজেদের জীবন আত্মোৎসর্গ করেছেন তাঁদের স্মরণে ২ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ঊষাতন তালুকদার বলেন, আজ পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ৩৬ বছরে পা রাখতে যাচ্ছে। অন্ধকারকে তাড়িয়ে সংগ্রামের আলো হাতে নিয়ে জুম্ম ছাত্র সমাজকে হাঁটতে হবে। শোষণ-নিপীড়ন থেকে মুক্তির স্বপ্ন নিয়ে এম এন লারমারা যেভাবে গ্রামে গ্রামে গিয়ে জুম্ম জনগণকে রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন, আজকের ছাত্র সমাজকেও সেভাবে গ্রামে ফিরতে হবে, শেকড়ের কাছে যেতে হবে। ছাত্র যুব সমাজ তথা গণমানুষকে নতুন করে জাগিয়ে তুলতে হবে। ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে গিয়ে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের প্রত্যেক কর্মীকে সেভাবে নিজেকে প্রস্তুত করে তুলতে হবে।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্মান রেখে পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিলো। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান করতে এই চুক্তির বাস্তবায়ন অতীব জরুরি। এই চুক্তির পেছনে বহু মানুষের আত্মত্যাগ রয়েছে কিন্তু এই চুক্তির বিরুদ্ধে শাসকগোষ্ঠীর মদদে ইউপিডিএফ নামে একটা প্রতিক্রিয়াশীল দলের উত্থান হয়। জুম্ম জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলনকে ভূলুণ্ঠিত করতে এই ইউপিডিএফ আমাদের জাতীয় ঐক্যের মধ্যে বিভেদ ঢুকিয়েছে। সেই বিভেদপন্থীরা এখনো দেশে বিদেশে নামে-বেনামে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও জনসংহতি সমিতির বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার করে চুক্তি তথা জুম্মদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনকে বিপথে ধাবিত করার পাঁয়তারা করে বেড়াচ্ছে।

তিনি বলেন, আগের সরকারগুলোর মতো বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারও পার্বত্য চট্টগ্রামের বেলায় ভুল নীতিতে অগ্রসর হচ্ছে। এই সরকার সকল জাতিগোষ্ঠী, সম্প্রদায়কে তার তথাকথিত অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবস্থায় আনতে সক্ষম হয়নি। যার কারণে আদিবাসীদের দুর্দশা, তাদের বঞ্চনার এখনো শেষ হয়নি, উপরন্তু আরও বেড়েই চলেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সমস্যার স্থায়ী সমাধানেও এই সরকারের কাছ থেকে আমরা এখনও আন্তরিকতা দেখতে পাইনি।

তিনি আরও বলেন, জুম্মদের মধ্যে একক কোনো জাতি বা সম্প্রদায় অধিকার পেতে পারে না, আমাদের ঐক্যবদ্ধ হয়েই স্বাধিকার অর্জন করতে হবে। ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারলে আমাদেরকে কেউই অধিকার না দিয়ে থাকতে পারবে না।

তিনি আরও বলেন, আগামীর দিনগুলো জুম্মদের জন্য আরও কঠিন হতে যাচ্ছে। লড়াই-সংগ্রামের সামনের সারিতে পিসিপিকে অধিক জোরালোভাবে ভূমিকা রাখতে হবে। আজকে আশার বাণী হলো পার্বত্য জনপদের ছাত্র সমাজ জেগেছে। তারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে আসে। পিসিপি তার ঐতিহাসিক দায়িত্ব কাঁধে তুলে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের কঠোর লড়াইয়ে ছাত্র সমাজকে নিয়ে এগিয়ে যাবে।

বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম পার্বত্য চট্টগ্রাম 'ক' অঞ্চলের সভাপতি প্রকৃতি রঞ্জন চাকমা বলেন, ছাত্র ও যুব সমাজ হলেন আমাদের আলো, আমাদের পথের দিশারি। জনগণের আন্দোলনে এই অগ্রণী ছাত্র সমাজকে সাথে নিয়ে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদকে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যেতে হবে। একমাত্র শিক্ষিত ছাত্র সমাজের ঐক্যবদ্ধ অংশগ্রহণই জনগণের আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শিশির চাকমা বলেন, পার্বত্য চুক্তিকে বাস্তবায়ন না করে পরিকল্পিতভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্বত্র হত্যা, ধর্ষণ, গুম, হয়রানি, ভূমি দখলের মতো ঘটনা ঘটানো হচ্ছে। এসবের কোনোটির সুষ্ঠু বিচার হয়নি। এই বিচারহীনতার সংস্কৃতিই রাষ্ট্রব্যবস্থা তথা আইনশৃঙ্খলার প্রতি জুম্মদের বিশ্বাসে চিড় ধরিয়েছে। সরকার পরিকল্পিতভাবে চুক্তি বাস্তবায়নকে স্তব্ধ করে রেখেছে এবং চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনকে ধ্বংস করার চেষ্টা করা হচ্ছে নানা উপায়ে। চুক্তি বাস্তবায়ন না করে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতিকে যে জটিল করানো হচ্ছে তার খেসারত এই রাষ্ট্রকেই একদিন দিতে হবে। আজ হোক কাল হোক চুক্তি বাস্তবায়ন করতেই হবে।

রাঙ্গামাটিতে পিসিপি'র ২৯তম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ও প্রতিনিধি সম্মেলন সম্পন্ন

গত ২১ মে ২০২৫ রাঙ্গামাটি শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি)'র দিনব্যাপী ২৯তম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ও প্রতিনিধি সম্মেলন-২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে তিন পার্বত্য জেলা, মহানগর, বিশ্ববিদ্যালয়, থানা, কলেজ, শহর, ইউনিয়ন কমিটি থেকে প্রায় তিন শতাধিক প্রতিনিধি ও পর্যবেক্ষক অংশগ্রহণ করেন। উক্ত সম্মেলন দুই অধিবেশনে সম্পন্ন হয় বলে জানা যায়।

সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ-সভাপতি ঊষাতন তালুকদার এবং পিসিপি'র বিদায়ী কমিটির অর্থ সম্পাদক টিকেল চাকমার সভাপতিত্বে এবং সহ-সাধারণ সম্পাদক জিকো চাকমার সঞ্চালনায় এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম অধিবেশনের শুরুতে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই সংগ্রামে আত্মত্যাগী বীর শহীদদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

প্রথমে অধিবেশনে আন্তর্জাতিক, জাতীয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম, সাংগঠনিক অবস্থা ও আর্থিক প্রতিবেদন সম্বলিত সামগ্রিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন বিদায়ী কমিটির সাধারণ সম্পাদক রুমেন চাকমা।

এই সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে ঊষাতন তালুকদার বলেন, প্রথমে আমাদের নিজেকে বুঝতে হবে, তারপর বিপক্ষ শক্তি সম্পর্কে জানতে হবে। তবেই আমাদের মধ্যে হতাশা আসবে না, আর তখনই আমরা সঠিক পথে আন্দোলন করতে পারবো। বাস্তবতাকে বিবেচনা করে আমাদের কৌশল নির্ধারণ করে কর্মসূচি হাতে নিতে হবে। একটি সমাজে সবচেয়ে সচেতন ও অগ্রগামী অংশ হচ্ছে ছাত্র সমাজ। সমাজ পরিবর্তন ও অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে ছাত্র সমাজের ভূমিকা অগ্রভাগে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের আন্দোলনেও সেই শিক্ষিত সমাজ এগিয়ে এসে জুম্ম জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করেছে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে ছাত্র সমাজ একটা ভাসমান শ্রেণি। এই শ্রেণি থেকে জুম্মদের আন্দোলনে সুবিধাবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী উত্থানের ইতিহাসও আছে। আমাদের আন্দোলন হচ্ছে জাতীয় মুক্তির আন্দোলন। এই আন্দোলনে জুম্মদের মধ্যে সকল শ্রেণির ভূমিকা থাকা উচিত। পার্টির আন্দোলনের নীতি-কৌশল বুঝতে না পেরে, উপলব্ধি করতে না পেরে পার্টির বিরোধী শাসকগোষ্ঠীর মদদে অনেক প্রতিক্রিয়াশীল বিভেদপন্থী গোষ্ঠী আমাদের আন্দোলনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা জাতীয় স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলনটাকে এগিয়ে নিতে পারতো। কিন্তু বিভেদপন্থীরা জাতীয় স্বার্থে ঐক্যের পথে এগিয়ে আসেনি।

তিনি আরও বলেন, আমাদের রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের চিন্তাচেতনায়, আচার-ব্যবহারে সমৃদ্ধ হতে হবে। জনগণের সাথে মিশে যেতে হবে। কঠোর সংগ্রামে নিজেকে এগিয়ে আনতে আত্মপ্রস্তুতি প্রয়োজন। এর জন্য আগে আমাদের মানসিকভাবে প্রস্তুতি লাগবে। অর্থ-বিত্ত না থাকা ব্যাপার না, কিন্তু আমাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থাকতে হবে জীবনে। আমাদের ছাত্রসমাজকেও লক্ষ্য ঠিক করতে হবে। জুম্ম জনগণের এমন কঠিন পরিস্থিতিতে ছাত্রদের তাদের করণীয় নির্ধারণ করতে হবে। আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের এক একজন প্রতিনিধি। পড়াশোনা কিংবা যেকোনো কাজের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে অবস্থান করলে সেখানেও পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার ব্যাপারে উপস্থাপন করে আমাদের আন্দোলনের পক্ষে মিত্র

বাড়াতে হবে। জুম্ম জনগণকে অধিকতরভাবে আমাদের আন্দোলনে যুক্ত করতে হবে। এই কাজে ছাত্রসমাজকে প্রধান ভূমিকা রাখা দরকার।

দ্বিতীয় অধিবেশনে পিসিপি'র বিদায়ী কমিটির সভাপতি নিপন ত্রিপুরার সভাপতিত্বে এবং সহ-সাধারণ সম্পাদক জগদীশ চাকমার সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক জুয়েল চাকমা। উক্ত অধিবেশনে বিদায়ী কমিটির পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক সতেজ চাকমা।

দ্বিতীয় অধিবেশনের শুরুতে বিদায়ী কমিটির পক্ষ থেকে ১৩ দফা প্রস্তাবনা পেশ করেন বিদায়ী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক সুপ্রিয় তঞ্চঙ্গ্যা এবং পরবর্তীতে সেই প্রস্তাবনা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

দ্বিতীয় অধিবেশনের সভাপতি ও বিদায়ী ২৮তম কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি নিপন ত্রিপুরা দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটে।

কাউন্সিলে সর্বসম্মতিক্রমে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ২৯তম কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি হিসেবে রুমেন চাকমা, সাধারণ সম্পাদক হিসেবে সুপ্রিয় তঞ্চঙ্গ্যা এবং সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে সৈসানু মারমাকে নির্বাচিত করে গঠিত ৩৩ সদস্য বিশিষ্ট নব নির্বাচিত কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান বিদায়ী কমিটির সহ-সভাপতি খোকন চাকমা।

পিসিপি ও এইচডাব্লিউএফ'র উদ্যোগে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সংকট নিরসনের দাবিতে রাঙ্গামাটি কলেজ অধ্যক্ষের নিকট স্মারকলিপি

গত ২২ মে ২০২৫ রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ও শিক্ষার মান বৃদ্ধি কল্পে বিভিন্ন সংকট নিরসনের দাবিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি), রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ শাখা এবং হিল উইমেন্স ফেডারেশন (এইচডাব্লিউএফ), রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ শাখা'র উদ্যোগে উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ বরাবর এক স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

উক্ত স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়, প্রতি বছর বিভিন্ন বিভাগ ও সেশনে ভর্তির সময় কলেজ প্রশাসন কর্তৃক নির্ধারিত ভর্তি ফি পরিশোধপূর্বক শিক্ষার্থীরা ভর্তি হয়। ফি পরিশোধের বিনিময়ে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ও মানসম্মত শিক্ষা কলেজ প্রশাসনের কর্তৃক শিক্ষার্থীদের জন্য সুনিশ্চিত করার কথা। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, পার্বত্য জনপদের পশ্চাৎপদতা এবং দেশের সামগ্রিক বাস্তবতায় মানুষের রুটি-রুজির অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। এহেন পরিস্থিতিতে কলেজ কর্তৃক নির্ধারিত বিভিন্ন ফি পরিশোধ করতে শিক্ষার্থীরা হিমশিম খায়। বিশেষত প্রান্তিক অঞ্চল থেকে উঠে আসা শিক্ষার্থীরা অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল।

স্মারকলিপিতে আরো বলা হয়, রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ দীর্ঘদিন যাবৎ শিক্ষক সংকটে জর্জরিত। বর্তমানে কলেজে ১৩ টি অনার্স এবং ৮ টি মাস্টার্স কোর্সসহ বিভিন্ন বিভাগে পাস কোর্স চালু রয়েছে। অথচ প্রতিটি বিভাগে নূন্যতম যতজন শিক্ষক থাকার কথা সে তুলনায় পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই। ফলশ্রুতিতে পর্যাপ্তসংখ্যক শিক্ষক না থাকায় বিভিন্ন বিভাগের অনার্স ও মাস্টার্স কোর্সের শিক্ষার্থীরা নিয়মিতভাবে শ্রেণি পাঠদান থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এতে শিক্ষার্থীরা একদিকে মানসম্মত শিক্ষা লাভ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, অন্যদিকে ফলাফল সন্তোষজনক হচ্ছে না।

তাই শিক্ষার্থীদের সুযোগ-সুবিধা বিবেচনায় পরিবহন ফি কমানো এবং শিক্ষার মান উন্নতকরণের লক্ষ্যে শিক্ষক সংকটসহ বিদ্যমান বিভিন্ন সংকটসমূহ নিরসনে টেকসই উদ্যোগ গ্রহণ পূর্বক শিক্ষাবান্ধব রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ গড়ে তোলার জন্য আমরা মহোদয়ের নিকট দাবি জানাচ্ছি।

এতে নিম্নোক্ত দাবিনামাসমূহ উল্লেখ করা হয়: ১. পরিবহন ফি কমিয়ে ৫০০ (পাঁচশত) টাকার পরিবর্তে ৩০০ (তিনশত) টাকা নির্ধারণ করতে হবে; ২. বিভিন্ন বিভাগে অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষক নিয়োগ প্রদান করতে হবে এবং শিক্ষক সংকট নিরসনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে; ৩. কলেজে সকল বিভাগে সেমিনার কক্ষ চালু করতে হবে; ৪. নির্মাণাধীন ছাত্রী নিবাস দ্রুত চালুর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে; ৫. ছাত্রাবাস চালুর ব্যবস্থা করতে হবে; ৬. শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে কলেজ ক্যাম্পাসে ক্যান্টিন চালু করতে হবে; ৭. শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে অডিটোরিয়াম ও খেলাধূলার জন্য পর্যাপ্ত আনুষঙ্গিক সরঞ্জামের ব্যবস্থা করতে হবে; এবং ৮. কলেজ প্রশাসন কর্তৃক নির্ধারিত বাৎসরিক উন্নয়ন ফি কমাতে হবে।

চিংমা খিয়াংকে ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনায় সুষ্ঠু বিচারের দাবিতে রাঙামাটিতে এইচডব্লিউএফের বিক্ষোভ

গত ২৮ মে ২০২৫ চিংমা খিয়াংয়ের ধর্ষণ ও ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনার সুষ্ঠু বিচার ও সাধারণ বম জনগোষ্ঠীর মুক্তির দাবিতে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ শাখা কর্তৃক এক বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে বক্তব্য রাখেন হিল উইমেন্স ফেডারেশন, কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক উলিসিং মারমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ শাখার সভাপতি সজল চাকমা, রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজের সাধারণ শিক্ষার্থী প্রিয়োতা চাকমা প্রমুখ।

উলিসিং মারমা বলেন, গত ৫ মে ২০২৫ চিংমা খিয়াংয়ের ধর্ষণ ও ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়। ঘটনার প্রায় একমাস হতে চলেছে। অথচ ময়না তদন্তের রিপোর্ট পর্যন্ত প্রকাশ করা হয়নি। চিংমা খিয়াংয়ের পরিবার স্পষ্টই উল্লেখ করেছেন যে, দর্শক ও হত্যাকারীরা হলো পর্যটক। বান্দরবানের থানচি উপজেলায় যাওয়ার সময় অসংখ্য সেনাক্যাম্পের সামনে দিয়ে যেতে হয়। সেনা ক্যাম্পে পর্যটকদের এন্ট্রি করতে হয়। অথচ প্রশাসন এখনো অপরাধীদের ধরতে পারছে না। প্রশাসনের ছত্রছায়ায় মূলত সেটেলার বাঙালিরা এসব ধর্ষণ ও নানা ধরনের অপরাধমূলক কাজ করে বেড়াচ্ছে। তাই তারা এসব অপরাধ করার সাহস পাচ্ছে।

তিনি আরো বলেন, কেএনএফ অভিযানের নামে সাধারণ বম জনগোষ্ঠীদের গ্রেফতার সেনাবাহিনীর একটি পরিকল্পনা। শিশু ও বৃদ্ধসহ সাধারণ বম জনগোষ্ঠী আর কেএনএফ কিন্তু এক নয়। অন্যান্য জনগোষ্ঠীসমূহের বম জনগোষ্ঠীর পাশে দাঁড়াতে হবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলতে হবে। আমরা যদি এসব অন্যায়ের বিরুদ্ধে আওয়াজ না তুলি তাহলে একদিন আমাদের অস্তিত্ব মুছে যাবে। পার্বত্য চট্টগ্রামে এসব সমস্যা সমাধানের জন্য ১৯৯৭ সালে যে ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল তার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের বিকল্প নেই।

সংহতি বক্তব্যে সজল চাকমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে যতগুলো ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনা ঘটেছে তা সংঘটিত করেছে সেটেলার বাঙালি, যার একটিরও সুষ্ঠু বিচার হয়নি। প্রশাসনের মদদে মূলত এসব ঘটনা ঘটানো হচ্ছে। যার কারণে প্রশাসন এসব ঘটনার ব্যাপারে উদাসীন থাকে। তিনি ছাত্রসমাজকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর লড়াই সামিল হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি চিংমা খিয়াংয়ের ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনার সুষ্ঠু বিচার ও নিরীহ সাধারণ বম জনগোষ্ঠীদের মুক্তির দাবি জানান।

সাধারণ শিক্ষার্থী প্রিয়োতা চাকমা বলেন, চিংমা খিয়াংয়ের ঘটনার বিচারহীনতা ও সাধারণ বম জনগোষ্ঠীর গ্রেফতারের মত ঘটনা সরকারের অদূরদর্শিতার লক্ষণ। এখানে নিরাপত্তাবাহিনীর মদদে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক হত্যা, গুম, ধর্ষণ ইত্যাদি মানবাধিকার লঙ্ঘনের মত ঘটনা পার্বত্য চট্টগ্রামে ঘটেই চলেছে। আমাদের এসবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।

হিল উইমেন্স ফেডারেশন, রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক সূচনা চাকমার সঞ্চালনায় ও সভাপতি এলি চাকমার সভাপতিত্বে উক্ত বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রিয়া চাকমা।

সেটেলার বাঙালি কর্তৃক আদিবাসী গৃহবধু ধর্ষণ চেষ্টার ঘটনায় এইচডাব্লিউএফ'র তীব্র নিন্দা ও শাস্তির দাবি

গত ২৯ মে ২০২৫ খ্রি: খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মহালছড়ি উপজেলার মাইসছড়ি ইউনিয়নের জামতলী গ্রামে মো: আনিসুর রহমান (বুদ্ধি) নামের এক সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক আদিবাসী চাকমা গৃহবধুকে ধর্ষণের চেষ্টার ঘটনায় তীব্র নিন্দা এবং অবিলম্বে ধর্ষণের চেষ্টাকারীর সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি জানিয়ে হিল উইমেন্স ফেডারেশন (এইচডাব্লিউএফ) এক বিবৃতি প্রদান করে।

বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়, গতকাল ২৯ মে ২০২৫ খ্রি: আনুমানিক রাত ৯.০০ ঘটিকায় সময় মো: আনিসুর রহমান নামে এক সেটেলার বাঙালি ভিক্টিমের বাড়ির দরজা ভেঙে প্রবেশ করে এবং ঘুমন্ত আদিবাসী গৃহবধুকে জোরপূর্বক ধর্ষণের চেষ্টা করে। ভিক্টিম গৃহবধু নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করলে সেটেলার মো: আনিসুর রহমান ভিক্টিমকে টেনে হিচঁড়ে ধানক্ষেতে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করার চেষ্টা করে। ভিক্টিমের চিৎকারে আশেপাশের আত্মীয়-স্বজন উদ্ধার করতে এগিয়ে আসলে মো: আনিসুর রহমান পালিয়ে যায়। এ সময় ভিক্টিমের স্বামী বাড়িতে ছিলেন না। পরবর্তীতে ঘটনাটি জানাজানি হলে

রাতেই চিকিৎসার জন্য ভিক্টিমকে খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

বার্তায় আরো বলা হয়, পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী জুম্ম নারীর উপর নিপীড়ন, শ্লীলতাহানি, ধর্ষণ, হত্যাসহ মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটেই চলেছে। গত ৫ মে ২০২৫ তারিখে বান্দরবানের থানচি উপজেলার তিনজন পর্যটক কর্তৃক চিংমা খিয়াং নামে এক আদিবাসী গৃহবধুকে ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনায় এখনও কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি প্রশাসন। প্রায়শই এসব ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় হিল উইমেন্স ফেডারেশন (এইচডাব্লিউএফ) গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে এযাবৎ সংঘটিত জুম্ম নারীর উপর নিপীড়ন, ধর্ষণ, হত্যাকাণ্ডের ঘটনার বিচার ও অপরাধীদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করতে প্রশাসন ব্যর্থ হওয়ার কারণে এসব ঘটনা ক্রমশ সংঘটিত হচ্ছে।

ভূষণছড়া গণহত্যা দিবস উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন স্থানে পিসিপির স্মরণসভা

১৯৮৪ সালের ৩১ মে সামরিক বাহিনী ও সেটেলার বাঙালি কর্তৃক সংঘটিত ভয়াবহতম ভূষণছড়া গণহত্যার ৪১ বছর স্মরণে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি)'র উদ্যোগে গত ৩১ মে ২০২৫ রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম মহানগর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বরকল ও কাউখালীতে স্মরণসভা ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলন অনুষ্ঠিত হয়।

স্মরণসভার পূর্বে ভূষণছড়া গণহত্যা এবং এযাবৎকালে সংঘটিত হওয়া গণহত্যার সকল শহীদের স্মরণে অস্থায়ী শহীদ বেদির সামনে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

স্মরণসভায় বক্তারা ভূষণছড়া গণহত্যাসহ এযাবৎকালে পার্বত্যাঞ্চলে যতগুলো গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে সেগুলোর বিচার ও অতি দ্রুত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের জোর দাবি জানান।

উল্লেখ্য, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এবং সামরিক বাহিনীর ছত্রছায়ায় হাজার হাজার জুম্মদের ভূমি বেদখল করে প্রায় ৫০০টির অধিক বাঙালি পরিবারকে বরকল উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম যেমন– গোরস্থান, ভূষণছড়া এবং ছোট হরিণা গ্রামে বসতি স্থাপন করানো হয়। স্থানীয় জুম্ম জনগণের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও বাঙালিদের পুনর্বাসন করায় এসব এলাকার পরিস্থিতি থমথমে হয়ে উঠে।

এক পর্যায়ে জুম্মদের ভূমি দখলের জন্য এবং জুম্মদের অস্তিত্ব ধ্বংস করার নীলনকশা হিসেবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ২৬ বেঙ্গল রেজিমেন্টের ৩০৫তম ব্রিগেড এবং বাংলাদেশ রাইফেলস (বিডিআর)-র ১৭তম ব্যাটালিয়নের সদস্যরা সেটেলার বাঙালিদের সঙ্গে নিয়ে জুম্মদের এ্যাদভরিয়ে, সুগুরিপাদা, গোরস্থান, তারেঙে ঘাট, ভূষণছড়া ও ভূষণবাগ গ্রামগুলোতে একযোগে প্রতিহিংসামূলক এই হামলা চালায় এবং ভয়াবহতম ভূষণছড়া গণহত্যা সংঘটিত হয়।

রাঙ্গামাটিতে শহীদ ছাত্রনেতা আনন্দ তঞ্চঙ্গ্যার ১৫তম মৃত্যুবার্ষিকীতে পিসিপির স্মরণসভা ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলন

গত ৩ জুন ২০২৫ শহীদ ছাত্রনেতা আনন্দ তঞ্চঙ্গ্যার ১৫তম মৃত্যুবার্ষিকীতে রাঙ্গামাটিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি)'র উদ্যোগে এক স্মরণসভা ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলন অনুষ্ঠিত হয়। পিসিপি, কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক সুমন চাকমার সঞ্চালনায় উক্ত স্মরণ সভায় সভাপতিত্ব করেন পিসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি ছাত্রনেতা জিকো চাকমা।

উক্ত স্মরণ সভায় বক্তব্য রাখেন পিসিপির সাবেক সভাপতি নিপন ত্রিপুরা, পিসিপির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সুপ্রিয় তঞ্চঙ্গ্যা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সদস্য কবিতা চাকমা, পিসিপি রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ম্যাগলিন চাকমা, পিসিপি রাঙ্গামাটি শহর শাখার সাধারণ সম্পাদক অনন্ত চাকমা, পিসিপি রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক জ্ঞান চাকমা। স্মরণসভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন পিসিপির কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক রনেল চাকমা।

শহীদ ছাত্রনেতা আনন্দ তঞ্চঙ্গ্যা রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন রাজস্থলী উপজেলা সদরে বাজার এলাকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিবিরোধী ইউপিডিএফের সশস্ত্র সন্ত্রাসী কর্তৃক এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণের কারণে ঘটনাস্থলে শহীন হন। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ রোয়াংছড়ি থানা শাখার সদস্য ছিলেন।

উল্লেখ্য ২০১০ সালের ৩ জুন সকাল ৮:১৫ ঘটিকায় রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার রাজস্থলী উপজেলা সদরে ইউপিডিএফ (প্রসিত গ্রুপ) এর ২০/২৫ জনের অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী ৪/৫ ভাগে বিভক্ত হয়ে একযোগে বাজারে অবস্থিত জেএসএস, যুব সমিতি ও পিসিপির অফিস, কর্মীদের আবাসস্থল, সরকারি রেস্ট হাউজে ৩৫ মিনিটব্যাপী গুলিবর্ষণ করে সশস্ত্র হামলা চালায়। এ সময় পিছন দিক হতে পিঠে গুলি লেগে সাংগঠনিক কাজে নিয়োজিত পিসিপি নেতা আনন্দ তঞ্চঙ্গ্যা (২২), পীং- গণেশ তঞ্চঙ্গ্যা, সাং- ওয়াগ্গাপাড়া, রোয়াংছড়ি উপজেলা ঘটনাস্থলে নিহত হন। তখন সন্ত্রাসীরা এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ করলে রান্নার কাজে ব্যস্ত জেএসএস সদস্য পলাশ চাকমা (৩২), পীং-সুমন চাকমা, সাং- হেডম্যান পাড়া, জীবতলী, রাঙ্গামাটি সদর উপজেলা হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতরভাবে আহত হন।

উক্ত ঘটনার আগের দিন ২ জুন ২০১০ রাত আনুমানিক ৮/৯ ঘটিকার সময় সেনাবাহিনীর সদস্য ও পুলিশ সদস্যরা রাজস্থলীতে সাংগঠনিক কাজে সফররত জেএসএস ও পিসিপির নেতাকর্মীদের বাড়ি ও অফিসে গিয়ে ব্যাপক তল্লাশি চালায়। জেএসএস ও পিসিপি সদস্যদের কাছ থেকে আপত্তিকর কোনো কিছু না পাওয়ায় তারা চলে যায়। তখন রাতে সেনা ও পুলিশের তল্লাশি ও পরদিন ভোর হওয়ার পরপরই জেএসএস ও পিসিপির নিরস্ত্র সদস্যদের উপর ইউপিডিএফ (প্রসিত গ্রুপ) এর সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের প্রকাশ্য দিবালোকে গুলিবর্ষণ-এই দুই ঘটনার মধ্যে যোগসূত্র রয়েছে বলে অনেকেই মনে করেন। এই হামলাস্থলের অত্যন্ত নিকটে রাজস্থলী থানা পুলিশের অবস্থান এবং মাত্র কয়েকগজ দূরত্বে রয়েছে সেনাক্যাম্প। অথচ সেনাবাহিনী বা পুলিশ কোনো সন্ত্রাসীকে গ্রেফতারও করেনি।

জানা যায়, সেই সময় ইউপিডিএফের সশস্ত্র সন্ত্রাসী হামলায় নেতৃত্ব দেয় কালাইয়া চাকমা চন্দন ওরফে ডায়মন্ড সাং-বন্দুকভাঙা ইউনিয়ন, রাঙ্গামাটি সদর উপজেলা, জীবন তঞ্চঙ্গ্যা, সাং- বালাঘাটা, বান্দরবান সদর উপজেলা, সুনীল তঞ্চঙ্গ্যা সাং- খাগড়াছড়ি পাড়া, রাজস্থলী, রতন তঞ্চঙ্গ্যা, সাং- ম্যাগাইন পাড়া, রাজস্থলী, চিনু মারমা, সাং- কাউখালী, ধর্মজয় তঞ্চঙ্গ্যা, সাং- ম্যাগাইন পাড়া, রাজস্থলী এবং রূপময় তঞ্চঙ্গ্যা, রাজস্থলী প্রমুখ।

চবিতে শহীদ ছাত্রনেতা আনন্দ তঞ্চঙ্গ্যার ১৫তম মৃত্যুবার্ষিকীতে স্মরণসভা ও মোমবাতি প্রজ্জ্বলন

গত ৩ জুন ২০২৫ খ্রিঃ সন্ধ্যা ৬:০০ ঘটিকায় শহীদ ছাত্রনেতা আনন্দ তঞ্চঙ্গ্যার ১৫তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধিজীবী চত্বরে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র

পরিষদ (পিসিপি), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ২নং গেইট শাখার উদ্যোগে এক স্মরণসভা ও মোমবাতি প্রজ্জ্বলন অনুষ্ঠিত হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ২নং গেইট শাখার সহ-সাধারণ সম্পাদক বিপুল চাকমার সঞ্চালনায় এবং সভাপতি অপূর্ব চাকমার সভাপতিত্বে স্মরণসভায় বক্তব্য রাখেন পিসিপি, চবি শাখার সাধারণ সম্পাদক সুমন চাকমা এবং এতে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন পিসিপি, ২নং গেইট শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক প্রেনঙি ম্রো। সভার শুরুতে শহীদ ছাত্রনেতা আনন্দ তঞ্চঙ্গ্যাসহ জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে যারা আত্মাহুতি দিয়েছেন তাদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

পেনঙি ম্রো তার স্বাগত বক্তব্যে বলেন, শাসকগোষ্ঠীর সৃষ্ট পাহাড়ে জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিবিরোধী ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীর হামলায় ছাত্রনেতা আনন্দ তঞ্চঙ্গ্যা শহীদ হন। পার্বত্য চট্টগ্রামে আমরা শাসকগোষ্ঠীর নানাধরনের জুম্ম স্বার্থবিরোধী ষড়যন্ত্র প্রতিনিয়ত দেখতে পাই। তারই অংশ হিসেবে চুক্তি পক্ষের ছাত্র-কর্মীদের নানা প্রক্সি দল দিয়ে হত্যা, হুমকি, অপহরণের মাধ্যমে চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনকে তারা স্তিমিত করে দিতে চায়। কিন্তু জুম্ম ছাত্র সমাজ সহজে থেমে যাওয়ার নয়, তারা বরাবরই শাসকগোষ্ঠীর এসব ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার এবং চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনের মাধ্যমে জুম্মদের অধিকার আদায়ের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত।

সুমন চাকমা বলেন, শহীদ ছাত্রনেতার আত্মবলিদান আমাদের জুম্ম ছাত্রসমাজকে যুগে যুগে অনুপ্রেরণা দিয়ে যাবে। জুম্ম জনগণের অধিকার আদায়ের সনদ পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনের বিপরীতে শাসকগোষ্ঠীর নানামুখী ষড়যন্ত্র প্রতিনিয়ত বেড়েই যাচ্ছে। যারা জুম্ম স্বার্থের বিরুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রামে নানা অপকর্ম, চুক্তিবিরোধী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে তাদের ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিহত করতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে অপূর্ব চাকমা বলেন, শাসকগোষ্ঠীর সৃষ্ট চুক্তিবিরোধী এই গোষ্ঠী শুধু আনন্দ তঞ্চঙ্গ্যা নয়, চুক্তি পরবর্তী সময়েও আমরা দেখতে পাই নিরস্ত্র সাবেক শান্তিবাহিনী সদস্যদেরও তারা হত্যা করার মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জাতীয় ঐক্যের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে।

কল্পনা অপহরণকারীদের দৃষ্টান্তমুলক শাস্তির দাবিতে বরকলে পিসিপি ও এইচডাব্লিউএফের আলোচনা সভা

গত ১২ জুন ২০২৫ কল্পনা চাকমা অপহরণকারী অভিযুক্ত লে: ফেরদৌস ও মো: নুরুল হক এর দৃষ্টান্তমুলক শাস্তির দাবিতে হিল উইমেন্স ফেডারেশন (এইচডাব্লিউএফ) ও পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি), বরকল থানা শাখার যৌথ উদ্যাগে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্যাম রতন চাকমা, সদস্য, পাবত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, রাঙ্গামাটি জেলা কমিটি, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মিন্টু চাকমা, সভাপতি, পাবর্ত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, বরকল থানা শাখা এবং যুব সমাজের প্রতিনিধি জিটেশ চাকমা ও পলু মারমা।

পিসিপি, বরকল থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক ইলেন চাকমার সঞ্চালনায় উক্ত সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন অনিতা চাকমা, সদস্য উইমেন্স ফেডারেশন বরকল থানা কমিটি এবং সভাপতিত্ব করেন সঞ্চিতা চাকমা, সভাপতি হিল উইমেন্স ফেডারেশন বরকল থানা কমিটি।

সভায় বক্তারা বলেন, ১৯৯৬ সালে ১২ জুন কল্পনা চাকমা অপহরণ ছাড়াও, তার অপহরণের প্রতিবাদ করতে গিয়ে ২৭ জুন আরও পাঁচ জনকে নির্মমভাবে হত্যা করে সেই লে: ফেরদৌস এর নেতৃত্বে আসা সেনাবাহিনী ও সেটেলাররা। বর্তমানে কল্পনা চাকমার অপহরণকারীরা সপরিবার নিয়ে বসবাস করে যাচ্ছে। যারা অপরাধী তাদের শাস্তি না দিয়ে কল্পনা চাকমার মতো হাজারো নারী নির্যাতনের শিকার হচ্ছে, তার সঠিক বিচার করতে পারেনি সরকার।

‘রাষ্ট্র পরিকল্পনামাফিক কল্পনা চাকমার মামলাকে থামিয়ে দিচ্ছে’– রাঙ্গামাটিতে আলোচনা সভায় ঊষাতন তালুকদার

গত ১২ জুন ২০২৫, সকাল ১০ ঘটিকায় ‘নারী নিপীড়নের বিচারহীনতা বন্ধ কর, কল্পনা চাকমা অপহরণের বিচার কর’ এ দাবিতে রাষ্ট্রীয় মদদে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেত্রী কল্পনা চাকমার অপহরণ ঘটনার ২৯ বছর উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম

মহিলা সমিতি ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন, রাঙ্গামাটির জেলা কমিটির উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মহিলা সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সভাপতি রিতা চাকমার সভাপতিত্বে ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক এলি চাকমার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ সভাপতি ঊষাতন তালুকদার। বিশেষ আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কল্পনা অপহরণ মামলার আইনজীবী এডভোকেট জুয়েল দেওয়ান ও এডভোকেট কক্সি তালুকদার। স্বাগত বক্তব্য রাখেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সহসভাপতি কবিতা চাকমা।

প্রধান আলোচক ঊষাতন তালুকদার বলেন, পুরুষ শাসিত সমাজের বাধা অতিক্রম করে কল্পনা হয়ে উঠেছিলেন এক প্রতিবাদী কণ্ঠ। রাষ্ট্র এই কণ্ঠকে ভয় পায়। কল্পনা চাকমার এ অপহরণের ঘটনা শুধু বাংলাদেশে নয়, পুরো বিশ্ব জানে। তারপরও ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত এবং বিচার করা যায়নি। এদেশে আইনের শাসন নেই। তাইতো রাষ্ট্র পরিকল্পনামাফিক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে কল্পনা চাকমার অপহরণের মামলাকে থামিয়ে দিচ্ছে। কল্পনা চাকমার অপহরণের ঘটনা নিয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রকাশ করা হলেও একটিও আলোর মুখ দেখতে পায়নি। এদেশে বিচারহীনতার সংস্কৃতি বরাবরই রয়ে গেছে। এ দেশের সরকার মেহনতি মানুষের জন্য নয়। তাইতো কল্পনা চাকমার অপহরণের ঘটনার কোনো বিচার হয়নি। কল্পনা চাকমা অপহরণের মামলার ন্যায়বিচারের জন্য সবাইকে সোচ্চার হতে হবে।

তিনি আরও বলেন, ফেসবুকে সঞ্চয়, সুহাসদের মত নীতিভ্রষ্ট ব্যক্তিদের বানানো রঞ্জিত কাহিনীতে বিভ্রান্ত না হয়ে সত্য-মিথ্যা যাচাই করে সত্যকে বেছে নিন। একসঙ্গে দুটি সত্য হতে পারে না। জনগণকে সত্যকে বেছে নিয়ে, সেই সত্যকে ধারণ করে এগিয়ে যেতে হবে। আর আমাদের চুক্তি বাস্তবায়নের সংগ্রামে জুম্ম জনগণকেই এগিয়ে আসতে হবে।

বিশেষ আলোচক এডভোকেট জুয়েল দেওয়ান বলেন, ২৯ বছর আগে ঠিক এই সময়ে আমরা হারিয়েছি কল্পনাকে, সে সময়ে তার বড় ভাই বাঘাইছড়ি থানায় যখন মামলা করতে যান তখন সে মামলাটি নিতে চাইনি তখনকার অফিসার। এটি কত বড় মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা যারা আইন নিয়ে কাজ করে তারা প্রত্যেকে জেনে থাকবে।

তিনি আরও বলেন, ২৯ বছরে নানা ষড়যন্ত্র করা হয়েছে অপহরণ বিষয়টি নিয়ে। মনতোষ, সমর বিজয়দের যে আত্মত্যাগ সেটা এই অপহরণকে ঘিরেই। তখন রাষ্ট পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, কল্পনা চাকমা ভারতে আছেন। এটি ঘোলা পানিতে মাছ ধরার মতো মন্তব্য। রাষ্ট্র জানে, কল্পনা হারিয়ে যাওয়ার পেছনে কারা দায়ী। সেজন্য ঘটনাটি ঢামাচাপা দিতে তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে এখনো। তিনি বলেন, কল্পনা চাকমার সুষ্ঠু বিচার না হওয়া পর্যন্ত আমরা থেমে থাকবো না।

বিশেষ আলোচক এডভোকেট কক্সি তালুকদার বলেন, আজ ২৯ বছরে এসে কল্পনা চাকমার অপহরণ ঘটনার যথাযথ বিচার না হওয়া পার্বত্য চট্টগ্রামে বিচারিক প্রক্রিয়ায় একটি হতাশার দিক ফুটে উঠে। অপহরণ মামলাটি ২৮ বছরে এসে আদালত মামলাটি খারিজ করে। তবে আমরা চুপ থাকবো না, এই অন্যায়ের বিপক্ষে লড়াই চালিয়ে যাবো।

উক্ত আলোচনা সভা ছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন একটি যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করে।

উক্ত বিবৃতিতে মামলার সর্বশেষ অবস্থা বিষয়ে বলা হয়, 'গত বছরের ২৩ এপ্রিল ২০২৪ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ফাতেমা বেগম মুক্তার বাদী কালিন্দী কুমার চাকমার নারাজী আবেদন খারিজ করে ২০১৮ সালে তৎকালীন জেলা পুলিশ সুপার দ্বিতীয় দফায় তদন্ত শেষে আদালতে যে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছিলেন সেটিই বহাল রাখে। বাদীপক্ষ ২০২৪ সালের ৮ জুলাই কল্পনা চাকমা অপহরণ মামলাটি পুনর্বিবেচনা বা রিভিশনের জন্য রাঙামাটি জেলা ও দায়রা জজ আদালতে আবেদন করে। আদালত আবেদনটি গ্রহণ করে গত বছরের ১৭ নভেম্বর শুনানির তারিখ ধার্য করলেও শুনানি অনুষ্ঠিত হয়নি যা সময় ক্ষেপণ করে বিচারিক প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত করার মনোভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে।'

বাঘাইছড়িতে তিন সংগঠনের উদ্যোগে কল্পনা অপহরণের ২৯ বছর উপলক্ষে আলোচনা সভা

রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়িতে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের বাঘাইছড়ি থানা কমিটি, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের বাঘাইছড়ি থানা শাখা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির বাঘাইছড়ি থানা কমিটির যৌথ উদ্যোগে সাবেক হিল

উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক কল্পনা চাকমা অপহরণের ২৯ বছর উপলক্ষে 'জুম্ম নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত কল্পে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়ন করা, অপহরণ ঘটনায় অভিযুক্ত লে: ফেরদৌস, মো: সালেহ ও মো: নুরুল হক এর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে' এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ১২ জুন ২০২৫, সকাল ১০:৩০ ঘটিকার সময়ে বাঘাইছড়ি উপজেলার ৩০নং সারোয়াতুলি ইউনিয়নের শিজক কলেজের মিলনায়তনে আলোচনা সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।

পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের বাঘাইছড়ি থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক উদ্দীপন চাকমার সঞ্চালনায় এবং মহিলা সমিতির বাঘাইছড়ি থানা কমিটির সভাপতি মিসেস লক্ষীমালা চাকমার সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির (জেএসএস) বাঘাইছড়ি থানা কমিটির সভাপতি পুলকজ্যোতি চাকমা। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেএসএস বাঘাইছড়ি থানা আহ্বায়ক কমিটির সাবেক সদস্য সচিব নয়নজ্যোতি চাকমা, মহিলা সমিতির বাঘাইছড়ি থানা কমিটির সদস্য মিসেস সমাপ্তি দেওয়ান, বাঘাইছড়ি থানা যুব সমিতির তথ্য ও প্রচার বিষয়ক সম্পাদক নিহার বিন্দু চাকমা এবং ৩০ নং সারোয়াতুলি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ভূপতিরঞ্জন চাকমা।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে পুলকজ্যোতি চাকমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে বিজাতীয় শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক ধারাবাহিকভাবে জুম্ম নারীর উপর সহিংসতার অন্যতম ন্যাক্কারজনক, কাপুরুষোচিত ও ঘৃণ্য উদাহরণ হচ্ছে বাঘাইছড়ি উপজেলার ৩২ নং বাঘাইছড়ি ইউনিয়নের নিউ লাল্যেঘোনা গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে রাতের আঁধারে তৎকালীন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক কল্পনা চাকমাকে অপহরণ ও দীর্ঘ ২৯ বৎসরেও তার খোঁজ দিতে না পাড়া এবং অপহরণ ঘটনায় চিহ্নিত অপরাধী লে: ফেরদৌস গংদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে ব্যর্থ হওয়া। একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্য এর চেয়ে লজ্জাজনক আর উদ্বেগের কিছুই হতে পারে না।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বাঘাইছড়ি থানা যুব সমিতির নিহার বিন্দু চাকমা বলেন, দেশের সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠী কর্তৃক নিপীড়ন-বৈষম্যের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে আজ আমাদের জুম্ম জাতীয় অস্তিত্ব বিলুপ্তপ্রায়। আমরা কোনো অবস্থাতেই আমাদের জাতীয় অস্তিত্বকে চোখের সামনে এভাবে ধ্বংস হতে দিতে পারি না। আমাদের জুম্ম তরুণ-যুবদের অতি অবশ্যই সেই সত্তর-আশি দশকের ন্যায় আবারও শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে দুর্বার-কঠিন প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বৃহত্তর আন্দোলনে অধিকতরভাবে সামিল হতে হবে।

বিশেষ অতিথি ৩০নং সারোয়াতলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ভুপতি রঞ্জন চাকমা বলেন, কল্পনা চাকমা খুব ভালো সংগঠক ছিলেন। তাঁর কথাবার্তা এবং বক্তব্য দিয়ে তিনি খুব সহজে নারীদের সংগঠিত করতে পারতেন। তৎকালীন সময়ে কল্পনা চাকমা অপহৃত হওয়ার পরপরই আমরা বাঘাইছড়িতে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ করি। এতে আরও সমর বিজয়-সুকেশ-মনতোষ-রুপমকে আমরা চিরদিনের জন্য হারিয়ে ফেলি।

স্বাগত বক্তব্যে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের বাঘাইছড়ি থানা কমিটির সাধারণ সম্পাদক শিউলি চাকমা বলেন, রাষ্ট্রকে অবশ্যই কল্পনা চাকমা অপহরণে জড়িত লে: ফেরদৌস, মো: সালেহ আহমেদ এবং মো: নুরুল হকদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হবে এবং তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। বহিরাগত সেটেলার ও শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক পাহাড়ে নারী নিপীড়ন, অপহরণ, ধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যার সকল ঘটনার জবাবদিহি করতে হবে।

পাহাড়ে নারীর নিরাপত্তার জন্য পার্বত্য চুক্তির বাস্তবায়ন জরুরি: চট্টগ্রামে কল্পনা চাকমা অপহরণ দিবসে বক্তারা

গত ১২ জুন ২০২৫ নিম্ন আদালতে কল্পনা অপহরণ মামলা খারিজের প্রতিবাদে এবং অপহরণ ঘটনায় অভিযুক্ত লে.

ফেরদৌস, মো: সালেহ আহম্মেদ, মো: নুরুল হক এর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে চট্টগ্রাম নগরের চেরাগি মোড়ে বিকাল ৪ ঘটিকায় এক বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম মহানগর শাখা, হিল উইমেন্স ফেডারেশন, পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরাম, আদিবাসী মহিলা ফোরামের যৌথ উদ্যোগে সমাবেশটি অনুষ্ঠিত হয়।

পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার স্কুল ও পাঠাগার সম্পাদক অপূর্ব চাকমার সঞ্চালনায় এবং পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক সুজন চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি অন্বেষ চাকমা, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, চট্টগ্রাম জেলা সংসদের সভাপতি টিকলু দে, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক উলিসিং মারমা, পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের সহ-সাধারণ সম্পাদক প্রসেনজিৎ চাকমা, আদিবাসী মহিলা ফোরাম, চট্টগ্রাম অঞ্চলের সভাপতি চিজিপুদি চাকমা প্রমুখ।

সমাবেশে কল্পনা চাকমার ২৯তম অপহরণ দিবসে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের যৌথ বিবৃতি পাঠ করেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সদস্য আবৃত্তি দেওয়ান এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক আশুতোষ তঞ্চঙ্গ্যা।

অন্বেষ চাকমা বলেন, আমরা যারা ন্যায্য অধিকারের দাবিতে কথা বলছি তাদেরকে দেশদ্রোহী, বিচ্ছিন্নতাবাদী তকমা দেওয়া হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় বাহিনী কর্তৃক হুমকি, মামলা, গুম-অপহরণের শিকার হতে হয়। তরুণ সমাজকে কল্পনা চাকমার প্রতিবাদী আদর্শকে ধারণ করে জুম্মদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনে সামিল হতে হবে।

টিকলু দে বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তীতে দেশের আদিবাসী সমাজও আশা করেছিল সংবিধানে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা হবে। কিন্তু স্বাধীন দেশের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমান আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি না দিয়ে বাঙালি হবার কথা বলেন। আজকের দিনেও কল্পনা চাকমা অপহরণকারীদের যেখানে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার কথা সেখানে রাষ্ট্র দোষীদের চাকরির পদোন্নতি দিয়েছে।

উলিসিং মারমা বলেন, পাহাড়ের জনগণ যখন নিজ অধিকার-স্বাধিকারের কথা তুলে তখন তার কণ্ঠকে রোধ করার চেষ্টা করে এই রাষ্ট্রযন্ত্র। পাহাড়ে এই বিচারহীনতার মূল কারণ পাহাড়ের জুম্ম জনগণের রাজনৈতিক অধিকার না থাকা। কল্পনা চাকমা অপহরণের আজ ২৯ বছরেও বিচার না হওয়া এবং চিংমা খিয়াং এর মৃত্যুর মামলার এখনো সুষ্ঠু বিচার না হওয়া এই বিচারহীনতার জ্বলন্ত উদাহরণ।

প্রসেনজিৎ চাকমা বলেন, পাহাড়ে যদি সত্যিকারের আইনের শাসন থাকতো তাহলে আমাদের কল্পনাকে হারাতে হতো না। কল্পনার মতো তরুণ নারী সমাজকে আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে অধিকতরভাবে সামিল হতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্মদের এই দূরাবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য চুক্তি যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন জরুরি।

চিজিপুদি চাকমা বলেন, জুম্ম নারীদের নিত্যদিনে চলার পথে হয়রানি, যৌন নিপীড়নের শিকার হতে হয়। রাষ্ট্রের আদিবাসীদের প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার কারণে আজ জুম্ম নারী সমাজের নিরাপত্তার সংকটে পড়তে হচ্ছে।

স্বাগত বক্তব্যে আশুতোষ তঞ্চঙ্গ্যা বলেন, পাহাড়ের একজন অগ্নিকন্যা কল্পনা চাকমা। তাকে অপহরণ করে শাসকগোষ্ঠী প্রমাণ করেছে তারা আদিবাসীবান্ধব নয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের ওপর ঐতিহাসিকভাবে এই রাষ্ট্রযন্ত্র দমন-নিপীড়ন চালিয়ে আসছে। আদিবাসীদের ওপর শাসকগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি যতদিন পরিবর্তন হবে না আমাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণও থামবে না।

সভাপতির বক্তব্যে সুজন চাকমা বলেন, রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়ন নীতিকে উপেক্ষা করে তরুণ নারী নেত্রী কল্পনা চাকমা এক সত্যিকারের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ছিলেন। তার প্রতিবাদী চেতনাকে রুখে দিতে শাসকগোষ্ঠী শেষ পর্যন্ত তাকে অপহরণ করে যার বিচার আমরা দীর্ঘ ২৯ বছরেও পাইনি। পাহাড়ের সমস্যার সমাধানে সরকারকে অস্থায়ী সেনাক্যাম্প অতিদ্রুত প্রত্যাহারপূর্বক পার্বত্য চুক্তির দ্রুত ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করতে হবে। আর এজন্য কঠোর সংগ্রামে তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে আসতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আয়োজিত সমাবেশের সমাপ্তি ঘটে। সমাবেশ পরবর্তীতে এক বিক্ষোভ মিছিল হয়। মিছিলটি চেরাগি মোড় হতে প্রেস ক্লাব ভবন ঘুরে আবারও চেরাগি মোড়ে এসে শেষ হয়।

চবিতে পিসিপির উদ্যোগে শহীদ ছাত্রনেতা মংচসিং মারমা স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৫ অনুষ্ঠিত

গত ১৫ জুন ২০২৫ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে 'শহীদ ছাত্রনেতা মংচসিং মারমা স্মৃতি ফুটবল টুনার্মেন্ট ২০২৫'-এর উদ্বোধন হয়েছে বলে জানা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে বিকাল ৪ ঘটিকায় টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি অন্বেষ চাকমা, সাধারণ সম্পাদক সুমন চাকমা, টুনার্মেন্ট পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক উচিংক্য চাকমা ও পরিচালনা কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। অনুষ্ঠানের শুরুতে শহীদ ছাত্রনেতা মংচসিং মারমাসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সকল শহীদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

অন্বেষ চাকমা বলেন, 'জুম্ম জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে সহস্র শহীদদের মধ্যে একজন হলেন ছাত্রনেতা মংচসিং মারমা। তিনি চুক্তিবিরোধী ইউপিডিএফ ঘাতকদের সন্ত্রাসী হামলায় শহীদ হন। তার স্মরণে প্রতিবছর ক্যাম্পাসে পিসিপি'র উদ্যোগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়রত আদিবাসী শিক্ষার্থীদের মধ্যেকার ভ্রাতৃত্ববন্ধন ও ঐক্য সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে এই টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হয়। ছাত্রনেতা মংচসিং মারমা একজন প্রতিবাদী চেতনার নাম। তিনি জুম্মদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে যুগে যুগে জুম্ম তরুণ সমাজের কাছে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।'

উল্লেখ্য যে, ২০১২ সালের ২০ মে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর সমাবেশে যোগদান শেষে ফেরার পথে রাঙ্গামাটির কল্যাণপুরস্থ পেট্রোল পাম্পে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের কর্তৃক গ্রেনেড হামলায় ছাত্রনেতা মংচসিং মারমাসহ কাপ্তাই সুইডিশ ইনস্টিটিউটে অধ্যয়নরত অনেক শিক্ষার্থী আহত হন। মংচসিং মারমাকে মারাত্মক আহত অবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিকেল হাসপাতালে ভর্তি করানোর দুইদিন পরে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর স্মৃতির স্মরণে ২০১২ সাল থেকে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন করে আসছে। আজকের উদ্বোধনী ম্যাচের মধ্য দিয়ে চবিতে শহীদ ছাত্রনেতা মংচসিং মারমা স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের ১২তম আসর অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

উদ্বোধনী ম্যাচে প্রতিদ্বন্দ্বী দল হিসেবে ছিল ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের আদিবাসী শিক্ষার্থীদের টিম হিল ফোর্স এবং ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের টিম তাজিংডং। খেলায় দুই দলেরই ২-২ গোলে ফলাফল ড্র হয় এবং ম্যান অব দ্য ম্যাচ হিসেবে নির্বাচিত হন হিল ফোর্সের ফুংলিয়ান ক্যাপ বম।

পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা হচ্ছে সামরিক-বেসামরিক আমলা ও সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী- ঢাকায় আলোচনা সভায় ঊষাতন তালুকদার

গত ২০ জুন ২০২৫ শুক্রবার, ঢাকার ধানমন্ডির উইমেন্স ভলান্টারী এসোসিয়েশন মিলনায়তনে (ডব্লিউভিএ) 'সাম্প্রতিক পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতি ও পার্বত্য চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নে করণীয় শীর্ষক' এক আলোচনা সভার আয়োজন করে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম।

বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের তথ্য ও প্রচার সম্পাদক হিরন মিত্র চাকমার সঞ্চালনায় উক্ত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সহ সভাপতি অজয় এ মৃ। আলোচনা সভায় নির্ধারিত বিষয়বস্তুর উপর প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অদিবাসী অধিকারকর্মী সতেজ চাকমা।

প্রধান আলোচক হিসেবে ঊষাতন তালুকদার বলেন, বাংলাদেশের সরকারের পক্ষে পার্বত্য চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের সকল স্টেকহোল্ডারদের সম্মতি ছিল তাই বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও অবশ্যই আমাদের সকলের সম্মতি প্রয়োজন হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে আমরা দেখি, সেগুলো হলো সামরিক ও বেসামরিক আমলা ও সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী। অনেক ত্যাগ তিতিক্ষার বিনিময়ে পাওয়া চুক্তি বাস্তবায়নের পরিবর্তে পাহাড়ের মানুষ প্রতারিত হয়েছে। এই সরকার আদিবাসীদের প্রতি এই নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা জারি রেখেছে।

তিনি বলেন, সম্প্রতি চিংমা খিয়াং সহ এইদেশে আদিবাসী নারীদের উপর সংঘটিত সহিংসতার একটিরও সুষ্ঠু বিচার পায়নি আদিবাসী জনগণ। আইন, সমাজ থেকে শুরু করে ধর্মতেও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী হস্তক্ষেপ করা শুরু করেছে। বর্তমানে মায়ানমার সম্পর্কে সরকারের যে সিদ্ধান্ত তা ঠিক

হচ্ছে না। যেখানে নিজের রাষ্ট্রের মধ্যেই এত মানবিক বিপর্যস্ততা বিরাজমান, তার দিকে সরকারের খেয়াল নেই।

তিনি আরো বলেন, আমিও বিশ্বাস করি যে এই দেশের অবস্থা বদলাবে। কিন্তু আমার প্রশ্ন- এই দেশটি বদলাতে বদলাতে আদিবাসীরা এই দেশে থাকবে কিনা? এই রাষ্ট্র তাঁদেরকে থাকতে দিবে কিনা! সরকার দেখায়, এখানে পার্বত্য চুক্তি হয়েছে। আদিবাসীরা সুখে আছে। একটি কথা আছে, লাঠি দিয়ে আঘাত করলে দেখা যায়, কিন্তু বস্তা দিয়ে ঢলা দিলে তা দেখা যায় না। এখন ধর্মীয় বিষয়েও করছে।

সমতলে কয়েকবার জরুরি অবস্থা জারি করার পর আপনারা এখানকার পরিস্থিতি দেখেছেন। কিন্তু সেই অনেক আগে থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে জরুরি অবস্থা চালু রয়েছে। এইদেশে একপ্রকার বিচারহীনতার অপসংস্কৃতি চলমান রয়েছে। পাহাড়ের ও সমতলের আদিবাসীদের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গেছে। তিনি বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করে বাংলাদেশের আদিবাসী সমাজ এই দেশে ভালোভাবে বসবাস করতে চায় বলে উল্লেখ করেন। তিনি আদিবাসীদেরকে যাতে অন্য পথে ধাবিত হতে বাধ্য করা না হয় সরকারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, এইদেশে মিডিয়ার উপর হস্তক্ষেপ করার কর্তৃপক্ষ আছে। বাংলাদেশে আদিবাসী নেই এইটি আন্তর্জাতিক মহলে প্রচার করতে পারলেই প্রত্যেক সরকারের লাভ হয়। বাংলাদেশের আদিবাসীদের অধিকারের স্বীকৃতি না দেওয়ার ক্ষেত্রে একধরনের ঐকমত্য আছে যে, এই দেশে আদিবাসী নেই সেটি প্রচার করতে হবে। আদিবাসীদেরকে নিম্নতর পর্যায়ে ফেলে দেওয়ার জন্য এখানে শাসনতন্ত্রে এক ধরনের ঐক্যমত্য রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, গণঅভ্যুত্থানের পর অনেকগুলো সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। সম্ভাবনার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন খাতে সংস্কার নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পিছনে যারা সবচেয়ে শক্তিশালী পিলার হিসেবে কাজ করছে তারা আদিবাসী বিষয়টি মানতে পারেন না। বাস্তবে পার্বত্য চট্টগ্রামে এক ধরনের শাসনব্যবস্থা বিদ্যমান। সেটি হচ্ছে সেনাশাসনব্যবস্থা। আপনারা আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা শাসনব্যবস্থা না চাইলেও এইটাই বাস্তব যে সেখানে সেনাশাসন ব্যবস্থাই থাকবে। বাংলাদেশে সেনাবাহিনী জাতিসংঘের মিশনের মাধ্যমে অন্যদেশে যদি শান্তি স্থাপনের জন্য কাজ করতে পারেন, তাহলে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে কেন শান্তি প্রতিষ্ঠা করছে না! সেখানে কেন সেনাশাসন এখনও বিদ্যমান রেখেছে!

শামসুল হুদা বলেন, ২৪ গণঅভ্যুত্থানের পরের বাংলাদেশ ও আগের বাংলাদেশ এক না। এখানে অনেক কিছুর পরিবর্তন হয়েছে। আমি আশা করি, আদিবাসীদের জন্য আমাদের যে লড়াই তা বৃথা যাবে না। আমরা সবসময় একটি যুদ্ধের পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। আমি গণঅভ্যুত্থানে যে আশাবাদগুলো দেখেছি তা এখন অনেক দূরে সরে যাচ্ছে। আপাতত দৃষ্টিতে দেখলে এইটি মনে হবে যে, আদিবাসীদের সঙ্গে প্রতারণা করা হচ্ছে, কিন্তু আসলে শাসকগোষ্ঠী প্রতারণাটি নিজেদের সাথেই করছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে যদি সীমাবদ্ধতা থেকে থাকে, তাহলে আমরা সেগুলো নিয়ে পুনরায় আলোচনা করব। আমরা ভেবেছিলাম এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার আদিবাসীদের সমস্যাগুলোকে আদিবাসীদের লেন্স দিয়ে দেখবেন। কিন্তু তা হয়ে উঠেনি। আমরা যদি তাঁদের লেন্স দিয়ে দেখি তাহলে তারা এই সরকারের আমলেও কিছুই পায়নি। বরঞ্চ তাঁরা নিপীড়ন ও শোষণ-বঞ্চনার শিকার হচ্ছে।

রুহিন হোসেন প্রিন্স বলেন, ৩৩ বছর আগে লোগাং গণহত্যার প্রতিবাদ মিছিল ও সমাবেশে তরুণদের যে টগবগের চোখ আমি দেখেছি, সেই দ্রোহভরা চোখ আমি এখনকার সকল আদিবাসী

তরুণদের চোখে দেখি। বাংলাদেশের আদিবাসীদের সমস্যাকে লাঘব করার জন্য আমরা মনে করি তা রাজনৈতিকভাবে সমাধান করতে হবে। কিন্তু যারা ক্ষমতায় থাকেন তারা সেটা মনে করে কিনা এইটাই আসল কথা।

তিনি আরও বলেন, ড. ইউনূস পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে আগামীর শাসকদের জন্য রাখতে চান, কিন্তু রাখাইনের মানবিক করিডোর করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। এই সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পুরাপুরি বাস্তবায়ন করতে না পারেন, অন্তত সেই বিষয়ে একটি পদক্ষেপ নেন। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম এখন ভূরাজনীতির জায়গায় একটি বিশেষ অঞ্চল। সেখানকার অবস্থা ভালো না থাকলে, পুরো বাংলাদেশও ভালো থাকবে না।

সঞ্জীব দ্রং বলেন, আমি যখন প্রথম আলোতে কলাম লেখতাম তাতে আমি লিখতাম, 'একটা দেশ কতটা মানবিক, গণতান্ত্রিক সেটা বুঝতে হলে একজন আদিবাসী মানুষকে, চা বাগানের শ্রমিকদের জিজ্ঞেস করতে হবে। একটি দেশে পিছিয়ে পড়া মানুষরা যদি ভালো থাকে, তাহলেই বুঝবেন দেশের সকল মানুষ ভালো আছে।' ছয়টি সংস্কার কমিশনে অন্তত আদিবাসীদের কথাগুলো এসেছে। আমি আশা রাখব, আগামীতে যে সরকার আসবে তারাও যাতে আদিবাসীদেরকে মনে রাখে। রাষ্ট্র এখন অনেক শক্তিশালী হয়ে যাচ্ছে। রাষ্ট্র যখন দানবের মত আচরণ করে তখন সেখানকার নাগরিকদের যাওয়ার মতো কোনো জায়গা থাকে না। বাংলাদেশও আদিবাসীদের জন্য ঠিক তাই। বর্তমানে যারা নতুন স্বপ্নের কথা বলেন, তাদেরকে অবশ্যই এই দেশের আদিবাসীসহ সকল প্রান্তিক মানুষদের মানবাধিকারের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

ড. খায়রুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাটি হচ্ছে শাসন প্রণালীর সমস্যা। ২৪ এর গণঅভ্যুত্থানের পর গঠিত বর্তমান সরকারের বিভিন্ন কমিশনের রিপোর্টের মাধ্যমে যে বিষয়টা উঠে এসেছে সেটা হচ্ছে বাংলাদেশে অনেকদিন ধরে স্বৈরতন্ত্রের উপস্থিতি। পার্বত্য চট্টগ্রামে যে ইনার লাইন রেগুলেশন ছিল সেটা ১৯৫৬ সালে পাকিস্তান সরকার বন্ধ করে দেয়। তারপর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে কাপ্তাই বাঁধ স্থাপনের মাধ্যমে সেখানকার জুম্ম আদিবাসীদের সুখকে হরণ করার মধ্য দিয়ে এখনও পুরো পার্বত্য চট্টগ্রাম জুরে একটি নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা চালু রেখেছে এই রাষ্ট্র। বাংলাদেশে কয়েকটি রাজনৈতিক দল ছাড়া অনেক দলই পার্বত্য চুক্তি ও আদিবাসীদের অধিকার বিষয়ে সচেতন না।

স্বাগত বক্তব্যে ডা. গজেন্দ্রনাথ মাহাতো বলেন, ১৯৭৬-১৯৯৭ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ফসল পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি। কিন্তু বর্তমানে সেই চুক্তিকে ভুলিয়ে দিতে চায় এই রাষ্ট্র। পার্বত্য চট্টগ্রামকে সেনাশাসনের হাতে না রেখে সিভিল প্রশাসনের হাতে তুলে দিতে হবে। আমাদেরকে আদিবাসী হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে হবে। কল্পনা চাকমার অপহরণকারীদেরকে যথাযথ শাস্তির আওতায় আনতে হবে। বর্তমানে গুম, খুন সম্পর্কীয় যে কমিশন করা হয়েছে সেই কমিশনের কোনো কাজ আমরা দেখতে পাচ্ছি না। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে গঠিত সরকারও জনগণের সরকার হয়ে উঠতে পারছে না। পরিশেষে, তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণাঙ্গ ও যথাযথ বাস্তবায়নের জোর দাবি জানান।

সভাপতির বক্তব্যে অজয় এ মৃ বলেন, আদিবাসী অধিকার আন্দোলনের সাথে আদিবাসীবান্ধব অনেক মেইনস্ট্রিমের মানুষ আছে বিধায় আমাদের অধিকারের আন্দোলনগুলো এখনও অনেক জোরালো হয়। তিনি তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে ভবিষ্যতে আন্দোলনে আরও জোরালোভাবে সাথে থাকার জন্য প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে আদিবাসীদের বিষয়ে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক হওয়ার আহ্বান জানিয়ে আলোচনা সভাটি সমাপ্ত করেন।

পিসিপির রাজদ্বীপ আঞ্চলিক শাখার ৫ম কাউন্সিল অনুষ্ঠিত

'সকল প্রকার বিভেদ প্রতিহত করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে বৃহত্তর আন্দোলনে জুম্ম ছাত্র সমাজ অধিকতর সামিল হউন' আহ্বানে গত ২০ জুন ২০২৫ রাঙ্গামাটি সদরে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) এর রাজদ্বীপ আঞ্চলিক শাখার ৫ম কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি রাঙ্গামাটি শহর কমিটির সভাপতি দেবমোহন চাকমা, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজদ্বীপ এলাকার কার্বারী ভাগ্যচন্দ্র চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক সুনীতি বিকাশ চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশন রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির তথ্য প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক কাঞ্চনমালা চাকমা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ রাঙ্গামাটি শহর শাখার সভাপতি সুরেশ চাকমা।

আলোচনা সভার শুরুতে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে আত্মবলিদানকারী বীরদের স্মরণে এক মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা হয়।

সভায় প্রধান অতিথি দেবমোহন চাকমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃত সমস্যাটি কী, সেটি আগে ছাত্রসমাজকে সঠিকভাবে বুঝতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামে কয়েক কিলোমিটার পর পর সেনাবাহিনীর চেকপোস্ট রয়েছে। এটি কি প্রমাণ করে না যে এখানে এক ধরনের অঘোষিত সেনাশাসন চলছে? আজ পার্বত্য চট্টগ্রামে যে জটিল পরিস্থিতি বিরাজ করছে, তা থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায় হলো চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন। বর্তমান প্রজন্মকে এই বাস্তবতা উপলব্ধি করতে হবে এবং ছাত্রসমাজকে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে।

সভায় বক্তারা আরও বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার মধ্যে অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো ভূমি সমস্যা এবং সেনাশাসন। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়নই হতে পারে এ প্রধান দুটি সমস্যার অন্যতম উপায়। জুলাই অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেশের সমতল অঞ্চলে বাস্তবায়িত হলেও আদিবাসী তথা পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত জুম্মদের বেলায় তা আমরা দেখতে পাই না। এই অঞ্চলে শুধুমাত্র শাসকের পতন হয়েছে কিন্তু শাসনকাঠামো ঠিক আগের মতোই রয়েছে।

পিসিপির রাজদ্বীপ আঞ্চলিক শাখার বিদায়ী কমিটির তথ্য প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আর্য্য চাকমার সঞ্চালনায় উক্ত কাউন্সিলে বিদায়ী কমিটির সাধারণ সম্পাদক রতনময় চাকমার সভাপতিত্ব করেন এবং স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন পিসিপি রাজদ্বীপ আঞ্চলিক শাখার বিদায়ী অর্থ সম্পাদক প্রফিট চাকমা।

কাউন্সিলে রতনময় চাকমাকে সভাপতি, নেপোলিয়ন চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক এবং আর্য্য চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট রাজদ্বীপ আঞ্চলিক শাখা কমিটি গঠন করা হয়। নবগঠিত কমিটিকে শপথবাক্য পাঠ করান পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, রাঙ্গামাটি জেলা শাখার দপ্তর সম্পাদক মামুনি চাকমা।

চবিতে পিসিপির উদ্যোগে শহীদ ছাত্রনেতা মংচসিং মারমা স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের সমাপনী অনুষ্ঠান সম্পন্ন

গত ২৬ জুন ২০২৫ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে শহীদ ছাত্রনেতা মংচসিং মারমা স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক জুয়েল চাকমা। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুপ্রিয় তঞ্চঙ্গ্যা, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের চবি সংসদের সাধারণ সম্পাদক ইফাজ উদ্দীন আহমেদ ইমু, রঁদেভু শিল্পীগোষ্ঠীর সহ-সভাপতি ভূবন চাকমা, ত্রিপুরা স্টুডেন্টস ফোরাম, চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সভাপতি ধন রঞ্জন ত্রিপুরা, বাংলাদেশ মারমা স্টুডেন্টস কাউন্সিল, চবি কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শৈমং সাইন মারমা। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন টুর্নামেন্ট আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক উচিংক্য চাকমা।

উল্লেখ্য, ২০১২ সালে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে ফেরার পথে বাসের জন্য অপেক্ষারত অবস্থায় রাঙ্গামাটির কল্যাণপুরস্থ পেট্রোল পাম্পের সামনে চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ কর্তৃক গ্রেনেড হামলায় সুইডিশ পলিটেকনিকের ছাত্র মংচসিং মারমাসহ অপরাপর ছাত্ররা গুরুতরভাবে আহত হয়। পরদিন চমেক হাসপাতালে মংচসিং মারমা মৃত্যুবরণ করেন। নিভে যায় সম্ভাবনাময় এক তরুণের জীবন প্রদীপ। পঙ্গুত্ব বরণ করেন আরও অনেকে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জুয়েল চাকমা বলেন, শাসকগোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রামের ছাত্র নেতৃত্বকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদে নানা উপায়ে হীন ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে। এরকমই এক হীন ষড়যন্ত্রের স্বীকার হয়ে জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী, চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফের ছোঁড়া গ্রেনেডে গুরুতর আহত ও পরে নিহত হন ছাত্রনেতা মংচসিং মারমা।

তিনি বলেন, জুম্ম জনগণের আন্দোলন সংগ্রামের অগ্রভাগে থেকে জনসংহতি সমিতি আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে এসেছে ও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আজকে সেই জনসংহতি সমিতিকে নিয়ে চুক্তি বিরোধী গোষ্ঠী ও শাসকগোষ্ঠী নানা উপায়ে দেশে ও বিদেশে অপপ্রচার করে যাচ্ছে এবং জুম্ম জনগণের আন্দোলনকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। তারা ছাত্র

সমাজের আবেগকে পুঁজি করে রাজনৈতিক ফায়দা লুটে নেয়ার চেষ্টা করছে।

পিসিপির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সুপ্রিয় তঞ্চঙ্গ্যা বলেন, ছাত্রনেতা মংচসিং মারমা ২০১২ সালে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের গ্রেনেড হামলায় শহীদ হন। চুক্তি পরবর্তী সময়ে চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনকে ধ্বংস করতে চুক্তি পক্ষকে ধ্বংস করতে শাসকগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় চুক্তি বিরোধী গোষ্ঠী এভাবেই নানা হীন কর্মকাণ্ড চালায়। সাম্প্রতিক সময়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ শিক্ষার্থী অপহরণের ঘটনা ঘটার পরও আমরা দেখতে পাই, ইউপিডিএফ কাদের জন্য কাজ করে। জুম্ম ছাত্র সমাজকে তাই উপলব্ধি করতে হবে এবং চুক্তি বাস্তবায়নের বৃহত্তর আন্দোলনে এগিয়ে আসতে হবে।

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন চবি সংসদের সাধারণ সম্পাদক ইফাজ উদ্দীন আহমেদ ইমু বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সমতলের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ওপর রাষ্ট্রযন্ত্র শোষণ নিপীড়ন জারি রেখেছে। আদিবাসী জনগণকে নিশ্চিহ্ন করতে রাষ্ট্রযন্ত্রের এই সকল কার্যক্রমকে রুখে দিতে আদিবাসী সচেতন ছাত্র সমাজকেই এগিয়ে আসতে হবে।

রঁদেভু শিল্পীগোষ্ঠীর সহ-সভাপতি ভূবন চাকমা বলেন, শহীদ ছাত্রনেতা মংচসিং মারমা স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট আমাদের শেকড় নিয়ে, পাহাড় নিয়ে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে। মংচসিং মারমা জুম্ম জনগণের অধিকারের জন্য লড়তে গিয়ে জীবন দিয়ে আমাদের সেই প্রেরণা দিয়েছেন যে প্রেরণা প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সমাজের জন্য বেড়ে উঠতে উৎসাহ যোগায়।

ত্রিপুরা স্টুডেন্টস ফোরাম, চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সভাপতি ধন রঞ্জন ত্রিপুরা বলেন, শহীদ ছাত্রনেতা মংচসিং মারমা স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট চবি'র আদিবাসী শিক্ষার্থীদের একটি মিলনক্ষেত্র। আদিবাসী শিক্ষার্থীদের মধ্যকার বন্ধন সুদৃঢ়করণের লক্ষ্যে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার এই আয়োজন প্রশংসার দাবিদার। পিসিপির এমন উদ্যোগ অব্যাহত থাকুক।

বাংলাদেশ মারমা স্টুডেন্টস কাউন্সিল, চবি কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শৈমং সাইন মারমা বলেন, শহীদ ছাত্রনেতা মংচসিং মারমা স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট চবির আদিবাসী শিক্ষার্থীদের মধ্যকার ভ্রাতৃত্ববোধ ও সৌহার্দ বৃদ্ধির পাশাপাশি শহীদ মংচসিং মারমাকে স্মরণের ও জুম্ম ছাত্র সমাজের আত্মোপলব্ধি করারও একটি উপলক্ষ। জুম্ম জনগণের আন্দোলনে নিজের প্রাণ বিসর্জন দেয়া মংচসিং মারমারা তাই আমাদের গর্ব।

পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক সুমন চাকমার সঞ্চালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি অন্বেষ চাকমা।

বিগত ১৫ জুন থেকে শুরু হওয়া দীর্ঘ ১১ দিন ব্যাপী টুর্নামেন্টে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন শিক্ষাবর্ষের আদিবাসী শিক্ষার্থীদের মোট আটটি দল অংশগ্রহণ করে। টুর্নামেন্টের ফাইনালে মুখোমুখি হয় টিম চ্যালেঞ্জার্স (২০-২১) ও টিম হিল গ্ল্যাডিয়েটর্স (২২-২৩) এবং ম্যাচে ৫-২ গোলের ব্যবধানে জয় লাভ করে টিম হিল গ্ল্যাডিয়েটর্স।

উক্ত ফাইনাল ম্যাচে ম্যাচ সেরা ও টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার লাভ করেন হিল গ্ল্যাডিয়েটরসের আথুইমং মারমা, টুর্নামেন্টের সেরা গোল রক্ষক নির্বাচিত হন হিল গ্ল্যাডিয়েটরসের বেনদিকার বম এবং টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন চ্যালেঞ্জার্সের আকাশ ত্রিপুরা।

রাবিতে পিসিপির উদ্যোগে শহীদ ছাত্রনেতা আনন্দ তঞ্চঙ্গ্যা স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৫ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

গত ২৭ জুন ২০২৫ পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, রাজশাহী মহানগর শাখার উদ্যোগে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং রুয়েটে অধ্যয়নরত আদিবাসী শিক্ষার্থীদের মধ্যকার পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে আয়োজিত শহীদ ছাত্রনেতা আনন্দ তঞ্চঙ্গ্যা স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৫ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিভাগীয় কালচারাল একাডেমির পরিচালক হরেন্দ্রনাথ সিং মহোদয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ রাজশাহী মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক সুমন চাকমা, সাংগঠনিক সম্পাদক সজীব চাকমা, তথ্য প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক প্রাচুর্য্য চাকমা, টুর্নামেন্ট পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক বাবু রোয়াজা।

আরো উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষার্থী শোভন ত্রিপুরা, সিনিয়র শিক্ষার্থী দিব্য চাকমা এবং বিভিন্ন বর্ষের শিক্ষার্থীবৃন্দ ও প্রতিযোগী দলের খেলোয়াড়বৃন্দ।

উক্ত অনুষ্ঠানে সঞ্চালনা করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, রাজশাহী মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক সুমন চাকমা। শুরুতে শহীদ ছাত্রনেতা আনন্দ তঞ্চঙ্গ্যাসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং সমতলে আদিবাসী জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সকল শহীদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

হরেন্দ্রনাথ সিং বলেন, এরকম টুর্নামেন্ট আয়োজন করাটা খুব ভালো একটা উদ্যোগ। জয় পরাজয় বড় বিষয় নয়, অংশগ্রহণই বড় বিষয়। এই আয়োজন পাহাড় ও সমতলের শিক্ষার্থীদের ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। খেলায় জয়-পরাজয় থাকবে, এজন্য নিয়মকানুন মেনে সুশৃঙ্খলভাবে খেলার আহ্বান জানান। যেহেতু আমরা ছাত্র তাই সাবধানে খেলার কথা বলেন।

শিক্ষার্থী দিব্য চাকমা বলেন, আমাদের এই টুর্নামেন্টের আয়োজনের প্রধান উদ্দেশ্যে রাবি এবং রুয়েটসহ অন্যান্য যে সকল প্রতিষ্ঠানের আদিবাসী শিক্ষার্থীরা অধ্যয়নরত রয়েছে তাদের মধ্যে পারস্পারিক ভ্রাতৃত্ববোধ সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় করা। এই টুর্নামেন্ট বিনোদনের জন্য, খেলার মাঝে সামান্য ভুলে মনোমালিন্য হয়ে থাকে তাই এসব বিষয়ে সবাইকে আন্তরিক হওয়ার কথা বলেন।

উল্লেখ্য যে, ২০১০ সালের ৩ জুন রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার রাজস্থলী উপজেলার সদরে বাজার এলাকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিবিরোধী ইউপিডিএফের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা এলোপাতারি গুলিবর্ষণ করলে ছাত্রনেতা আনন্দ তঞ্চঙ্গ্যা নিহত হন। শহীদ ছাত্রনেতা আনন্দ তঞ্চঙ্গ্যা পিসিপি রোয়াংছড়ি থানা শাখার সদস্য ছিলেন।

উদ্বোধনী ম্যাচে প্রতিদ্বন্দ্বী দল হিসেবে ছিল ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের আদিবাসী শিক্ষার্থীদের টিম ওল্ড বয়েজ ইউনাইটেড এবং ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের টিম ক্রেয়রং। খেলায় ৩-২ গোলে ওল্ড বয়েজ ইউনাইটেড জয় লাভ করে এবং ম্যাচ অব দ্য ম্যাচ হিসেবে নির্বাচিত হন ওল্ড বয়েজ ইউনাইটেডের শোভন ত্রিপুরা।

দ্বিতীয় ম্যাচে প্রতিদ্বন্দ্বী দল হিসেবে ছিল ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের আদিবাসী শিক্ষার্থীদের টিম কংলাক এবং ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের টিম গাইরিং। খেলায় ২-১ গোলে কাংলাক টিম জয় লাভ করে এবং ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ নির্বাচিত হন কংলাক টিমের আকিজ মার্ডি।

> আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণও বাংলাদেশের অন্যান্য অংশের ভাই-বোনদের সাথে একযোগে এগিয়ে যেতে চাই। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ মনে করে এবং বিশ্বাস করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের যুগযুগান্তের অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা তুলে দিয়ে একটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করে দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জাতীয় অস্তিত্বের সংরক্ষণের অধিকার দেবে। – *মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা*

আদিবাসী স্থায়ী ফোরামের ২৪তম অধিবেশনে আদিবাসী নারীর অধিকার বিষয়ে অগাস্টিনার বক্তব্য

গত ২১ এপ্রিল ২০২৫ জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের (টঘচচঋওও) ২৪তম অধিবেশনে এজেন্ডা আইটেম ৫(ই): আদিবাসী নারীর অধিকার বিষয়ক আন্তঃআঞ্চলিক, আন্ত:প্রজন্ম ও বৈশ্বিক সংলাপ বিষয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি অগাস্টিনা চাকমা বক্তব্য রাখেন।

জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের অধিবেশনটি শুরু হয় ২১ এপ্রিল ২০২৫ নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদরদপ্তরে এবং শেষ হয় ২ মে ২০২৫।

জনসংহতি সমিতির তিনজন প্রতিনিধি চঞ্চনা চাকমা, অগাস্টিনা চাকমা ও মনোজিৎ চাকমা অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন, অপরদিকে বাংলাদেশের আদিবাসীদের পক্ষ থেকে কাপেং ফাউন্ডেশনের পল্লব চাকমা, আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ক এক্সপার্ট মেকানিজমের (EMRIP) বিনোতাময় ধামাই ও টনি চিরানও অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া বাংলাদেশ সরকারের ৬ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদলও অনুষ্ঠানটিতে অংশগ্রহণ করেন।

তার বক্তব্যে অগাস্টিনা চাকমা বলেন, আদিবাসী জুম্ম নারীদের নিরাপত্তা ও ক্ষমতায়নের সাথে ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বাস্তবায়নের মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিটি যথাযথভাবে বাস্তবায়নে ব্যর্থতার কারণে আদিবাসী জুম্ম নারীদের নিরাপত্তা ও ক্ষমতায়ন অর্জিত হওয়া এখনো সুদূরপরাহত।

বিশেষ করে, অস্থায়ী সেনাক্যাম্পসমূহ প্রত্যাহার, ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি, ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পরিবারসমূহের পুনর্বাসন, বাঙালি সেটেলারদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে পুনর্বাসন, আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদের ক্ষমতা হস্তান্তর ইত্যাদি বাস্তবায়ন না করার কারণে আদিবাসী জুম্ম নারীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, অপরদিকে তাদের উপর সহিংসতা অব্যাহত রয়েছে।

২০২৪ সালে মুসলিম সেটেলারদের কর্তৃক জুম্ম নারী ও শিশুদের উপর ১২টি যৌন সহিংসতার রেকর্ড রয়েছে এবং এসব ঘটনায় ১৬ জন জুম্ম নারী ও শিশু সহিংসতার শিকার হয়। এসব ঘটনায় যদিও কয়েকজন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়, দুর্বল মামলা ও পুলিশের দুর্বল ভূমিকার কারণে গ্রেপ্তার হওয়ার কয়েকদিন পরেই জামিনে জেল থেকে ছাড়া পায়। সুতরাং এরূপ ঘটনায় জড়িত কোনো ব্যক্তিকে এ পর্যন্ত আইনের আওতায় আনা হয়নি এবং সেই অনুযায়ী শাস্তি প্রদান করা হয়নি। বিচারিক কার্যক্রম থেকে অব্যাহতির সংস্কৃতির কারণেই জুম্ম নারী ও শিশুর উপর যৌন সহিংসতার ঘটনাগুলো পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ে অব্যাহতভাবে ঘটে চলেছে।

উদাহরণস্বরূপ, গত ১০ মার্চ বান্দরবান জেলায় মোঃ জামাল হোসেন নামে এক বহিরাগত শ্রমিক কর্তৃক আদিবাসী খিয়াং সম্প্রদায়ের মানসিক প্রতিবন্ধী এক কিশোরীকে ধর্ষণের ঘটনার ক্ষেত্রে, বান্দরবান সেনা জোনের ৫ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধীন খামতাং পাড়া সেনা ক্যাম্পের কমান্ডার মেজর সারোয়ার এর নেতৃত্বে সেনাবাহিনী ভুক্তভোগীর পরিবারকে থানায় মামলা দায়ের করার পরিবর্তে একটি সামাজিক আপোষে পৌঁছার জন্য চাপ প্রয়োগ করে।

সেনা মেজর সারোয়ারের নির্দেশে আদিবাসী মুরুব্বিরা ধর্ষণকারী মোঃ জামাল হোসেনকে মাত্র ২ লক্ষ টাকা জরিমানা দেওয়ার সিদ্ধান্ত দেয়। মেজর সারোয়ারকে যখন এই রায়ের বিষয়ে অবহিত করা হয়, মেজর সারোয়ার তখন উক্ত জরিমানা কমিয়ে দিতে মুরুব্বিদের অনুরোধ করে। গ্রামের মুরুব্বিরা জরিমানা কমিয়ে ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা নির্ধারণ করে।

ঐ সিদ্ধান্ত শোনার পর, সেটা গ্রহণ করতেও মেজর সারোয়ার রাজি ছিলেন না। পরে, মেজর সারোয়ারের চাপে গ্রামের মুরুব্বিরা মাত্র ৪০ হাজার টাকার জরিমানা দেওয়ার রায় দিতে বাধ্য হন। এরপরও সেই টাকা বকেয়া রাখা হয় এবং ভুক্তভোগীর পরিবারকে নগদ টাকা দেওয়া হয়নি।

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী নারীদের অধিকার বিষয়ে স্থায়ী ফোরামকে এমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে যাতে সে পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদের অধিকার সহ অরক্ষিত আদিবাসী নারীদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে এবং তা করার জন্য স্থায়ী ফোরামকে অবশ্যই–

১. পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী নারীদের নিরাপত্তা ও ক্ষমতায়নের স্বার্থে ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়নে অন্তর্বর্তী সরকারকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

২. সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে আদিবাসী নারীদের সুরক্ষার উদ্দেশ্যে বিশেষ আইন প্রণয়নে বাংলাদেশ সরকারকে অনুরোধ করতে হবে।

স্থায়ী ফোরামে আদিবাসীদের সাথে সংলাপ বিষয়ে বিজুবী চাকমার বক্তব্য প্রদান

গত ২৪ এপ্রিল ২০২৫ কানাডার আদিবাসী কাউন্সিলের প্রতিনিধি বিজুবী চাকমা জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের ২৪তম অধিবেশনে আইটেম ৫(এ): আদিবাসীদের সাথে সংলাপ বিষয়ে বক্তব্য রেখেছেন।

তিনি অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, ভারতে সিডিউল ট্রাইব, সিডিউল কাস্ট, ট্রাইবাল ও আদিবাসী রয়েছে। তারা তাদের জীবিকা, শিক্ষা, উন্নয়ন, তাদের নিজেদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ এর জন্য নানা সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে। তারা যোগ্য হলেই ভারতীয় সংবিধানের ৬ষ্ঠ সিডিউল পেয়ে যায়, যা ট্রাইবাল জনগোষ্ঠীর জন্য প্রতিষ্ঠিত স্বায়ত্তশাসন। উদাহরণস্বরূপ, বোড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়েল কাউন্সিল (বিটিসি) ও বোড়ো কাচারি ওয়েলফেয়ার অটোনোমাস

কাউন্সিল (বিকেডাব্লিউএসি), চাকমা অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল, লাই অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল, লাদাখ অটোনোমাস হিল ডেভেলোপমেন্ট কাউন্সিল ইত্যাদি। ট্রাইবাল জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক, শিক্ষাগত, জাতিগত ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে এই কাউন্সিলসমূহ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। ভারতীয় সরকার তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও নাম অন্তর্ভুক্ত ও সংরক্ষণ করার জন্য আদিবাসীদের অধিকার বিবেচনা করে থাকে।

অপরদিকে মিয়ানমারে রয়েছে ১৩৫টি নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী যারা কয়েক দশক ধরে নিপীড়িত হয়ে আসছে। এখন তাদের অনেকেই যেমন চিন, কারেন, আরাকান, কাচিন, তাং ইত্যাদি মিয়ানমারের সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের সক্রিয় প্রতিরোধ তাদের অধিকার ও স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের পথে তাদেরকে অনেক কাছে নিয়ে গেছে।

আদিবাসীদের অধিকার, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সুরক্ষার জন্য যেখানে ভারতের সাংবিধানিক গ্যারান্টি রয়েছে এবং মিয়ানমার যেখানে তাদের অধিকার স্বীকার করার জন্য তার জনগণের প্রতিরোধের দ্বারা বাধ্য হয়, বাংলাদেশ কেন তা করতে সক্ষম হবে না? আড়াই দশক আগে, পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম জনগণ বাংলাদেশ রাষ্ট্রের নির্মম সুপরিকল্পিত নিপীড়ন ভোগ করেছিল। তাদের অব্যাহত প্রতিরোধের চেষ্টা জুম্ম জনগণের মানবাধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার্থে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অর্জন করেছিল।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ সরকারকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে উদ্যোগী হতে হবে- যে চুক্তির জন্ম হয়েছে ব্যাপক দুঃখ ও রক্তপাত থেকে। সামরিক বাহিনীর উপর অব্যাহত নির্ভরশীলতায় এই সমস্যার সমাধান হবে না, ইহা কেবল ক্ষতকে আরও গভীরতর করে।

তিনি বলেন, সর্বজনীন শান্তি ও ন্যায়বিচারের প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ একটি সংস্থা হিসেবে জাতিসংঘের উচিত পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী ও ন্যায্য শান্তির অভিমুখে অর্থপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণে বাংলাদেশ সরকারকে অনুরোধ করা।

স্থায়ী ফোরামের ৬ ম্যান্ডেটভুক্ত বিষয়ের উপর মনোজিত চাকমার বক্তব্য উপস্থাপন

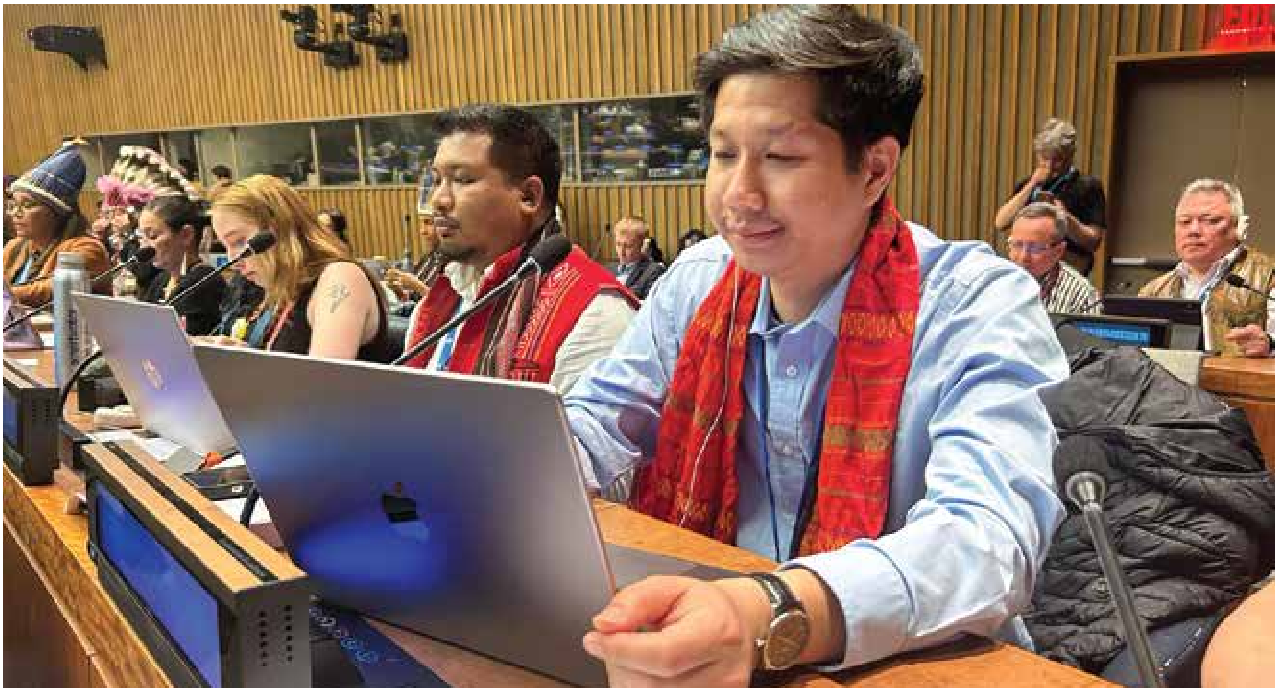

গত ২৫ এপ্রিল ২০২৫ জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের ২৪তম অধিবেশনে এজেন্ডা আইটেম ৪: 'জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক ঘোষণাপত্র সম্বন্ধে স্থায়ী ফোরামের ৬টি ম্যান্ডেটভুক্ত বিষয় (অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন, সংস্কৃতি, পরিবেশ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও মানবাধিকার) এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য ২০৩০ এজেন্ডা' বিষয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির (পিসিজেএসএস) প্রতিনিধি মনোজিত চাকমা তার বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

তার বক্তব্যে মনোজিত চাকমা বলেন, জাতিসংঘের আদিবাসী অধিকার বিষয়ক ঘোষণাপত্র এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য ২০৩০ এজেন্ডা হতে পারে আদিবাসীদের অগ্রগতির জন্য

একটি মাইলফলক এবং ইহা অনেকে ক্ষেত্রে বা পরিস্থিতিতে এবং অন্যান্য ব্যাপারে ইহার কার্যকারিতা প্রমাণ করেছে। ইহা নিষ্ফল হয় সরকারের অসদিচ্ছা, শাসক জনগোষ্ঠীর অনিচ্ছা, ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতা বা মৌলবাদীদের প্রতিরোধ ইত্যাদির কারণে। এই ধরনের পরিস্থিতি দেখতে পাওয়া যায় বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম জাতিগোষ্ঠীর পরিস্থিতির ক্ষেত্রে।

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী ফোরামের ম্যান্ডেটভুক্ত ৬টি বিষয়ের সবগুলি সরকারের নিষ্ক্রিয়তা, সাধারণ জনগণের দুর্বল উপলব্ধি, ধর্মীয় মৌলবাদীদের চাপ ও বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ এর কারণে আটকে রয়েছে। যদি ম্যান্ডেটভুক্ত বিষয়সমূহ যত্ন নেয়া হত এবং সরকার সকল প্রয়োজনী পদক্ষেপ, সুরক্ষা, জোরদারকরণ ও গতিশীল পদক্ষেপ এর ব্যবস্থা করত, তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম জনগোষ্ঠী গভীরভাবে তারিফ করতে পারত এবং একই সাথে দেশটি মানবাধিকারের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করতে পারত।

এছাড়া মনোজিত চাকমা তার বক্তব্যে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়া এবং সাম্প্রতিককালে ঢাকায় বাঙালি সেটেলারদের কর্তৃক আদিবাসী ছাত্রদের হামলার শিকার হওয়ার কথা তুলে ধরেন।

তিনি আরও বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তির জন্য নতুন পদক্ষেপ হচ্ছে, অন্তর্বর্তী সরকার ২০২৫ সালের জানুয়ারিতেপার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরীবীক্ষণ কমিটি গঠন করেছে। কিন্তু কমিটিটি গঠনের পর থেকে তিন মাস অতিক্রান্ত হয়েছে, তবু এই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়নি।

তিনি বলেন, চুক্তিটি দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য জাতিসংঘ অন্তর্বর্তী সরকারকে অনুরোধ জানাতে পারে এবং যৌক্তিক পরামর্শ দিতে পারে, যার ফলে আদিবাসী জুম্ম জনগণ স্থায়ী ফোরামের ৬টি ম্যান্ডেটভুক্ত বিষয় তাদের যথাযথ জীবিকায় সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হবে।

স্থায়ী ফোরামের ২৪তম অধিবেশনে মানবাধিকার সংলাপ বিষয়ে জেএসএস প্রতিনিধির বক্তব্য

গত ২৮ এপ্রিল ২০২৫, জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের (ইউএনপিএফআইআই) ২৪তম অধিবেশনে এজেন্ডা আইটেম ৫(ডি): 'আদিবাসী অধিকার বিষয়ক স্পেশ্যাল র‍্যাপোর্টিউর ও এক্সপার্ট মেকানিজমের সাথে মানবাধিকার সংলাপ; সাধারণ সুপারিশ নং ৩৯ (২০২২) বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অগ্রগতি বিষয়ে বার্ষিক পর্যালোচনা' বিষয়ে বক্তব্য দিয়েছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির (পিসিজেএসএস) প্রতিনিধি মনোজিত চাকমা।

তার বক্তব্যে মনোজিত চাকমা বলেছেন, বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক মানবাধিকার পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। আদিবাসীদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা, ভূমি বেদখল, আদিবাসী গ্রাম উচ্ছেদ, আদিবাসী নারীর উপর সহিংসতা, অধিকারকর্মীদের অপরাধীকরণ, সেনা হামলা, বাড়ি তল্লাশি, একতরফা গ্রেপ্তার ও মারধর ইত্যাদি মানবাধিকার লংঘন অব্যাহতভাবে চলছে।

২০২৪ সালে ২০০টি মানবাধিকার লংঘনের ঘটেছে, যেখানে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত সামরিক বাহিনী, আইন-শৃঙ্খলা

বাহিনী, সেনামদদপুষ্ট সন্ত্রাসী দল, সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী গোষ্ঠী, মুসলিম বাঙালি সেটেলার ও ভূমি বেদখলকারী কর্তৃক ৬০৫৫ জন জুম্ম মানবাধিকারের শিকার হয়।

মনোজিত চাকমা তার বক্তব্যে ২০২৪ সালের ১৮-২০ সেপ্টেম্বর দীঘিনালা, খাগড়াছড়ি সদর ও রাঙ্গামাটিতে জুম্মদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা, ১ অক্টোবর খাগড়াছড়ি সদরে আরও একটি সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা এবং সেখানে সেনাবাহিনী ও মুসলিম বাঙালি সেটেলার কর্তৃক ৪ জুম্মকে নৃশংসভাবে হত্যা ও একজনকে আহত করার ঘটনা তুলে ধরেন। উক্ত ঘটনায় শতাধিক বাড়ি, দোকান ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগ, বৌদ্ধ বিহারে লুটপাট-ভাঙচুর এবং রাঙ্গামাটিতে আঞ্চলিক পরিষদ কার্যালয়ে হামলা ও ১০টি গাড়ি ভস্মীভূত করা হয়েছে, কিন্তু হামলাকারীদের বিরুদ্ধে প্রশাসন কোনো পদক্ষেপ নেয়নি বলে উল্লেখ করেন।

এছাড়া তিনি বলেন, গত ১৫ জানুয়ারি ২০২৫ ঢাকায় 'স্টুডেন্টস ফর সভারেন্টি'র ব্যানারে সেনা মদদপুষ্ট মুসলিম বাঙালি সেটেলার ছাত্ররা আদিবাসী ছাত্রদের উপর নৃশংস হামলা চালায়। এতে ২২ আদিবাসী ছাত্র ও অধিকারকর্মী আহত হন। পুলিশ এই ঘটনায় ৫ জনকে গ্রেপ্তার করলেও জামিনে ৩ জন ইতোমধ্যে ছাড়া পেয়েছেন।

মনোজিত চাকমা আরও বলেন, জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদ ইতোমধ্যেই ঢাকায় একটি মানবাধিকার কার্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। স্থায়ী ফোরামের মাধ্যমে জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের নিকট আমি অনুরোধ জানাই, তারা যেন আদিবাসীদের মানবাধিকারের বিষয়গুলো দেখাশোনা করার জন্য ওই মানবাধিকার কার্যালয়ে একটি আদিবাসী সেল প্রতিষ্ঠা করেন।

ইউএনপিও'র ২০তম সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত

গত ৭ জুন ২০২৫ বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭:৩০ টায় আনরিপ্রেটেড ন্যাশন এন্ড পিপলস অর্গানাইজেশন (ইউএনপিও)-এর ২০তম সাধারণ অধিবেশন অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এ সংগঠনের সদস্য প্রতিনিধি এবং সেক্রেটারিয়েটের কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন।

ইউএনপি'র সদস্য পার্বত্য চট্টগ্রামের পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি হিসেবে এতে অংগ্রহণ করেন প্রীতিবিন্দু চাকমা, অগাস্টিনা চাকমা ও ত্রিজিনাদ চাকমা। ইউএনপিও প্রেসিডেন্ট রুবিনা গ্রীনউড এ সভায় সভাপতিত্ব করেন।

রুবিনা গ্রীনউড তাঁর সূচনা বক্তব্যে সেক্রেটারি জেনারেল মার্সে মোঞ্জে ক্যানো ও সেক্রেটারিয়েটকে তাদের নিরলস কাজের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এরপর তিনি ইউএনপিও'র সংক্ষিপ্ত প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন এবং সমকালীন পরিস্থিতি বিবেচনায় এ সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব উপস্থাপন করেন। তিনি সংগঠনের কিছু কার্যক্রম ব্যাখ্যা করেন ও কিছু কিছু চ্যালেঞ্জ উপস্থাপন করেন।

বিগত সভার কার্যবিবরণী ও ২০তম অধিবেশনের এজেন্ডা তিনি সবার সম্মতি নিয়ে চূড়ান্ত করে নেন। সভাপ্রধান ইউএনিওপ'র পরবর্তী কার্যক্রম বিষয়ে সেক্রেটারী জেনারেল মার্সে মোঞ্জে ক্যানো-কে এবং বাজেট ২০২৫ বিষয়ে ট্রেজারার ও ভাইস প্রেসিডেন্ট এলিসেন্ডা পলুজি-কে উপস্থাপন করার জন্য আহ্বান জানান।

মার্সে মোঞ্জে ক্যানো উক্ত বিষয়ে তাঁর উপস্থাপন তুলে ধরেন এবং ২০২৪ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনও তুলে ধরেন। এরপর এলিসেন্ডা পলুজি ও মার্সে মোঞ্জে ক্যানো বাজেট ২০২৫ ও বিগত বছরের আর্থিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন।

তাদের উপস্থাপনের পরে অংশগ্রহণকারী কেউ কেউ মূল্যবান মতামত দিয়েছেন। প্রতিবেদনগুলোর প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে কেউ কেউ বলেছেন যে– সংগঠনের গতিশীলতার জন্য এরকম স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

উন্মুক্ত আলোচনায় জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি ত্রিজিনাদ চাকমা উপস্থাপিত প্রতিবেদনগুলোকে সম্মতি ও ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি ইউএনপিও সেক্রেটারিয়েটকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, সারা বিশ্বের অধিকারহীন ও প্রতিনিধিত্বহীন জাতি ও জনগোষ্ঠীর জন্য নিরলসভাবে কাজ করছেন ইউএনপিও সেক্রেটারিয়েট। তিনি প্রাসঙ্গিকভাবে এটাও বলেছেন যে, ২৭ বছর আগে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি এখনো অবাস্তবায়িত অবস্থায় রয়েছে। এজন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার পরিস্থিতির কোন উন্নতি হয়নি।

তিনি ইউএনপিও ও এর সদস্যদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান, কারণ তারা ক্রমাগতভাবে জুম্মদের ও পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যুকে আন্তর্জাতিকভাবে সমর্থন যুগিয়ে যাচ্ছেন। তিনি ইউএনপিও'র পরবর্তী কার্যক্রমে বিশেষ করে গবেষণা, মানবাধিকারের ডকুমেন্টেশন প্রমাণ সাপেক্ষে এডভোকেসী ও নানা প্রশিক্ষণে তরুণদের অন্তর্ভুক্তির উদ্যোগকে স্বাগত জানান ও জুম্মদের অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য সেক্রেটারী জেনারেলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

এরপর সভাপ্রধান সমাপনী বক্তব্য দিয়ে ২০তম সাধারণ অধিবেশন সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

তথ্য ও প্রচার বিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, কেন্দ্রীয় কার্যালয়, কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত
ফোন: +৮৮-০২৩৩৩৩৭১৯২৭, ই-মেইল: pcjss.org@gmail.com, ওয়েব: www.pcjss.org

শুভেচ্ছা মূল্য : ৫০ টাকা